শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতামৃত-কণা-
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু-
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশাভিধানং গ্রন্থত্রয়ম্

শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁবিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-
গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য
অন্যতমপ্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতিনা আচার্য্যেন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টেন
ওঁবিষ্ণুপাদশ্রীশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন
সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ
প্রকাশিতম্।

মূল, অনুবাদ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুর টীকা (শ্রীল-বিশ্বনাথ),
টীকানুবাদ এবং গ্রন্থসম্পাদক শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ বিরচিত 'অনুকণা',
'অনুবিন্দু' ও 'অনুকিরণ' টীকার
সহিত প্রকাশিত।

আদি সংস্করণ
শ্রীগৌরাবির্ভাব পুর্ণিমা, গৌরাব্দ-৪৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
গৌরাব্দ ৫১৫, বাংলা ১৪০৮, ইংরাজী ২০০১ সাল

প্রকাশক
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর
ডি এণ্ড বি ডেটা সার্ভিসেস
১৬ এ, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রীভাগবতামৃত-কণা

ভূমিকা

এই গ্রন্থের রচয়িতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি মহামহোপাধ্যায় পরমপূজ্যপাদ **শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয়**। ইনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যপারম্পর্য্যে চতুর্থ অধস্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তৎসমসাময়িক ব্রজবাসী গোস্বামিবৃন্দের অপ্রকটের পর, ইনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যযুগীয় সংরক্ষক ও আচার্য্যরূপে উদিত হন। ইঁহার রচিত বিপুল সংস্কৃতগ্রন্থরাজি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতুল সম্পদ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম পার্ষদ আমাদের পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ** শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত-গ্রন্থ রচনা করিয়া পরম উপাস্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকিলে, সেই গ্রন্থের মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ সেই অসুবিধা দূরীকরণ-মানসে অতি সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় সেই শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক ভগবৎতত্ত্ববিচার অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া আমাদের ন্যায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অনধিকারীর পক্ষেও তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের ভক্তগণ পরম কৃপালু, পতিতপাবন। সর্ব্বদা জীব-দুঃখে কাতর হইয়া ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান-পূর্ব্বক ভগবদ্ ভজনে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে শ্রদ্ধালু, প্রণতজনগণকে যেমন কৃপাপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক তদীয় প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই

জীবগণ যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য জীবের প্রতি মহান্ করুণা প্রকাশ করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের রচিত গ্রন্থরাজি প্রচুর। যদিও তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও টীকাদি সকলই সংস্কৃত ভাষায় উদিত, তথাপি, তাঁহার ভাষা এমন সরল ও প্রাঞ্জল যে সকলের পক্ষে উহা সহজেই বোধগম্য। অবশ্য কেবল ভাষার সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাদের সেবাফলেই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকৃতরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। নতুবা অসীম মেধা ও পাণ্ডিত্য বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ত' দূরের কথা, বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া, অনেক সময় প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তের চরণে অপরাধী হইয়া নিরয়গামীও হইতে হয়।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—

"যস্য দেবে পরাভক্তি, যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হইয়াছে যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নঃ ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে চক্রবর্ত্তিপাদ গৌড়ীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে বিপুল গ্রন্থরাজি রাখিয়াছেন। যদি তাঁহার করুণা-বলে সেই গ্রন্থসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিপুণতা লাভ করিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানা যায়,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।"

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** ও পরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর** প্রভৃতি গৌর নিজজনগণ বর্ত্তমান যুগে জীবোদ্ধার-কল্পে আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া বিভিন্ন ভাষায় নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রনয়ণপূর্ব্বক জীবকুলের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগাকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীচরণশোভায় বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছেন।

মদীয় বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব পরমপূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভারতী গোস্বামী মহারাজ**ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীউদ্ধব-সংবাদ ও সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, গ্রন্থদ্বয় সম্পাদন পূর্ব্বক আমাদের ন্যায় কেবল বঙ্গভাষাভিজ্ঞের নিকট শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্ম তথা গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত করাইয়া অসীম উপকার করিয়াছেন।

যাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পাঠকালে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার আলোচনা করেন, কিংবা গৌড়ীয় গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত আলোচনাকালে, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের গ্রন্থ-রাজির অনুশীলন করেন, তাঁহারা তাঁহার অলৌকিক মহিমায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। এখনও সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে এই ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে,—“কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা।”

শ্রীগুরুবর্গের আদর্শের অনুসরণেই মাদৃশ অযোগ্যাধমের এই বাতুল প্রয়াস যে, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের রচিত কিরণ-বিন্দু-কণা-গ্রন্থত্রয় পুনঃ প্রকাশের ইচ্ছা জাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে ঐ তিনখানি গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য। বহুদিন হইতে এ অধমের হৃদয়ে ঐ গ্রন্থত্রয়ের পুনঃ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হইলেও, ঐ তিনখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হই। অনেক চেষ্টার পর, ভগবদিচ্ছাক্রমে ঐ প্রাচীন প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়

সাময়িকভাবে সংগ্রহপূর্ব্বক হাতে নকল করিয়া রাখিয়া, তাহা হইতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হয়। কাজেই নিজের অযোগ্যতায় ও নানা অসুবিধার মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় অনেক ত্রুটি ও ভুল থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সে-কারণ সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমাপনপূর্ব্বক গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করিলে আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

পরিশেষে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণ-কালে আমাদের স্নেহাস্পদ (অধুনা পরলোকগত) শ্রীরাখাল দাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লেখকের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ইতি—

তারিখ
গৌরাব্দ-৪৭৮
'শ্রীব্যাসপূজা-বাসর'।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণ-রেণু-সেবা-প্রার্থী
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রকটলীলায় এককভাবে উপনিষদ্ গ্রন্থমালা, বেদান্তসূত্রম্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের শ্রীভাগবতামৃত কণা, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু-বিন্দু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশ ইত্যাদি বিপুল শাস্ত্র সম্ভার তৎগুরুদেব জগৎগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী অপার করুণায় মন্থন করিয়া সম্পাদনা ও প্রকাশনা পূর্ব্বক তাঁহার মনোঽভিষ্ট পূর্ণ করতঃ বৈষ্ণব জগতের অতুলনীয় উপকার বিধান করিয়াছেন।

বৈষ্ণব জগতে কথিত হয়—'কিরণ' 'বিন্দু' 'কণা'। এই তিন নিয়ে বৈষ্ণব-পনা।। শ্রীভাগবতামৃত কণা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশ—এই গ্রন্থত্রয়কে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সারাতিসার নির্ণয় করতঃ প্রায় চারি দশক পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বভাষ্য সহ গ্রন্থত্রয়ের সম্পাদনা ও প্রকাশনা করিয়া সুধী পাঠক ও বৈষ্ণবগণের করকমলে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পর উক্ত গ্রন্থসমূহের পুনর্মুদ্রণ হইবার পূর্ব্বেই জগতের এবং আমাদের দুর্ভাগ্যে তিনি অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী।।" মদীয় শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটেও বৈষ্ণব জগত রত্নশূন্যা হইয়াছেন। আমরা তাঁহার পাদত্রাণবাহী ভৃত্যাধম। তাঁহার অপ্রাকৃত কৃপা সঞ্চারে মিশনের প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থরাজি পুনর্মুদ্রণের আশাবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকাশনার মধ্য দিয়া প্রকাশন আরম্ভ করি। আজ তাঁহারই অপার করুণায় মিশনের প্রকাশিত সকল গ্রন্থরাজি পুনঃ

প্রকাশিত হইলেন এবং আমরা ঐ সকল গ্রন্থরাজি বৈষ্ণবগণ ও সুধীপাঠকগণের করকমলে সমর্পণে সক্ষম হইয়া শ্রীগুরুদেবের অসীম করুণা অনুভব করিতেছি।

ব্যয় সঙ্কোচনার্থে 'কিরণ', 'বিন্দু' ও 'কণা' গ্রন্থত্রয় একত্রে গ্রথিত ও প্রকাশিত হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মুদ্রণজনিত ভ্রম-প্রমাদাদি পাঠকগণ নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া গ্রন্থের সার গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। নিবেদনমিতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস,
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর

শ্রীভাগবতামৃত-কণা

শ্রীমদ্‌ভাগবতামৃতনির্ণীত সর্ব্বপ্রাধান্যো যোঽনন্যাপেক্ষি-মহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যঃ স শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ংরূপঃ।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীমদ্‌ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থে যিনি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্ণীত, যাঁহার মহৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনন্যাপেক্ষি অর্থাৎ অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করেনা, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ।। ১।।

অনুকণা—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায়-কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীগোস্বামিনে নমঃ।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবরের শ্রীচরণানুসরণমূলে এই গ্রন্থের 'অনুকণা' নাম্নী টীকার আরম্ভে শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের প্রণাম পূর্ব্বক স্মরণ করিতেছি।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।। চৈঃ চঃ।।

নিখিল সাত্বত-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরাৎপর-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো।" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—। "একাংশেন স্থিতো জগৎ"—। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুরেবচ"—। "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"—। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।।"

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাই,—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্।" (পূঃ বিঃ ৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতবাক্যে পাই,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্বের কারণ, তিনি স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্। শ্রীল রূপপ্রভু লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে ১২ শ্লোকে বলেন,—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যেই রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করেনা, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাকেই স্বয়ংরূপ বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।" (চৈঃ চঃ আদি)

যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সুমহান ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না বলিয়াই, তিনি স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্যের ভগবত্তা তাঁহার ভগবত্তা কাঁহা হইতেও নয়, তাই তিনি স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নরলীলার ভাব অপেক্ষা না করিয়াই যে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য; যেমন আবির্ভাবকালে চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ, বা অর্জ্জুনাদির নিকট ঐশ্বরীকরূপ প্রদর্শন। যেখানে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ-কালে নরলীলার ভাব অতিক্রম করেন না; তাহাই তাঁহার মাধুর্য্য। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন বলা যায়,—পূতনার প্রাণবধ-কালে, শকটভঞ্জনকালে অথবা দামবন্ধনলীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও, নরলীলার ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, আবার হরি দধি, দুগ্ধ নবনীতাদি অপহরণ কালে কিম্বা গোপললনা-লাম্পট্য লীলায় কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের ভাব না দেখাইয়াই, ভয়াদি প্রকাশে, নরলীলার মহামাধুর্য্যই প্রকাশ করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

ভক্তিতে শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ অনুভূত হয়। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ, 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্মরূপ' ও 'আবেশরূপ'। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ দ্বিবিধ—(ক) স্বয়ংরূপ—এক কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোপবেশ, গোপ-অভিমান, ইনি লীলা-পুরুষোত্তম নামে অভিহিত। স্বয়ংরূপে—এক কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি। (চৈঃ চঃ) (খ) স্বয়ং প্রকাশ—একই স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ বহুস্থানে প্রকটিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তি সমূহ যদি গুণ-লীলাদির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মূলরূপেরই সমান হন, তাহা হইলে ঐ সকল মূর্ত্তিকে মূলরূপের বা

স্বয়ংরূপের প্রকাশ-মূর্ত্তি বলা হয়। যেমন,—

"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ।।
মহিষী-বিবাহে, যৈছে, যৈছে, কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য-প্রকাশ।।" (চৈঃ চঃ আদি ১ম)

শ্রীল রূপ প্রভু শ্রীলঘুভাগবতামৃতেও লিখিয়াছেন,—"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎ-স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে।।"

স্বয়ং প্রকাশ দ্বিবিধ—প্রাভব ও বৈভব। প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভুত্ব বর্ত্তমান। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ-মূর্ত্তিসমূহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। "একই বপু বহুরূপ, যৈছে রাসে ও মহিষী বিবাহে।" যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ শ্রীবলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন-বস্তু। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-মূর্ত্তির কথাও শ্রুত হয়, এবং ঐ সকল প্রকাশ-মূর্ত্তিতে আকার গত ভেদও দৃষ্ট হয়, যেমন চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন। এস্থলে আকারগত ভেদ সত্ত্বেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশত্বই স্বীকৃত হয়। দেবকীনন্দনের দ্বিভুজ মূর্ত্তিও এই প্রকার 'প্রকাশ' জানিতে হইবে।। ১।।

তস্য প্রায়স্তুল্য শক্তিধারী যঃ স তস্য বিলাসঃ; যথা—বৈকুণ্ঠনাথঃ। তস্মান্ন্যূন শক্তিধারী যঃ স তস্যাংশঃ; যথা—মৎস্যকূর্ম্মাদিকঃ।।২।।

অনুবাদ—যিনি সেই স্বয়ংরূপের প্রায় তুল্য শক্তিধারী, তিনি তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি; যেমন—বৈকুণ্ঠনাথ। সেই বিলাস হইতে যিনি ন্যূন শক্তিধারী, তাঁহাকে সেই বিলাসের স্বাংশ বলা হয়; যেমন—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার।।২।।

অনুকণা—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ং

রূপেরই কায়ব্যূহ বলা যায়, অথচ যাঁহাতে আকারাদিগত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাদৃশ রূপকেই তদেকাত্মরূপ বলে। শ্রীল রূপ প্রভু লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে লিখিয়াছেন,—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই,—

"সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর।।
তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ।।
প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদ—অনন্ত প্রকার।।"

অর্থাৎ বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি মূলরূপের তুল্য শক্তি ধারণ করেন কিন্তু আকৃতিতে, বর্ণে ও নামে ভেদ মাত্র, তিনি তদেকাত্মরূপের বিলাস। যেমন ব্রজে শ্রীবলরাম ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ।

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম।।
(চৈঃ চঃ আদি ১ম)

শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃতে পাই,—"স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে।।"

প্রাভব ও বৈভবভেদে বিলাস দ্বিবিধ। প্রাভব-বিলাসে দ্বারকা-মথুরা ধামে আদি চতুর্ব্ব্যূহ—(১) বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয় বেশ, ক্ষত্রিয় অভিমান ও পুরে নিত্য অধিষ্ঠান। (২) সঙ্কর্ষণ (৩) প্রদ্যুম্ন (৪) অনিরুদ্ধ। বৈভব-বিলাসে—দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ—(বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান) ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া দ্বাদশমূর্ত্তি, দ্বাদশ মাসের ও দ্বাদশ তিলকের দেবতা। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার পুরুষোত্তম, অচ্যুতাদি করিয়া আটজন বিলাস-মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এ বিষয়ে

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত দ্রষ্টব্য।

বিলাস হইতে যিনি ন্যূন শক্তিধারী—তাঁহাকে স্বাংশ বলে। স্বাংশ ষড়বিধ-রূপ; যথা—(১) পুরুষাবতার, (২) গুণবতার (৩) লীলাবতার (৪) যুগাবতার (৫) মন্বন্তরাবতার (৬) শক্ত্যাবেশবতার।। ২।।

যত্রৈকৈকশক্তি সঞ্চার মাত্রং স আবেশঃ; যথা—ব্যাসাদয়ঃ ।।৩।।

অনুবাদ—যাঁহাতে এক একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকে আবেশ বলে; যেমন—ব্যাসাদি ।। ৩।।

অনুকণা—যাঁহাতে একটী মাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে। আবেশ—দুই প্রকার; ভগবদাবেশ ও ভগবৎ-শক্ত্যাবেশ। মহত্তম জীবেই এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অভিমান হয়। কপিলদেব ও ঋষভ দেব আপনাদ্দিগকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান করিতেন। আর ভগবৎ-শক্ত্যাবিষ্ট জীবের নিজেকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান হয়। যেমন ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস নিজদ্দিগকে ভগবদ্দাস অভিমান করিতেন। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ প্রকরণে পাওয়া যায়,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ।।"

অর্থাৎ জ্ঞান-শক্ত্যাদি কলার দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন, তাঁহারাই শক্ত্যাবেশ বলিয়া কথিত হন। তাঁহা মূখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। যাহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ হয়, তিনি মূখ্য-শক্ত্যাবেশ অবতার আর যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, তাহাকে গৌণ-শক্ত্যাবেশ অবতার কহে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়,—

"শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন কার মুখ্য মুখ্য জন।।

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার' আভাসে 'বিভূতি' লিখি।।
'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম।।
বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত।।
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি।।
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি 'পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ', বীর্য্য-সঞ্চারণ'।।
'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে।।
শ্রীগীতা শাস্ত্রে বিভূতিযোগ বর্ণনে পাই,—
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্।। ৩।।

অথাবতারস্ত্রিবিধাঃ; পুরুষাবতারা-গুণাবতারা-লীলাবতারাশ্চ ।।৪।।

অনুবাদ—অনন্তর অবতার সমূহ প্রধানতঃ ত্রিবিধ; পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার।। ৪।।

অনুকণা—প্রাপঞ্চিক জীবের মঙ্গলার্থ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে শ্রীভগবানের এই প্রপঞ্চে অবতরণকে 'অবতার' বলে। শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীবলদেবের টীকায় অবতার প্রকরণে পাওয়া যায়,—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও পাই,—"অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের-স্বরূপ-বৈভব-সকলের মায়া-বৈভবে অবতরণের নামই অবতার। পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবান জীবজগতের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং কখন বা দ্বারান্তরের দ্বারা

নূতনের ন্যায় জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীগীতায়—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি' শ্লোকে অবতারের কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও গীতোক্ত শ্লোকের অনুবাদ-পদ্যে লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।
সাধুজন-রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে।।
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।।"

আজকাল অনেক আরোহবাদী নাস্তিক প্রকৃতির লোক অবতারতত্ত্ব মানিতে চায় না; আবার কেহ কেহ ঈশ্বরত্বে মানবতার আরোপ ও মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিয়া ঘোরতর অপরাধ সঞ্চয় করে। প্রকৃত ঈশ্বরকে মানব মনে করিয়া অবজ্ঞা এবং মানবকে ঈশ্বর সাজাইয়া পূজা করিবার ধৃষ্টতা, এ যুগে মহামারীর ন্যায় মানব-মেধাকে গ্রাস করিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত অপরাধ-ফলে অবতার-তত্ত্বের মহিমা ও ভুবনমঙ্গল কার্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেহ যদি রাত্রিকালে সূর্য্য-দর্শনের ইচ্ছা করিয়া জগতের যাবতীয় আলোক রাশির সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে কিছুতেই সূর্য্য-দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া তাঁহার রশ্মি যাঁহার চক্ষুর্গোলকে পাতিত করিবেন, তিনি অনায়াসেই সূর্য্য-দর্শন পাইবেন। সেই প্রকার জাগতিক মানব তাহার যাবতীয় মনীষা ও প্রতিভা লইয়া অনন্তকাল চেষ্টা করিলেও, স্বয়ংপ্রকাশ ভগবৎ-সূর্য্য-দর্শন করিতে পারিবে না। কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ শ্রীভগবান্ যখন স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কৃপারশ্মি কৃপাপ্রার্থী শরণাগত জনের প্রতি নিক্ষেপ করিবেন, তখন সূর্য্যালোকে সূর্য্য-দর্শনের ন্যায়

সেই ভাগ্যবান্ ভগবৎ-কৃপালোকে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। যুগে যুগে এই প্রকার অবতার-গ্রহণই শ্রীভগবানের জীবজগতের প্রতি কৃপার নিদর্শন। এইরূপ কৃপা-মূলে শ্রীভগবান তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা নিজকে স্বেচ্ছায় মনুষ্য, দেব, মৎস্য-কচ্ছপাদিরূপে প্রকাশ করেন। তাঁহার ঐ সকলরূপ যে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, ইহা তিনি শ্রীগীতায় "অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা" শ্লোকে এবং "জন্ম কর্ম্ম দিব্যমেবম্" শ্লোকে স্পষ্টই জানাইয়াছেন। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ" অর্থাৎ স্বকীয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় পূর্ব্বক—স্বীকার করতঃ বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক আমি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই। শ্রীভগবদবতারে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া, অবজ্ঞা করিলে যে ফল হয়, তাহাও শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো...রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ" শ্লোকে স্পষ্টই জানাইয়াছেন।

অবতারের দ্বারা প্রপঞ্চে সিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলন হয় এবং ঐ সম্মিলনই সাধকগণের সিদ্ধি প্রাপ্তির একমাত্র পরমোপায়। অবতার সমূহ প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার।। ৪।।

তত্র যঃ প্রথম পুরুষো মহত্তত্ত্বস্য স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রকৃত্যন্তর্যামী স সঙ্কর্ষণাংশঃ। দ্বিতীয় পুরুষো যো গর্ভোদশায়ী সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী ব্রহ্মণঃ স্রষ্টা স প্রদ্যুম্নাংশঃ। তৃতীয় পুরুষো যঃ ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী সোঽনিরুদ্ধাংশঃ।। ৫।।

অনুবাদ—তন্মধ্যে যিনি প্রথম পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তর্যামী, তিনি সঙ্কর্ষণের অংশ। যিনি দ্বিতীয় পুরুষ—গর্ভোদশায়ী, সমষ্টি বিরাটের অন্তর্যামী, ব্রহ্মার স্রষ্টা, তিনি প্রদ্যুম্নের অংশ। যিনি তৃতীয় পুরুষ—ক্ষীরোদশায়ী, ব্যষ্টি-বিরাটের অন্তর্যামী,

তিনি অনিরুদ্ধের অংশ।। ৫।।

অনুকণা—(১) কারণরূপা প্রকৃতির অন্তর্যামী এবং মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই প্রথম পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠ-পতি শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণের অংশ; তিনি কারণ বারিতে শয়ন পূর্ব্বক প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করতঃ, প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহত্তত্ত্বাদিক্রমে চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"স এব আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ" (২।৬।৩৯) "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ" (১।৬।৩৪)। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্ত জগদণ্ড সরোমকূপঃ। আধার-শক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" অর্থাৎ আধার শক্তিময়ী শেষাখ্যা-শ্রেষ্ঠ-স্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শয়ন পূর্ব্বক যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। মহাবিষ্ণু যে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব কৃষ্ণের দাসতত্ত্বরূপ 'শেষ' নামা অবতার বিশেষ। ইনি চিচ্ছক্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তদ্রূপ-বৈভবের প্রকটকারী ও মায়াশক্তির দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুনাত্মক এই দেবীধামের স্রষ্টা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও মধ্যখণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে পাই,—

"সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ।।
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান।।
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব' রূপ 'বীজ' তাতে কৈল সমর্পণ।।
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার।।
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তাঁর নাহিক গণন।।

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম।।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় আরও পাওয়া যায়,—

"নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণো-নিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।।
তদ্‌রোমবিল-জালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু।।" (৫।১২।১৩)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রমাদেবীই যোগমায়ারূপা 'যোগনিদ্রা'।

কারণার্ণবে শয়ান আদ্যাবতার পুরুষ এরূপ বৃহদ্‌ব্যাপার যে, তাঁহার শরীরের লোমকূপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবীজ উৎপন্ন হয়। ঐ ব্রহ্মাণ্ডচয়—চিজ্জগতের অনন্তধামের অনুকরণ; যতক্ষণ পুরুষাবতারের দেহে থাকে, ততক্ষণ তাহারা—চিদাভাসরূপ স্বর্ণাণ্ডের ন্যায়; অথচ, মহাবিষ্ণুর জগৎসঙ্কল্পক্রমে মায়িক-নিমিত্তোপাদানাংশ-গত মহাভূতগণের ভূত-সূক্ষ্মাংশ তাহাদ্গিকে আবরণ করিয়া থাকে। পুরুষের নিশ্বাসের সহিত সেইসকল হৈমাণ্ড বাহির হইয়া যখন মায়ার অসীম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন অপঞ্চীকৃত ভূত-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়।।"

(২) সূক্ষ্ম সমষ্টি বিরাটের অন্তর্যামী ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠধামস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ।।

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্।।
পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ।।"

অর্থাৎ গর্ভোদকে শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রাবিস্তার করিলে, সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিহ্রদে উদ্ভূতপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণোদকশায়ী শ্রীহরি হইতে পাতালাদি সাক্ষাৎ পাদাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী এই বিরাট প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে। সেই শ্রীভগবানের শ্রীরূপ রজস্তমহীন সত্ত্ব, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, অপ্রাকৃত। যোগিগণ অশেষ বিজ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখযুক্ত, অসংখ্য শিরঃ, কর্ণ, চক্ষু, নাসা, মস্তক ও মুকুটকুণ্ডল পরিশোভিত শ্রীহরির এই পৌরুষ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিতে পাই,—"সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন। সহস্র চরণ-হস্ত সহস্র নয়ন।।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া,—

"প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্‌বিশতি স্বয়ম্।
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।।" (৫।১৪)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"কারণাব্ধিতে শয়ান মহাবিষ্ণু—মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ; তাঁহা হইতে যত ব্রহ্মাণ্ড বাহির হইল, সে-সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং অংশরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রত্যেক-অংশই গর্ভোদকশায়ি-পুরুষ এবং সর্ব্বভাবেই মহাবিষ্ণু-সদৃশ। তাঁহাকে সমষ্ট্যন্তর্যামি-পুরুষও বলা যায়।"

আরও পাওয়া যায়,—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্।।
পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ।।"

অর্থাৎ গর্ভোদকে শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রাবিস্তার করিলে, সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিহ্রদে উদ্ভূতপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণোদকশায়ী শ্রীহরি হইতে পাতালাদি সাক্ষাৎ পাদাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী এই বিরাট প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে। সেই শ্রীভগবানের শ্রীরূপ রজস্তমহীন সত্ত্ব, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, অপ্রাকৃত। যোগিগণ অশেষ বিজ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখযুক্ত, অসংখ্য শিরঃ, কর্ণ, চক্ষু, নাসা, মস্তক ও মুকুটকুণ্ডল পরিশোভিত শ্রীহরির এই পৌরুষ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিতে পাই,—"সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন। সহস্র চরণ-হস্ত সহস্র নয়ন।।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া,—

"প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্‌বিশতি স্বয়ম্।
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।।" (৫।১৪)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—
"কারণাব্ধিতে শয়ান মহাবিষ্ণু—মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ; তাঁহা হইতে যত ব্রহ্মাণ্ড বাহির হইল, সে-সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং অংশরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রত্যেক-অংশই গর্ভোদকশায়ি-পুরুষ এবং সর্ব্বভাবেই মহাবিষ্ণু-সদৃশ। তাঁহাকে সমষ্ট্যন্তর্যামি-পুরুষও বলা যায়।"

আরও পাওয়া যায়,—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

অর্থাৎ শ্রীমহাবিষ্ণুর একটী নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলা অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। (৫।৪৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"সেই পুরুষ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক—মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা।।
প্রবেশ করিয়া দেখে, সব—অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার।।
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল।।
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম।।
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন।।
'বিষ্ণু'-রূপ হঞা করে জগৎ-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-সনে।।
'রুদ্র' রূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার।।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর 'গুণাবতার'।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার।।
হিরণ্যগর্ব্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
'সহস্রশীর্যাদি' করি' বেদে যারে গাই।।"

(চৈঃ চঃ ম ২০।২৮৪-২৯২)

(৩) স্থূল ও ব্যষ্টি বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মাই তৃতীয় পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের চতুর্ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই অন্তর্যামীর বিষয় কথিত হইয়াছে.—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।" ২।২।৮

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।।" ২।১।১২

শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে পাওয়া যায়,—

"বামাঙ্গাদসৃজদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্।
জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবাসৃজৎ।।" ৫।১৫

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"ব্যষ্ট্যন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষই শ্রীবিষ্ণু। হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবদংশই প্রজাপতি; ইনি-চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা হইতে পৃথক্; এই হিরণ্যগর্ভই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক-ব্রহ্মার বীজতত্ত্ব। জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু—তদীয় মূলতত্ত্ব আদিলিঙ্গরূপ শম্ভুর (যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার) প্রভূত প্রকাশ মাত্র। বিষ্ণু—মহাবিষ্ণুর স্বাংশতত্ত্ব, অতএব সর্ব্বমহেশ্বর এবং প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক দেববিশেষ। স্বীয়-শক্তি বামে থাকেন বলিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তির শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয়। বিষ্ণুই ঈশ্বররূপে প্রত্যেক-জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। বেদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলিয়া তাঁহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্ত্তা; কর্ম্মিলোকসমূহ তাঁহাকেই 'যজ্ঞেশ্বরনারায়ণ' বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলিয়া ধ্যান করত সমাধি-প্রত্যাশা করেন।।" (৫।১৫)

আরও পাওয়া যায়—

"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেষ হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (৫।৪৬)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,— "কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি—পরব্যোমপতি নারায়ণ; তদীয় অংশ—আদ্যাবতারপুরুষ, তদীয় অংশ—গর্ভোদকশায়ী, এবং তদীয় অংশ—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। 'বিষ্ণু' শব্দবাচক তত্ত্বই—তদীয় 'সর্ব্বাবস্থা-ব্যাপক' তত্ত্ব। এই শ্লোকে ক্ষীরোদশায়িবিষ্ণুর তত্ত্ব-নিরূপণ-দ্বারা স্বাংশবিলাস নিরূপিত হইতেছে। সত্ত্ব-গুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়িক গুণাদি-মিশ্র শম্ভু-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যে-স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা উভয়েই আছে; বিষ্ণু—নিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতু-রূপে গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ত্রিগুণময়ী মায়াতে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রজস্তমো-গুণে মিশ্রিত থাকায় অশুদ্ধ-সত্ত্ব। ব্রহ্মা—রজোগুণোদিত স্বাংশ প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ, এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় নিতান্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত-তত্ত্বদ্বয়—স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্ম হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। মায়ায় সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলেও তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ আছে গুণাবতার বিষ্ণু তাহাতেই উদিত; সুতরাং বিষ্ণু পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বর-তত্ত্ব; তিনি মায়াযুক্ত ন'ন অথচ মায়ার প্রভু। হেতুরূপ গোবিন্দের—স্বীয়ত্বের প্রকরণরূপই বিষ্ণু। তদীয় বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণে গোবিন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ষষ্টিসংখ্যক গুণ পূর্ণরূপে আছে। অতএব ব্রহ্মা ও শিব যেরূপ মায়াগুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিষ্ণু সেরূপ ন'ন, নারায়ণের মহাবিষ্ণু-রূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণুর গর্ভোদকশায়িরূপে আবির্ভাব এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ণুধর্ম্মের উদাহরণ। বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারদ্বয় ও সমস্ত-দেবগণ—তাঁহারই অধীন আধিকারিক-তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ গোবিন্দের বিলাসমূর্ত্তি হইতে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি স্বাংশ অবতার সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত বা দশা-গত দীপস্বরূপে গোবিন্দের চিচ্ছক্তি-দ্বারা বিরাজমান।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার'।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার।।
বিরাট্-ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী, তেঁহো-পালনকর্ত্তা, স্বামী।।"

চৈঃ চঃ ম ২০।২৯৪-৯৫।।৫।।

অথ গুণাবতারাঃ। সত্ত্বগুণেন বিষ্ণুঃ পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদনাথ এব। রজোগুণেন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদশায়িনাভিপদ্মোদ্ভবঃ। ক্বচিৎ কল্পে তাদৃশপূণ্যকারী জীব এব ব্রহ্মা। তদা তত্র ঈশ্বরস্য শক্তিসঞ্চারেণাবেশাবতার এব। তদা তস্য রজো-গুণ-যোগাদ্বিষ্ণুনা ন সাম্যম্। ক্বচিৎ কল্পে স্বয়মেব বিষ্ণুর্ব্রহ্মা ভবতি, যদা কদাচিৎ স্বয়মেব ইন্দ্রো যজ্ঞঃ। তদা তস্য সাম্যমেব। পাতালাদি-সত্যলোকান্তসমষ্টিবিরাট্ স্থূলো ব্রহ্মণ এব বিগ্রহঃ প্রাকৃতঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্য জীবঃ সূক্ষ্মো হিরণ্যগর্ভঃ সোঽপি ব্রহ্মা। তস্যান্তর্যামী গর্ভোদশায়ীশ্বর এব। অথ তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা; স্থূলবৈরাজসংজ্ঞঃ সূক্ষ্মহিরণ্যগর্ভসংজ্ঞঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মোদ্ভব ঈশ্বরঃ এব। ক্বচিৎ কল্পে জীবশ্চ, ক্বচিৎ কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরপি। কিঞ্চ সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষস্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাত্তু সগুণত্বেঽসাম্যঞ্চ।।৬।।

অনুবাদ—অনন্তর গুণাবতারত্রয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ক্ষীরোদনাথই। রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত। কোন কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যবান জীবও ব্রহ্মা হন। সেইরূপ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া, তাঁহাকে আবেশ-অবতারই বলা হয়। সেইরূপ ব্রহ্মা রজোগুণের যোগবশতঃ বিষ্ণুর সহিত সমান নহে। আবার কোন কল্পে বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন; যেমন

কখন কখন যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ংই ইন্দ্র হন। যখন স্বয়ং বিষ্ণু ব্রহ্মা বা ইন্দ্র হন, তখন তাঁহারা বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। পাতালাদি সত্য-লোক পর্য্যন্ত সমষ্টি-বিরাট-রূপ নিখিল প্রাকৃত-বস্তু ব্রহ্মারই স্থূল শরীর—উহাকেও ব্রহ্মা বলা হয়। ঐ স্থূল শরীরের মধ্যে যিনি সূক্ষ্মজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ—তাঁহাকেও ব্রহ্মা বলা হয়। তাঁহার অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী ঈশ্বরই। অনন্তর তমোগুণের দ্বারা সংহারকর্ত্তা শিব; স্থূল বৈরাজসংজ্ঞ পুরুষ, সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, সৃষ্টিকর্ত্তা, পদ্মোদ্ভব ঈশ্বরই অর্থাৎ ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা যিনি, তিনি শিবরূপে সংহার কার্য্য করেন, কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যবান জীবও সংহারকর্ত্তা শিব হন; আবার কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপে সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সদাশিব স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষস্বরূপ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি, তিনি নির্গুণ এবং গুণাবতার শিবের অংশী। অতএব এই সদাশিব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন এবং জীব কিন্তু সগুণ বলিয়া, ইনি জীব হইতে ভিন্ন।। ৬।।

অনুকণা—(১) পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুস্বরূপ সত্ত্বগুণ দ্বারা পালন করেন বলিয়া, তিনিই এস্থলে গুণাবতার বিষ্ণু বলিয়া কথিত। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
> স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।। (১০।৮৮।৫)

অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী, সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া, তাঁহার আরাধনাকারী জনও গুণাতীত হন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এ বিষয়ে "দীপার্চ্চিরেব" শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উহা পূর্ব্ব-শ্লোকের অনুকণায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

> "পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
> সত্ত্বগুণ-দৃষ্টান্ত, তাতে গুণমায়া-পার।।

স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়।।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩১৪-১৫।।)

(২) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে আবির্ভূত রজোগুণ-দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তাই ব্রহ্মা। ইনি রজোগুণোদিত স্বাংশ প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য" (১।৩।২) শ্লোকেও পাওয়া যায়। উহা পূর্ব্ব অনুকণায় দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপের-সংক্ষেপ ভাগবতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা।।"

ব্রহ্মার স্থূলরূপকে বৈরাজ ও সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ কহে। সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা এবং স্থূলরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা। পাতাল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনে সমষ্টি-বিরাট-রূপ প্রাকৃত-বস্তু সমূহ ব্রহ্মার স্থূল শরীর, উহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। ঐ স্থূল দেহের মধ্যে যিনি সূক্ষ্ম জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। তাঁহার অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু।

শ্রীব্রহ্মাসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"ভাস্বান যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (৫।৪৯)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মা—দুই প্রকার; কোন-কল্পে উপযুক্ত-জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া কার্য্য বিধান করেন, আবার কোন-

কল্পে সেরূপ যোগ্য-জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন; আর পূর্ব্বোক্ত শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। মূল তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশগুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাঁচটি গুণের অংশও তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন।।
গর্ব্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'।।
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয়।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০২-৫)

(ক) কোন কল্পে মহত্তম জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি কার্য্য করেন। এইরূপ ব্রহ্মাতে ঈশ্বর শক্তির আবেশ হয় বলিয়া তাঁহাকে আবেশাবতার বলা হয়। এই আবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগ হয় বলিয়া বিষ্ণুর সহিত সমান বলা যায় না। আর (খ) যে কল্পে তাদৃশ জীবের অভাববশতঃ বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন, সেই কল্পের ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বিচার করিতে হইবে। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কাজে কাজেই আধিকারিক দেবতা সকল কখন কখন বিষ্ণু স্বয়ং কখন বা তাদৃশ পূণ্যবান জীব সমূহ। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশটী গুণ অধিকভাবে এবং আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শতবর্ষ।

তাঁহার এক দিবসে মানব পরিমিত পরমায়ু সৌর-বিচারে ৪৩২ কোটি বৎসর।

(৩) শিব মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে মায়ার রজো ও তমোগুণদ্বয় নিতান্ত অচিৎ, কাজেই তাহাতে উদিত তত্ত্ব স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্মরূপ হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। অতএব সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে মায়িক গুণাদিমিশ্র শম্ভুতত্ত্ব বিলক্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক বাক্যে পাই,—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।।" (১০।৮৮।৩)

অর্থাৎ শঙ্কর নিরন্তর মায়াশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং ত্রিগুণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে তিনি বর্ত্তমান।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই,—

'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ।। (মধ্য ২০।৩১১)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (৫।৪৫)

অর্থাৎ দুগ্ধ যে-প্রকার বিকার বিশেষ যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদতত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ-শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকার বিশেষ-যুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুরের নাশ এবং সংহার-কার্য্যে সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে। প্রমাণ সমূহ টীকায় ধৃত হইয়াছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভূ-স্বীয়-কালশক্তি দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভূতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—ঈশ্বর' তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

"নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে।।
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।

জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ'।।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে।।"
(মধ্য ২০।৩০৭-৯)

কোনও কল্পে তাদৃশ পুণ্যানুষ্ঠানকারী জীবও সংহারকর্ত্তা শিব হন। আবার কোনও কল্পে তাদৃশ মহত্তম জীবের অভাবে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সংহার-কর্ত্তা সকলেই গুণাবতার; কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠগত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত আছেন, তিনি গুণাবতার নহেন তিনি নির্গুণ; এবং শ্রীনারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালিনী-শক্তি। সেই হেতু ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়াশ্রয়ের আলম্বনত্বে একত্ব হেতু বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—
"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।। (২।৬।৩২)

এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলেন,—
"ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু, কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।।"
(মধ্য ২০।৩১৭)।।৬।।

চতুঃসন-নারদ-বরাহ-মৎস্য-যজ্ঞ-নরনারায়ণ-কপিল-দত্ত-হয়শীর্ষ-হংস-পৃশ্নিগর্ভ-ঋষভ-পৃথু-নৃসিংহ-কূর্ম্ম-ধন্বন্তরি-মোহিনী-বামন-পরশুরাম-রঘুনাথ-ব্যাস-বলভদ্র-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কিপ্রভৃতয়ঃ। এতে প্রতিকল্পং প্রাদুর্ভবন্তীতি।।৭।।

অনুবাদ—(এক্ষণে লীলাবতারের কথা বলিতেছেন) চতুঃসন, নারদ,

বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নর-নারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কুর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলভদ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি ইঁহারা প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।। ৭।।

অনুকণা—লীলাবতার সমূহ প্রতিকল্পে প্রায় একবার করিয়া অবতীর্ণ হন বলিয়া, ইঁহাদিগকে কল্পাবতারও বলা হয়। ব্রহ্মার একদিনকে 'কল্প' বলে।

(১) চতুঃসন—ব্রহ্মার মানস পুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজনে এক অবতার। ইঁহারা অপতিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। (২) নারদ—ব্রাহ্মকল্পে ইঁহার আবির্ভাব। তবে সকল কল্পে ইঁহার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। ইনি দেবর্ষিরূপে খ্যাত হইয়া নৈষ্কর্ম্যধর্ম্মপ্রাপক সাত্ত্বত পঞ্চরাত্রাগম প্রচার করেন। ইঁহার বিষয় ভাঃ—১।৩।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ভাঃ—১।৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) বরাহ—ইনি ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জল হইতে আবির্ভূত হন। প্রথমটী শ্যাম-বরাহ ও চতুষ্পাৎ;দ্বিতীয়টী শ্বেতবর্ণ নৃবরাহ। প্রথমবারে বরাহদেব রসাতলগতা পৃথিবী উদ্ধার করেন; দ্বিতীয়বারে তিনি হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবী উদ্ধার করেন; ভাঃ—১।৩।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এবং বরাহ অবতারের কথা ভাঃ ৩।১৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

(৪) মৎস্য—ইনিও স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ও চাক্ষুষ-মন্বন্তরে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে হয়গ্রীব-বধ পূর্ব্বক বেদ উদ্ধার এবং দ্বিতীয়বারে প্রিয়ভক্ত সত্যব্রতের প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও বৈবস্বতমনুকে রক্ষা। প্রতিমন্বন্তরেও মৎস্যদেবের আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। ভাঃ—১।৩।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য এবং ভাঃ—৮।২৪ অধ্যায়ে ইঁহার অবতার-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

(৫) যজ্ঞ—রুচি নামক ব্রাহ্মণের আকূতি নামক পত্নীর গর্ভে ইঁহার

আবির্ভাব। এই যজ্ঞরূপী হরি স্বপুত্র যামনামক দেবাদি-প্রমুখ দেবতাগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার কথা ভাঃ—৪।১ অধ্যায়ে আছে।

(৬) নর-নারায়ণ—ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মপ্রসন্নতা বিধানকর দুষ্কর তপস্যা আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাঃ ১।৩।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৭) কপিল—কর্দ্দম ঋষি ও দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি কপিলবর্ণ বলিয়া কপিল নামে অভিহিত। এই কার্দ্দমি কপিলই ব্রহ্মাদি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও আসুরী নামক ব্রাহ্মণ ও মাতা দেবহূতিকে সর্ব্ববেদার্থ সম্বলিত স্বেশ্বর-সাংখ্য-তত্ত্বের উপদেশ করেন। ভাঃ—১।৩।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার বিষয় ভাঃ—৩।২৪—৩৩ অধ্যায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ইনি সত্যযুগে আবির্ভূত হন। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের জন্ম-গ্রহণ-কালে সগররাজার বংশ-ধ্বংস ও তৎকর্ত্তৃক বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রচার হয়। ইনি জীব;লীলাবতার নহেন। পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুই কপিলের কথা বর্ণিত আছে। ইনিই অন্য আসুরি নামক বৌদ্ধকে নিরীশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রচারিত সাংখ্যাই ষড়দর্শনের অন্যতম।

(৮) দত্তাত্রেয়—অত্রিঋষি ও অনসূয়ার পুত্ররূপে ইনি অবতীর্ণ হন। অলর্ক নামক ব্রাহ্মণকে এবং প্রহ্লাদ ও হৈহয়াদি রাজগণকে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাণ্ড, আদিত্যপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইঁহার বিষয় বর্ণিত আছে। ইনি বিষ্ণুর অবতার হইলেও ইঁহার মত বৈষ্ণব-মত নহে। ইনি বুদ্ধদেবেরই ন্যায় স্বতন্ত্র-মত-প্রচারকারী।

(৯) হয়শীর্ষ—ব্রহ্মার যজ্ঞে ইনি অশ্বশিরারূপে অবতীর্ণ হন। ইনি মধু ও কৈটভকে বিনাশ-পূর্ব্বক বেদ উদ্ধার করেন। ইঁহার নিশ্বাস-ত্যাগকালে নাসাপুট হইতে বেদলক্ষণা-গাথা-সমূহ উৎপন্ন হন। ভাঃ—২।৭।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে এই অবতার-বিষয়ে

বিশেষ বর্ণিত আছে।

(১০) হংস—ইনি জল হইতে রাজহংসরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনারদের প্রতি ভক্তিযোগ এবং ভগবানের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও জীবের স্বরূপতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাঃ—২।৭।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১১) পৃশ্নিগর্ভ—স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে অবতীর্ণ হন। উত্তানপাদরাজার সমক্ষে বিমাতা সুরুচির বাক্যবাণে বিদ্ধ ধ্রুবের তপস্যায় এবং স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যিনি ধ্রুবকে ধ্রুবপদ (নিত্যস্থল বিশেষ) প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই বাসুদেব-অবতার পৃশ্নিগর্ভ। উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি ঋষি এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষিগণ সেই ধ্রুবপদের স্তব করেন। ভাঃ—২।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে দেবকীর প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিও আলোচ্য। এই পৃশ্নিগর্ভকে 'ধ্রুবপ্রিয়' অবতারও বলা হয়।

(১২) ঋষভ—আগ্নীধ্রপুত্র নাভি ও তৎ-পত্নী মেরুদেবীর পুত্ররূপে ইনি অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই ঋষভদেবের কথা ভাঃ—৫।৩—৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

(১৩) পৃথু—মুনিগণের প্রার্থনায় বেনের দক্ষিণ-বাহু মন্থনফলে আবির্ভূত। ইনি পৃথিবীর ওষধি-সঙ্কুল সমুদয় বস্তু দোহন করিয়াছিলেন এবং অর্চ্চন-মার্গ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহার রূপ অতি কমণীয়। ভাঃ—১।৩।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার বিষয়ে ভাঃ—৪।১৫—২৩ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) নৃসিংহ—ইনি হিরণ্যকশিপুর সভাস্থ স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা ও নখাগ্রে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনের পূর্ব্বে ইঁহার অবতারের কথা উল্লিখিত আছে। ভাঃ—৭।৮—১০ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

(১৫) কূর্ম্ম—সমুদ্র-মন্থনশীল দেবদানবদিগের নিমিত্ত ইনি পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কূর্ম্মপুরাণে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

(১৬) ধন্বন্তরি—ইনি সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতকলস হস্তে উত্থিত হন। ইনি আয়ুর্ব্বেদও প্রচার করেন। ভাঃ—১।৩।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে ও সপ্তম বৈবস্বত-মন্বন্তরে ইঁহার দুইবার আবির্ভাবের কথাও পাওয়া যায়।

(১৭) মোহিনী—ইনি অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ধন্বন্তরি ও মোহিনী অবতারের কথা ভাঃ—৮।৮-৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। মহাদেবের প্রার্থনা-মতেও মোহিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল।

(১৮) বামন—ইনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে স্বর্গদান-মানসে বলিকে ছলনা-মুখে কৃপা করিবার নিমিত্ত বলির যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার বৃত্তান্ত ভাঃ—৮।১৭-২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইঁহার আরও দুইবার অবতারের কথা শুনা যায়।

(১৯) পরশুরাম—জমদগ্নি হইতে রেণুকার গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। দেব-দ্বিজ-বিদ্বেষী ক্ষত্রিয় রাজগণকে দেখিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার অবতার কথা ভাঃ—৯।১৫-১৬ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

(২০) রাঘবরাম—দশরথ ও কৌশল্যার পুত্ররূপে ইনি দেবকার্য্য সাধনেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। সমুদ্রবন্ধন, রাবণবধ ও মায়া-সীতা-উদ্ধার এবং আদর্শ রাজধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণে এবং ভাঃ—৯।১০-১১ অধ্যায়ে আছে।

(২১) ব্যাস—ইনি মানবকুলকে অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট জানিয়া, তাহাদের মঙ্গলের জন্য পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে

আবির্ভূত হইয়া বেদবৃক্ষের শাখা বিভাগ করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৬২ অধ্যায়ে সত্যবতী ও ব্যাসের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

(২২) বলরাম—বসুদেব হইতে দেবকীতে আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় রোহিণীর পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। ভাঃ—১।৩।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ইঁহার বিষয় বর্ণিত আছে।

(২৩) কৃষ্ণ—যদুকুলে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি দ্বিভুজ হইয়াও কখন কখন চতুর্ভুজ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঃ—১।৩।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীমহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ইঁহার বিষয় বর্ণিত।

(২৪) বুদ্ধ—ইনি কলিযুগ সমাগত হইলে দেব-দ্বেষী অধার্ম্মিক তামসিক লোকগণের মোহনার্থ অঞ্জন বা অজিনসুতরূপে গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হন। ভাঃ—১।৩।২৪। দশাবতার বর্ণনে ইঁহার উল্লেখ আছে। শ্রীজয়দেবের দশাবতার বর্ণনের মধ্যেও পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। অগ্নি-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, স্কন্ধ-পুরাণাদিতেও বুদ্ধের উল্লেখ আছে। ইনি কলির দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে গৌতমবুদ্ধবৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

(২৫) কল্কি—কলিকালের অন্তে নৃপতিগণ দস্যু প্রায় হইলে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে ইনি কল্কি নামে খ্যাত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। ভাঃ—১।৩।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইঁহার বৃত্তান্ত ভাঃ—১২।২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিতে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। কেহ কেহ আবার প্রতি কলি যুগেই বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাবের কথা বলেন।।৭।।

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ।—যজ্ঞ-বিভু-সত্যসেন-হরি-বৈকুণ্ঠ-অজিত-বামন-সার্ব্বভৌম-ঋষভ-বিষ্বক্‌সেন-ধর্ম্মসেতু-সুদামা-যজ্ঞেস্বর-

বৃহদ্ভানবঃ।।৮।।

অনুবাদ—অনন্তর মন্বন্তরাবতার সমূহ—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যজ্ঞেশ্বর, বৃহদ্ভানু প্রভৃতি।।৮।।

অনুকণা—(১) যজ্ঞ—আদিমনু স্বায়ম্ভুবের আকুতি-নাম্নী কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সমাধিস্থ স্বায়ম্ভুবকে অসুর ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, স্বপুত্র যাম-নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া, সেই অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ পূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিয়াছিলেন। লীলাবতারের মধ্যেও পূর্ব্বে ইঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(২) বিভু—অগ্নির পুত্র দ্বিতীয় মনুর নামানুসারে স্বারোচিষ মন্বন্তরে বেদশিরা ঋষির তুষিতা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন এবং অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক কুমার ব্রহ্মচারিগণকে যমনিয়মাদি সম্পন্ন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাঃ—৮।১।১৯-২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) সত্যসেন—প্রিয়ব্রতের পুত্র তৃতীয় মনুর নামানুসারে উত্তম মন্বন্তরে ধর্ম্মের সুনৃতা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন এবং সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাভাষী, দুঃশীল, দুষ্ট প্রকৃতি প্রাণীপীড়ক, যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূতসকলকে বিনাশ করেন।

ভাঃ—৮।১।২৩-২৬—শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৪) হরি—উত্তম নামক তৃতীয় মনুর ভ্রাতা চতুর্থ তামস মনুর নামানুসারে তামস মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু হরি মেধসের ঔরসে তৎপত্নী হরিণীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন এবং মকরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। এ বিষয়ে—

ভাঃ—৮।১।২৭-৩০—শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৫) বৈকুণ্ঠ—তামসের সহোদর পঞ্চম মনু রৈবত। সেই রৈবত মন্বন্তরে শুভ্রের বিকুণ্ঠা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনানুসারে ইনি সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভাঃ—৮।৫।৪-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৬) অজিত—চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেবসম্ভূতির গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদের জন্য অমৃত আহরণ এবং কূর্ম্মরূপে সাগর জলে ভ্রমমান মন্দরাচল পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভাঃ ৮।৫।৯-১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৭) বামন—ইনি ব্রাহ্মকল্পে তিনবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি দৈত্যের যজ্ঞে প্রথমে, তৎপরে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয়বারে বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতি হইতে আবির্ভূত হন। ইহার বিষয় পূর্ব্বে লীলাবতার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) সার্ব্বভৌম—সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি পুরন্দরের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য হরণ পূর্ব্বক বলিরাজকে প্রদান করিবেন। ভাঃ—৮।১৩।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৯) ঋষভ—বরুণ-পুত্র দক্ষসাবর্ণি নবম মনু। এই মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবদংশাবতার ঋষভদেবের আবির্ভাব হইবে। তিনি সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী লোকত্রয় অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ভোগ করাইবেন।

ভাঃ—৮।১৩।১৮-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১০) বিষ্বক্সেন—উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু। এই মন্বন্তরে বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে ভগবান্ স্বাংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্বক্সেন-রূপে শম্ভুনামক ইন্দ্রের সহিত সখ্য করিবেন।

ভাঃ—৮।১৩।২১—২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১১) ধর্ম্মসেতু—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মসাবর্নি একাদশ মনু। সেই মন্বন্তরে আর্য্যক ও বিধৃতা হইতে ইনি আবির্ভূত হইয়া ত্রিভুবন পালন করিবেন। ভাঃ—৮।১৩।২৪-২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১২) সুদামা—রুদ্রসাবর্ণি নামে দ্বাদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সত্যসহ ও সুনৃতা হইতে ইনি আবির্ভূত হইবেন এবং সেই মন্বন্তর পালন করিবেন। ভাঃ—৮।১৩।২৭-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১৩) যোগেশ্বর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হইবেন। ইনি দেবহোত্র ও বৃহতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া দিবস্পতি নামক ইন্দ্রের ইষ্ট সম্পাদক হইবেন।

ভাঃ—৮।১৩।৩০—৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১৪) বৃহদ্ভানু—ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে বিতানার গর্ভে সত্রায়ণের পুত্ররূপে ইনি আবির্ভূত হইবেন এবং কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন। ভাঃ—৮।১৩।৩৩-৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই চৌদ্দটি মন্বন্তরে সহস্রযুগ পরিমিত এক কল্পকাল। ইহাতে ব্রহ্মার একদিন।। ৮।।

অথ যুগাবতারাঃ। শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-কৃষ্ণাঃ।। ৯।।

অনুবাদ—অনন্তর যুগাবতার চতুষ্টয়—শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ।। ৯।।

অনুকণা—মন্বন্তর অবতারগণ যিনি যে মন্বন্তরে অবতীর্ণ হন, তিনিই সেই সেই মন্বন্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ বিশেষে উপাসনা বিশেষের প্রচার-নিমিত্ত যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ বর্ণ ও নাম গ্রহণপূর্ব্বক যুগাবতার হন। এই বিচারই সাধারণ যুগাবতার সম্বন্ধে নিয়ম কিন্তু যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। যদিও প্রতিযুগেই মন্বন্তর-অবতার যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলেও বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, সেই দ্বাপরের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণেই প্রবিষ্ট হন। ঠিক সেইরূপ ইহারই পরবর্ত্তী কলিতে পীতবর্ণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকটিত হন, সেই সময় সেই কলি-যুগাবতার কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

সত্যযুগাবতার—শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ।।" (১১।৫।।২১)

অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রীভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলাম্বর, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর বেশে অবতীর্ণ হন।এই যুগের মানবগণ শান্ত, পরস্পর প্রণয়যুক্ত সর্ব্বহিতেরত ও সমদর্শী হইয়া অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক ধ্যানযোগে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। এই যুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে ভগবানকে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভাঃ ১১।৫।২১-২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ত্রেতাযুগাবতার—শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽহসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।"
(১১।৫।২৪)

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গল-কেশবিশিষ্ট, ত্রয়ীবেদমূর্ত্তি, স্রুক্-স্রুবাদি চিহ্নযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হন। এই যুগে মানবগণ যজ্ঞ-বিধিতে শ্রীভগবানের আরাধনা করেন এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরূগায় প্রভৃতি নামে ভগবানকে অভিহিত করিয়া কীর্ত্তন করেন।

(ভাঃ—১১।৫।২৪-২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

দ্বাপরযুগাবতার—শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।।" (১১।৫।২৭)

অর্থাৎ দ্বাপর যুগে শ্রীভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রাদি নিজ

আয়ুধসকল শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন ও কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়া অবতীর্ণ হন। তখন তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ মহারাজোপলক্ষণে-লক্ষিত সেই পরমপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানানুসারে অর্চ্চনমার্গে মর্য্যাদাপথে পূজা করিয়া থাকেন।

(ভাঃ—১১।৫।২৭-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

কলি যুগাবতার—শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

(১১।৫।৩১-৩২)

সাধারণতঃ কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। কিন্তু এ-স্থলে যে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন সেই কলিতে যুগাবতার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন; ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে সেই গৌরাবতারের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে কলিযুগীয় অবতারের ছন্নত্বহেতু সর্ব্বলোক-দুর্ব্বোধ্যত্বের কথা অবগত হওয়া যায়।। ৯।।

এষাং মধ্যে কেচিদাবেশাঃ, কেচিৎ প্রাভবাঃ, কেচিৎ বৈভবাঃ কেচিৎ পরাবস্থাঃ। চতুঃসন-নারদ-পৃথু প্রভৃতয় আবেশাঃ। মোহিনী-ধন্বন্তরি-হংস-ঋষভ-ব্যাস-দত্ত-শুক্লাদয়ঃ প্রাভবাঃ। ততোঽপ্যধিক-শক্তি প্রকাশকাঃ বৈভবাঃ; মৎস্য-কূর্ম্ম-নরনারায়ণ-বরাহ-হয়শীর্ষ-পৃশ্নিগর্ভ-বলভদ্র-যজ্ঞাদয়ঃ। ততোঽপ্যধিকাঃ পরাবস্থা-উত্তরোত্তরেষু শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাশ্চ।।১০।।

অনুবাদ—ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ আবেশ, কেহ প্রাভব, কেহ বৈভব এবং কেহ পরাবস্থ। চতুঃসন, নারদ, পৃথু প্রভৃতি আবেশ। মোহিনী, ধন্বন্তরি, হংস, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত, ও শুক্ল প্রভৃতি প্রাভব। তাহা হইতেও

অধিক শক্তির প্রকাশক বৈভব সমূহ; যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, বলভদ্র ও যজ্ঞাদি। তদপেক্ষাও অধিক শক্তি-প্রকাশক পরাবস্থা; নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।।১০।।

অনুকণা—অবতার সমূহ আবার আর এক প্রকারে চতুর্ব্বিধ। শ্রীভগবানের সকল অবতারেই শক্তির প্রকাশ একরূপ নহে। উহারও প্রকাশের তারতম্যানুসারে আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ-ভেদে চতুর্ব্বিধ। যিনি বা যাঁহাতে পূর্ণভাবে সর্ব্বশক্তির প্রকাশ হয় অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন তিনি পরাবস্থ, তাঁহা হইতে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ন্যূন শক্তির প্রকাশক, তাঁহারা বৈভব, তদপেক্ষা ন্যূন শক্তি যাহাদিগেতে প্রকাশিত তাঁহারা প্রাভব; আর যাঁহাদিগেতে কেবল এক একটী শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাঁহারা আবেশ। চতুঃসন, নারদ ও পৃথু প্রভৃতি আবেশ। প্রাভব আবার দুই প্রকার—(১) অল্পকাল প্রকাশিত—মোহিনী, হংস ও যুগাবতার সমূহ। (২) দীর্ঘকাল প্রকাশিত—ব্যাস, ধন্বন্তরি, ঋষভ প্রভৃতি। মৎস্য-কূর্ম্মাদি বৈভব-অবতার। নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইঁহারা তিনই পরাবস্থ হইলেও ইঁহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর অধিক শক্তির প্রকাশ আছে। শ্রীনৃসিংহে ঐশ্বর্য্যাতিশয়ের প্রকাশ হইলেও শ্রীরামচন্দ্রে মাধুর্য্যাতিশয়ের প্রকাশ অধিক থাকায় শ্রীনৃসিংহ হইতে শ্রীরামচন্দ্রে ভগবত্তার অধিক প্রকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীনৃসিংহাবতারে ঐশ্বর্য্যাধিক্য এবং শ্রীরামচন্দ্র-অবতারে মাধুর্য্যাধিক্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ নিলয়-স্বরূপ বলিয়া তদুভয় হইতে ভগবত্তার আতিশয্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে হতারিগতি-দায়কত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শিশুপাল ও পূতনা প্রভৃতির গতিদর্শনে তাহা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণে বা রূপ দর্শন মাত্রে চিত্তের আবেশাদি-ফল, সাধারণ মনুষ্য, এমন কি, অসুরাদি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে; ইহা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের বৈশিষ্ট্যেই লক্ষিত হয়। ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাম হইতে শ্রেষ্ঠ পরাবস্থ এবং স্বয়ং ভগবত্তাও বিচারিত হয়।। ১০।।

কৃষ্ণ এব স্বয়ং ভগবান্। তস্মাদধিকঃ কোঽপি নাস্তি। তস্য বাসস্থানানি পূর্ব্ব-পূর্ব্বমুখ্যানি চত্বারি; ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলোকে চ। কৃষ্ণোঽপি সপরিবারো বলদেবসহিতো ব্রজে পূর্ণতমঃ, মথুরায়াং পূর্ণতরঃ, দ্বারকায়াং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাভ্যাং পরিবারসহিতঃ পূর্ণঃ। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়লীলত্বাৎ পূর্ণতম সজাতীয়ঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বেষু মাধুর্য্যাধিক্য-তারতম্যা-দৈশ্বর্য্যস্যাচ্ছাদন তারতম্যমুত্তরোত্তরেষু মাধুর্য্য-হ্রাস-তারতম্যা-দৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশতারতম্যম্। যস্যা জলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি মহাবিষ্ণু-রোমকূপগতানি, তস্যা বিরজায়াঃ পরিখাভূতায়া উপরি মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ। তস্যোর্দ্ধভাগে গোলোকঃ। তত্র গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবলীলঃ সপরিবারো বর্ত্ততে।

তস্য বিলাসঃ পরমাত্মা পরব্যোমনাথো ব্রহ্ম চ নির্ব্বিশেষ স্বরূপম্। গোলোকনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহো যো বলদেবস্তস্য বিলাসো মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণঃ। তস্যাংশ কারণার্ণবশায়ী। তস্য বিলাসো গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী প্রদ্যুম্নাংশঃ। তস্য বিলাসঃ ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধাংশঃ। তস্য বিলাসো মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারঃ গর্ভোদকশায়ি-বিলাসঃ। অথ দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনাখ্যে ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলাধিক্যতারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্য তারতম্যম্। সা লীলা দ্বিবিধা; প্রকটাপ্রকটা চ। যা যুগপদ্ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাসময্যঃ সপরিকরস্য কৃষ্ণস্যানন্ত-প্রকাশৈঃ নিত্যমেবা-প্রকটলীলা বর্ত্তন্তে, তা এব একৈনৈব প্রকাশেন সপরিবারেণ শ্রীকৃষ্ণেন যদা প্রপঞ্চে ক্রমতো প্রকাশ্যন্তে, তদা প্রকটেতি। গমনাগমনে তু তত্তদ্ধামতঃ প্রকটলীলায়ামেবেতি বিশেষঃ। প্রকটা লীলা চ জন্মাদি-মৌষলান্তাঃ প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডসমূহক্রমেণ তত্র তত্রস্থৈর্দৃশ্যতে। একমেব বৃন্দাবনমেকৈব মথুরা একৈব দ্বারাবতী চ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসমূহমধ্যগত ভারতভূমৌ তদ্বাসিজনৈর্দৃশ্যতে। যথা

জ্যোতিশ্চক্রস্থসূর্য্যকিরণাবলীতি। যথা জ্যোতিশ্চক্রস্থ এব সূর্য্য একস্মিন্ বর্ষে পূর্ব্বাহ্ণ...একং সমা...প্যান্যস্মিন্ বর্ষে প্রকাশয়তি কুত্রচিন্ন প্রকাশয়তি চ এবমেব কৃ... নিজধামস্থ এব প্রকটপ্রকাশে একস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে বাল্যাদিলীলা... সমাপ্যান্যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে প্রকটয়তি অন্যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডসমূহে কিমপি ন প্রকটয়তীতি। প্রকটেঽপি বাল্যাদি-লীলা নিত্যমেব সচ্চিদানন্দরূপা কিন্তু মৌষলান্তলীলা, মহিষীহরণলীলা চেন্দ্রজালবৎ কৃত্রিমৈব লীলান্তরস্য নিত্যত্বসংগোপনার্থং জ্ঞেয়া; তয়োরুপাসকাভাবাৎ কিঞ্চ প্রকটলীলামধ্যে বৃন্দাবনস্য মণিময়বৃক্ষাভূম্যাদিত্বং তৎপরিবারেণাপি কেনচিদ্দৃশ্যতে, কেনচিন্ন দৃশ্যতে চ, তদিচ্ছাবশাৎ। প্রকটলীলাসমাপ্ত্যনন্তরং তু তত্রস্থ-জনেন ভজনাধিক্যেনাত্যুৎকণ্ঠায়াং বর্ত্তমানায়ামেব দৃশ্যতে। তত্রাপি স্ববাসনাতদিচ্ছানুসারাভ্যামিতি বিবেকঃ। এবঞ্চ সর্ব্বস্বরূপেভ্যো ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মুখ্যত্বম্। সর্ব্বধামতো গোকুলস্যৈব মুখ্যত্বম্। চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে, প্রেমক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ।।১১।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহা হইতে অধিক আর কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখ্য চারিটিবাসস্থান বা ধাম—ব্রজ, মধুপুর, দ্বারাবতী এবং গোলোক। শ্রীকৃষ্ণও সপরিবারে বলদেবের সহিত ব্রজে পূর্ণতম; মথুরায় পূর্ণতর; দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধের সহিত সপরিবারে পূর্ণ। গোলোকে পূর্ণকল্প হইয়াও, গোলোকলীলাও বৃন্দাবনীয় লীলা বলিয়াই, পূর্ণতম স্বজাতীয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাম সমূহে মাধুর্য্যাধিক্যের তারতম্যবশতঃ ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদনের তারতম্য; আবার উত্তরোত্তর ধাম সমূহে মাধুর্য্যহ্রাসের তারতম্য-হেতু ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের তারতম্য। যাঁহার জলে মহাবিষ্ণুর রোমকূপগত কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত; সেই পরিখাভূতা বিরজার উপরে মহাবৈকুণ্ঠলোক অবস্থিত। তাঁহার উর্দ্ধভাগে

গোলোক। সেই ধামে গোলোকনাথ দেবলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ পরিবার সহিত বিরাজিত। পরমাত্মা পরব্যোমনাথ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি এবং ব্রহ্ম তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ যে বলদেব, তাঁহারবিলাসমূর্ত্তি মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অর্থাৎ সেই সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী। সেই কারণার্ণবশায়ীর বিলাসমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী প্রদুম্নের অংশ! সেই গর্ভোদশায়ীর বিলাসমূর্তি ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধের অংশ। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার গর্ভোদশায়ীর বিলাস। অনন্তর দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনাখ্য ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার আধিক্যের তারতম্য-হেতু ক্রমে মাধুর্য্যাধিক্যের তারতম্য হইয়া থাকে। সেই লীলা দ্বিবিধা;প্রকট এবং অপ্রকট। শ্রীকৃষ্ণের সপরিকর অনন্ত প্রকাশে যে যুগপৎ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বিলাসময়ী প্রপঞ্চাতীত নিত্যলীলা বর্ত্তমান, তাহাই অপ্রকট-লীলা। আবার সেই লীলাই যখন একই প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রপঞ্চে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা প্রকট-লীলা। প্রকট লীলাতেই সেই সেই ধাম হইতে ধামান্তরে গমনাগমন কিন্তু বিশেষ। জন্মাদি মৌষলান্ত প্রত্যেক প্রকটলীলা ব্রহ্মাণ্ডসমূহক্রমে সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিবাসিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-সমূহ-মধ্যগত প্রত্যেক ভারতভূমিতে এক একটি বৃন্দাবন, এক একটী মথুরা এবং এক একটি দ্বারকা তদ্বাসী জনগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। যেমন জ্যোতিশ্চক্রস্থ সূর্য্য-কিরণাবলী যেরূপ এক জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য একটী বর্ষে পূর্ব্বাহ্নাদি সমাপন পূর্ব্বক অন্য বর্ষে তাহা প্রকাশ করেন, কোথাও বা প্রকাশ করেন না, এই প্রকারই শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে অবস্থান করিয়াই প্রকট-প্রকাশে এক ব্রহ্মাণ্ডসমূহে বাল্যাদিলীলা সমাপন করতঃ অন্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহে আবার উহা প্রকট করেন, কোন ব্রহ্মাণ্ডসমূহে কিছুই প্রকট করেন না। প্রকটেও বাল্যাদিলীলা প্রবাহরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপা ও নিত্যাই। কিন্তু মৌষলান্ত-লীলা এবং মহিষীহরণ-লীলা ইন্দ্রজালবৎ কৃত্রিমাই;লীলান্তরের নিত্যত্ব সংগোপনার্থ ঐ মায়িকী লীলাদ্বয় বুঝিতে হইবে। যেহেতু ঐ লীলাদ্বয়ের কোন

উপাসক নাই। আরও প্রকট লীলার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছাবশেই তৎপরিবারের মধ্যেও কেহ কেহ বৃন্দাবনের মণিময় বৃক্ষভূম্যাদিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন, আবার কেহ দর্শন করেন না। প্রকটলীলার সমাপ্তির পরও তত্রস্থ কোন কোন জন ভজনাধিক্য-হেতু অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ ঐ লীলাকে বর্ত্তমানই দর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতেও ভক্তের বাসনা ও শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বস্বরূপ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেরই মুখ্যত্ব। সর্ব্বধাম হইতে শ্রীগোকুলেরই মুখ্যত্ব। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুরী, লীলামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী—এই চারি প্রকার মাধুরী ব্রজ-ধামেই বিরাজিত।। ১১।।

অনুকণা—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এ বিষয়ে প্রথম অনুকণা দ্রষ্টব্য। সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে আর অধিক পরতত্ত্ব কেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখ্য চারিটি বাসস্থান—ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বলদেবাদির সহিত পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণরূপে লীলা করেন। গোলোক-লীলা ব্রজলীলার সহিত অভিন্ন বলিয়া উহাও পূর্ণতম স্বজাতীয়।

"সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎ কর্ণিকার-তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্।।"

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—গোলোকরূপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয়। আনন্ত্য-ধর্ম্মই কৃষ্ণের শৈষী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার। বলদেব স্বরূপের আনন্ত্যভাব-দ্বিবিধ, অর্থাৎ চিদানন্ত্য ও জড়ানন্ত্য। একপাদরূপ জড়ানন্ত্য-বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে। চিদানন্ত্যই ভগবানের অশোক, অমৃত ও অভয়রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি। সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহৈশ্বর্য্যভাবপ্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরজার পারভূমিতে নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পরিবেষ্টিত

উপাসক নাই। আরও প্রকট লীলার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছাবশেই তৎপরিবারের মধ্যেও কেহ কেহ বৃন্দাবনের মণিময় বৃক্ষভূম্যাদিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন, আবার কেহ দর্শন করেন না। প্রকটলীলার সমাপ্তির পরও তত্রস্থ কোন কোন জন ভজনাধিক্য-হেতু অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ ঐ লীলাকে বর্ত্তমানই দর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতেও ভক্তের বাসনা ও শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বস্বরূপ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেরই মুখ্যত্ব। সর্ব্বধাম হইতে শ্রীগোকুলেরই মুখ্যত্ব। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুরী, লীলামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী—এই চারি প্রকার মাধুরী ব্রজ-ধামেই বিরাজিত।। ১১।।

অনুকণা—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এ বিষয়ে প্রথম অনুকণা দ্রষ্টব্য। সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে আর অধিক পরতত্ত্ব কেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূখ্য চারিটি বাসস্থান—ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বলদেবাদির সহিত পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণরূপে লীলা করেন। গোলোক-লীলা ব্রজলীলার সহিত অভিন্ন বলিয়া উহাও পূর্ণতম স্বজাতীয়।

“সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎ কর্ণিকার-তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্।।”

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—গোলোকরূপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয়। আনন্ত্য-ধর্ম্মই কৃষ্ণের শৈষী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার। বলদেব স্বরূপের আনন্ত্যভাব-দ্বিবিধ, অর্থাৎ চিদানন্ত্য ও জড়ানন্ত্য। একপাদরূপ জড়ানন্ত্য-বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে। চিদানন্ত্যই ভগবানের অশোক, অমৃত ও অভয়রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি। সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহৈশ্বর্য্যভাবপ্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরজার পারভূমিতে নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পরিবেষ্টিত

হইয়া বিরাজমান। তদূর্দ্ধদেশে সেই চিদানন্ত্য-বিভূতিই পরম মাধুর্য্যময় গোকুল বা গোলোকধাম-রূপে জ্যোতির্বিভাগক্রমে অনন্ত রমনীয়ভাবে নিত্য প্রকটিত। ইঁহাকেই কেহ কেহ মহানারায়ণ বা মূলনারায়ণধাম বলেন। সুতরাং গোলোকরূপ গোকুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। সেই এক ধামই ঊর্দ্ধাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান। সর্ব্বশাস্ত্র মীমাংসারূপ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—"যথা ক্রীড়তি তদ্ভুমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ। অধঊর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্।।" অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এই মাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান। ষট্‌সন্দর্ভের নির্ঘন্টেও শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"গোলোকনিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্যকৃষ্ণধামত্বং; গোলোক-বৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ।" গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরা-মণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়া-প্রসূত একপাদ-বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিকজগতে বিদ্যমান। চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদবিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদবিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল-চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশকালাদি-দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম-বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চবদ্ধ জীবগণের জড়ধর্ম্মাবেশ-নিবন্ধন গোকুল সম্বন্ধেও জড়ীয়ভাব তাহাদের মায়িক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করেনা, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ-নিজ-মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা

প্রত্যয় করে। বহুভাগ্যক্রমে যাঁহার মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। অতন্নিরসনরূপ আত্মারামতা-জনক জ্ঞান কখনও শিথিল-সচ্চিদানন্দ-'চিন্মাত্র-ব্রহ্মের' উপরিচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা-দ্বারা গোলোক বা গোকুল-দর্শনের সম্ভাবনা নাই; কেন না, জ্ঞানচর্চ্চাকারিগণ স্বীয় সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপার অনুসন্ধান করেন না। গোলোক-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চেষ্টা নিরর্থক। কর্ম্মাঙ্গ রূপ যোগচেষ্টাও তদ্রূপ কৃপা-যোগ্য হয় না; কাজে-কাজেই 'কৈবল্য' ভেদ করিয়া তদুপরিচর চিদ্বিলাসের অনুসন্ধান করিতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপাক্রমেই মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল-দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তন্মধ্যে ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন। এবং বস্তু-সিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুলদর্শন হয়—এই এক রহস্য, প্রেমলাভই স্বরূপসিদ্ধি পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, ভক্তিসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তারূঢ় গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথক্‌রূপে দেখা যায়। অনন্তবৈচিত্র্য-রূপ সহস্র-সহস্র-পত্র-বিশিষ্ট চিদ্বিশেষের পীঠস্বরূপ গোকুলই কৃষ্ণের নিত্যধাম।।

"কর্ণিকারং মহদ্ যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।
প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্।।"

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলা—প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ-মানবের নয়ন-

গোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা, এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—"অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলার অভিব্যক্তিই প্রকটলীলা। কৃষ্ণ সন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিকলোক-প্রকট-লীলাবকাশত্বেনাবভাসমানঃ প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃতবচনই এই কথার সমাধান,—"যত্তু গোলোক-নাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্; তাদাত্ম্যবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ।।" অর্থাৎ গোকুলের তাদাত্ম্যবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকধামে নিত্য-প্রকট। সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বদ্ধজীব-সম্বন্ধে অপ্রকট-লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুইপ্রকার, অর্থাৎ মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী। শ্রীজীব বলিয়াছেন যে তত্তদেকতর স্থানাদি—নিয়ত-স্থিতিক ও তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়। একটিমাত্র লীলার উপযুক্ত-স্থানেই নিয়ত-স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা। আবার নানাক্রীড়া-বিহারে নানা-স্থানব্যাপিনী যে লীলা, তাহা—বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব স্বারসিকী। এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে। এক অর্থ এই যে,—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে-স্থানে ন্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের একটিমাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।" এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ষট্‌পদী মন্ত্র বলে;—(১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা,—এই ষড়ঙ্গ ষট্‌পদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের

অবস্থিতি হয়।

ষট্‌কোণ মহাযন্ত্র এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ 'ক্লীং' যন্ত্রকীলকস্বরূপে অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। "স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা" ইতি গৌতমীয় তন্ত্রোপদেশে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে—"উত্তরাদ্ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ সুরভিং গোজাতিম্। তদুরাত্তরাদ্‌গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাদ্‌বল্লভ' ইত্যাদি। এই প্রকার অর্থ-দ্বারা মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থানস্থিতা লীলানুভূতি হয়,—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলায় প্রবেশ করিবার যাহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরসজনিত সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎস্বরূপগত কৃষ্ণ-সেবা বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণ স্বরূপ, (২) কৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজলীলা-বিলাস-স্বরূপ (৩) তৎপরিকর গোপীজনস্বরূপ, (৪) তদ্বল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আত্মনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ এবং (৬) চিৎ-প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবা-স্বভাব;—এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ-স্থাপন হয়। তাহাতে আত্মসংযোগস্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠা-ক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা 'অহং' প্রকৃতি,—এই ভাবগত-সেবা-সুখই একমাত্র রস,—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে বা গোকুলে মন্ত্রোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্কোচিত-বিহাররূপ লীলার উদয়;—ইহাই গোলোক বা গোকুলের স্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 'জ্যোতীরূপেণ মনুনা'—এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ-প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃতকামরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সম্মিলিত করিয়া সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলা গোলোকে দেদীপ্যমানা।"

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।”

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

চিন্তামণি-শব্দে এখানে চিন্ময়রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ-কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবামাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দশ্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে। ‘লক্ষ-লক্ষ’ ও ‘সহস্র-শত’ এই সকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; ‘সম্ভ্রম’ বা সাদরে অর্থাৎ প্রেমপরিপ্লুত হইয়া; ‘লক্ষ্মী’ শব্দে গোপসুন্দরী; ‘আদিপুরুষ’ অর্থে যিনি সকলের আদি, তিনি।।”

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও পাই,—

“চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম।।
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।।”

আদি ৫।২০-২১

এ বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় আরও পাওয়া যায়,—

“শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্।
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।" (৫।৫৬)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যে স্থান—জীবগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসভজন দ্বারা প্রাপ্য, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্ব্বিশেষ নয়। ক্রোধ, ভয় ও মোহ-দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম-লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম বৈকুণ্ঠ বা তদুপরিস্থিত গোলোক লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত-বিশুদ্ধ বলিয়া সেই ধামই 'শ্বেতদ্বীপ'। জড়জগতে যাঁহারা চরমরস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত গোকুল-বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্বকে অবলোকন করতঃ 'গোলোক' বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিদ্বিশেষ-গত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্ব্বত, নদী ও বনাদি-সহিত), জল, কথা, গমন, বংশীবাদ্য, চন্দ্র-সূর্য্য, আস্বাদ্য, আস্বাদন (অর্থাৎ চতুঃসৃষ্টি-কলার অচিন্ত্যচমৎকারিতা), গাভী সকল, অমৃত নিঃসৃত ক্ষীর ও নিত্যবর্ত্তমানময় চিন্ময় কাল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন। বেদে ও পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অনেক-স্থলে গোলোকের বর্ণনোদ্দেশ আছে। ছান্দোগ্য বলেন—"ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে। উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা-চন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি। মূল তাৎপর্য্য এই যে, মায়িকজগতে যতপ্রকার বিশেষ বিচিত্রতা দেখিতেছ, সে-সমস্তই এবং তদপেক্ষা আরও অনেক-বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত। কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি—বিশদ ও চিদানন্দময়। শুদ্ধভক্তি-সমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত ভক্ত সাধুগণ ভক্তি-প্রণিহিতা

স্বীয় চিদ্‌বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধাম দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপা-বলে তাহাদের ক্ষুদ্র চিদ্‌বৃত্তি আনন্ত্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। 'পরমমপি তদাস্বাদ্যমপি চ' পদের একটী গূঢ় অর্থ আছে। —'পরমপি'-শব্দে সমস্ত চিদানন্দবিশেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব; এবং 'তদাস্বাদ্যমপি'-শব্দে তাঁহার আস্বাদ্য-তত্ত্ব। রাধিকার প্রণয়-মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন, এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন,—এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে কৃষ্ণ যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-সেবা-সুখ। ইহাও সেই শ্বেতদ্বীপেই নিত্যবর্ত্তমান"।। ১১।।

অথ ভাগবতাস্তে চ মার্কণ্ডেয়োহম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ। পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরোদ্ধবৌ।. দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। সেব্যো হরি রমী সেব্যা নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ। এষাং মধ্যে প্রহ্লাদঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽপি পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপি কেচিদ্ যাদবাস্তেভ্যোঽপ্যুদ্ধবঃ। তস্মাদপি ব্রজদেব্যঃ। তাভ্যোঽপি শ্রীমদ্রাধেতি।।১২।।

অনুবাদ—অনন্তর ভাগবতগণ—মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, উদ্ধব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি বৈষ্ণবগণ। শ্রীহরি যেরূপ সেব্য, ঐ সকল ভক্তগণও সেই প্রকার সেব্য, নতুবা পরম অপরাধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবগণ হইতেও কোন কোন যাদবগণ, যাদবগণের মধ্যেও উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা এবং ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।। ১২।।

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যস্মাৎ।
ভাগবতামৃতকণিকা মণিকাঞ্চনমিবানুস্যূতা।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত- শ্রীশ্রীভাগবতামৃত-কণিকা-নাম গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ।

অনুবাদ—যাঁহাদের ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-ভজন-প্রবণ, তাদৃশ ব্যক্তিগণের নিমিত্তই, এই শ্রীশ্রীভাগবতামৃত-কণিকা মণিকাঞ্চনের ন্যায় গ্রথিত হইল।

ইতি— শ্রীশ্রীভাগবতামৃত-কণিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুকণা—লঘুভাগবতামৃত উত্তর খণ্ডে দ্বিতীয় সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্যে পাই,—

"মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ।।
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ।।"

কৃষ্ণ-ভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ-শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই দৃঢ়রূপে স্থাপন করেন।

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ"।। (ভাঃ—১১।১৯।২১)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও পাই,—

"কৃষ্ণ-সেবা হইতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়।।"

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োস্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।"

"এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়।।"

আরও পাই,—

"মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে' যদি, তারো বিঘ্ন ধরে।।"

বৈষ্ণব-পূজায় অনাদরকারীর বিষ্ণুপূজার ছলনা দাম্ভিকতামাত্র।

"মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র।।"

হরিভক্তিসুধোদয়ে পাওয়া যায়,—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা করেনা, তাহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবের আনুগত্যে বিষ্ণুসেবা করাই কর্ত্তব্য। ভক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে শ্রীভাগবতে পাই,—

"ক্বাহং রজঃ প্রভব ঈশ! তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ।।" (৭।৯।২৬)

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর! রজোগুণ-প্রভাবে জাত এবং তমোগুণ যাহাতে প্রচুর, সেই অসুর কুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় আর আপনার দয়াই বা কোথায়? ব্রহ্মা, শিব কিম্বা রমাদেবীর মস্তকে যাহা অর্পিত হয় নাই, অনুগ্রহসূচক সেই পদ্মহস্ত আজ আমার মস্তকে অর্পিত হইল।

প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতার বিষয় পাওয়া যায়,—"ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্গৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগাঃ ইতি ভাবঃ।" লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ডে ১৭ সংখ্যাধৃত শ্রীভাগবতে ৭।১০।৫০ শ্লোকে শ্রীস্বামিপাদের টীকা।

পাণ্ডবগণ হইতে যাদবগণের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে লঘুভাগবতামৃত

উত্তরখণ্ডে কারিকা ১৮ সংখ্যায় পাওয়া যায়,—

"সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে সর্ব্বদা অবস্থান-হেতু মমতাধিক্যবশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

আবার যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতার বিষয় শ্রীভাগবতে পাই,—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।" (১১।১৪।১৫)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, শঙ্কর সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি, আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার প্রিয়।

উদ্ধব হইতেও ব্রজ দেবীগণের শ্রেষ্ঠতা উদ্ধবের প্রার্থনা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।" (ভাঃ—১০।৪৭।৬১)

অর্থাৎ অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম, লতা, ঔষধীগণের মধ্যে কোন একটি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিগণের অম্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।

আবার লক্ষ্মীগণ হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আদি-পুরাণোক্ত ভগবদ্বাক্যে পাই,—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম।।"

উত্তরখণ্ডে কারিকা ১৮ সংখ্যায় পাওয়া যায়,—

"সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে সর্ব্বদা অবস্থান-হেতু মমতাধিক্যবশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

আবার যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতার বিষয় শ্রীভাগবতে পাই,—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।" (১১।১৪।১৫)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, শঙ্কর সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি, আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার প্রিয়।

উদ্ধব হইতেও ব্রজ দেবীগণের শ্রেষ্ঠতা উদ্ধবের প্রার্থনা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।" (ভাঃ—১০।৪৭।৬১)

অর্থাৎ অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম, লতা, ঔষধীগণের মধ্যে কোন একটি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।

আবার লক্ষ্মীগণ হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আদি-পুরাণোক্ত ভগবদ্বাক্যে পাই,—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম।।"

শ্রীরাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ড ৪৫ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্যে পাই,—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।।"

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও সেই প্রকার প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। এ বিষয়ে শ্রীল রূপপাদের উপদেশামৃতে পাই,—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।"

অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণের মধ্যে আবার প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত হইতে ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয় সেইরূপ তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব কোন্ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন? ।।১২।।

ইতি শ্রীভাগবতামৃত-কণা-গ্রন্থের অনুকণা-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ

নিবেদন

এই গ্রন্থখানির প্রণেতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমণি মহামহোপধ্যায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর মহোদয়। শ্রীগৌরসুন্দরের পরমপ্রিয়তম পার্ষদ, অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীশ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-নামক, ভক্তিরসের মহাবৈজ্ঞানিক ও সমুদয় অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রের আকর-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে সার্ব্বভৌমবাক্যে পাওয়া যায়,—

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।।"

অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিজপ্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ এবং নিজের অনুরূপ—এবংবিধ স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীতে প্রভু (মহাপ্রভু) ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।।
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা"।। মধ্য ১৯।১১৫, ১১৭।।

শ্রীশ্রীল রূপপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান—এই ত্রিবিধতত্ত্বের স্বরূপ, সংজ্ঞা, বিভাগ, ও যাবতীয় বিলাসাদি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক অতিশয় সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রেমভক্তি-লাভের আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিতে হইলে, এই গ্রন্থখানি সাধাকগণের অবশ্যই একান্ত পাঠ্য। কিন্তু সেই গ্রন্থখানি আকারে যেমন বিরাট তেমন সংস্কৃত-ভাষা-বোধে বিশেষ পারঙ্গতি না থাকিলে, কাহারও বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। অবশ্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত কেবল ভাষা-বোধেই শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। ভাষা-জ্ঞান কিঞ্চিৎ সাহায্য করে মাত্র।

পরমকরুণাময় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ মাদৃশ অযোগ্য জীবগণের প্রতি অহৈতুকী করুণা প্রকাশে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু' নামক এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া, যাহারা মূলগ্রন্থ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠে সমর্থ নহে, কিংবা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সেরূপ ব্যুৎপত্তি নাই, তাহারাও শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় যাহাতে ঐ মূলগ্রন্থের বর্ণিত তত্ত্বের জ্ঞান সহজে ও সংক্ষেপে লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির কলেবর স্বল্প হওয়ায় ও ভাষা অতি সরল ও প্রঞ্জাল হওয়ায় অতি অনায়াসেই সকলের পক্ষে বিষয়-বস্তু-জ্ঞান-লাভের পথ সুগম হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সমাজে প্রবাদের মত প্রচলিত কথায় আছে যে,—

"কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণব-পণা।"

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন মাননীয় গোস্বামিসন্তান এই গ্রন্থখানির প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই তিনখানি গ্রন্থ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সেজন্য বহুদিন হইতে মাদৃশ অধমের বাতুল প্রয়াস যে, কি উপায়ে এই গ্রন্থ-ত্রয় পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়। তাই, অনেক দিন যাবত বিবিধ-চেষ্টা ও ক্লেশ লাভান্তে ঠাকুরের কৃপায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে 'শ্রীভাগবতামৃত-কণা' গ্রন্থখানিও শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

মদভীষ্ট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুক-কৃপাশীর্ব্বাদে এবং তদীয় প্রিয়তম মদীয় বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজের অপার স্নেহাশীর্ব্বাদে মাদৃশ অযোগ্য জীবাধম এই মহাজন-

প্রণীত গ্রন্থের সম্পাদনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। আশা করি, আমার অযোগ্যতা-জনিত ত্রুটী বিচ্যুতি ও সকল অপরাধ ক্ষমাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরুবর্গ আমার প্রতি কৃপা-প্রকাশে প্রসন্ন হইয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন। ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার সকাতর প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উত্তমাভক্তির স্বরূপ ও ভেদ, সাধনভক্তি, প্রেমাবির্ভাবের ক্রম, ভজনের অঙ্গ-সমূহ, সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধের বিচার, বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি ও অবশেষে ভক্তিরসাদির বিচার-বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ এবং শ্রীশ্রীল রূপপাদ প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নামক মূল গ্রন্থের, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং মাদৃশ অধমের 'অনুবিন্দু' নাম্নী একটী ক্ষুদ্র টীকা, যাহাতে মূলতঃ পূর্ব্ব মহাজন ও শ্রীগুরুবর্গের লেখনী-প্রসূত-বাণী-সংরক্ষণের প্রয়াস-সহকারে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইলেন।

আশাকরি, শ্রদ্ধালু জনগণ এই গ্রন্থ পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হইবেন। মাদৃশ জীবকীটের নানাবিধ ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-মধ্যে যে সকল ভ্রম প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই গ্রন্থ-রচয়িতা পরমারাধ্যতম শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থের 'টীকার বিবরণ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসিগোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস-আচার্য্য, ঠাকুর-নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য পারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর—চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিমতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের

এই ঠাকুরটী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তিঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণবিন্দুকণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা।" তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়,—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।।"

শ্রীল বিশ্বনাথ নদীয়া-জেলায় রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি 'হরিবল্লভদাস' নামেও খ্যাত ছিলেন। 'রামভদ্র' ও 'রঘুনাথ' নামে তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ-পাঠ সমাপনপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ-গ্রামে তিনি গুরু-গৃহে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় 'শ্যামরায়' ও 'মোহন' রায়ের ঠাকুরবাটী শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের নামের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তিঠাকুর—তাঁহার শ্রীগুরুদেব। এই শ্রীরাধারমণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুকৃপাবলে বিশ্বনাথ ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য তাঁহার দুই-চারিখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমুদয় গ্রন্থই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমাদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটকালে নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন-গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের উদয়কালনির্ণয়-বিষয়ে আমরা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত'-গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ-রচনা শেষ করেন; আবার তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'র মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল—১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস। সুতরাং ১৫৬০ শকাব্দায় তাঁহার অভ্যুদয়কাল ধরিলে এবং ১৬৩০ শকাব্দায় অপ্রকটকাল অনুমান করিলে সপ্ততি-বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন, স্থূলতঃ জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য মুর্শিদাবাদ-জেলান্তর্গত বালুচর-গাম্ভিলা-নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তিমহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য'-নামক বারেন্দ্র শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুরের পরমগুরু। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি।।"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্‌গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ নাথ-শব্দে শ্রীনরোত্তমগুরু শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু—ইহাই তাঁহার স্বগুরু-পারম্পর্য্য।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত-গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই প্রাদুর্ভুত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন; সেই দুইটীই প্রচারকার্য্যমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্যকন্যা শ্রীহেমলতা-ঠাকুরাণী 'রূপ-কবিরাজ' নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। তদবধি সেই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'অতিবাড়ী'-নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে ত্যাগী ব্যক্তিই একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ; গৃহস্থগণের মধ্যে ভক্ত্যাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর—এই গোস্বামিপ্রতিকূল-পন্থা কবিরাজ-মহাশয় প্রচার করেন। জীবের সৌভাগ্যের

বিষয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীমদ্ভাগতের তৃতীয় স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী-টীকাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আচার্য্যবংশে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্য-বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যক্ত-পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামি-উপাধি' প্রদান ও গ্রহণ করা শিষ্যদিগের যে উচিত নহে, এই কথা রূপ-কবিরাজ প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্য বংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষেও আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে বলিয়া প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ-পারম্পর্য্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ-নিজ নামের পশ্চাদ্ভাগে গোস্বামি-শব্দের সংযোজন—সাত্বতশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ কার্য্য বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ-নামের সহিত স্বয়ং 'গোস্বামি'-শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা বর্ত্তমানকালের মুর্খবিচারহীন আচার্য্যসন্তানগণের তত্ত্বানভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

জয়পুরের গল্‌তা-গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন; সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামনুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতিম গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তচার্য্য, পণ্ডিত-কুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার সভায় গমন করেন। জাতি-গোস্বামিগণ আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদ্বায়ানুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রয়াদিকপরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ জন্যই শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ মহোদয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পারম্পর্য্যানভিজ্ঞতা-নিরাকরণ কার্য্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অনুমোদন

লাভ করেন। এই কার্য্য—শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন; বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কার-বিষয়ে অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম—

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। শ্রীগোপাল-তাপনীটীকা, ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত— (ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরমগুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোষ্টকম্, (ঙ) পরমপরাৎপর গুরোরষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (জ) শ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপাল দেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ং ভগবদষ্টকম, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (থ) জগন্মোহনাষ্টকম্, (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যাষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরত-কথামৃতম্ (আর্য্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্; ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্যা), ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিণী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। শ্রীললিতমাধব-নাটকটীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা), ২১। ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা।"

পরিশেষে লিখিতেছি যে, শ্রীআসনের আশ্রিতা মদীয় স্নেহাস্পদা কল্যাণীয়া শ্রীযুক্তা কমলাবালা সরকার মহোদয়া এই গ্রন্থখানিমুদ্রণের

যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া অশেষ ভক্তিন্মুখী-সুকৃতি অৰ্জ্জন করিলেন। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনের শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ চিরদিন এবং যাঁহারাই এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন, তাঁহারও চিরদিন অবশ্যই তাঁহার এই বদান্যতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও তাঁহার পরমার্থিক মঙ্গল কামনা করিবেন; ইহাই আমার আশা। ইতি—

তারিখ
শ্রীল প্রভুপাদ-বিরহ-তিথি।
(শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণ-রেণু-সেবা-প্রার্থী
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

অস্যার্থ ঃ—অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভির্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।।১।।

অনুবাদ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি-দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন উত্তমা ভক্তি।

ইহার অর্থ—অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অনুকুলভাবে কায়বাক্যমনের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে সকল ক্রিয়া, তাহাই ভক্তি।।১।।

বিশ্বনাথ—অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে,—অন্যেতি। যথা ক্রিয়াশব্দেন ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে, তথাত্রানুশীলনশব্দেনাপি ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। তত্র প্রবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থস্তু কায়বাঙ্মানসীয় তত্তচ্চেষ্টারূপঃ। নিবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থশ্চ প্রবৃত্তিভিন্নঃ, প্রীতিবিষাদাত্মকো মানসঃ তত্তদ্ভাবরূপশ্চ, স চ বক্ষ্যমাণ-রতি-প্রেমাদি-স্থায়িভাবরূপশ্চ, সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতেত্যাদি-বচন-ব্যঞ্জিত-সেবানামাপরাধাদ্যভাব-রূপশ্চ। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থাং বাহনুশীলনমিতি তৎসম্বন্ধ-মাত্রস্য তদর্থস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্ গুরুপাদাশ্রয়াদৌ, ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ রত্যাদি-স্থায়িনি ব্যভিচারিভাবেষু চ নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপয়ৈব লভ্যম্ শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপং কায়াদিবৃত্তিরূপেণাবির্ভূতমেব জ্ঞেয়ম্। অগ্রে স্পষ্টী করিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামবতারাণাং গ্রাহকঃ। তারতম্যমগ্রে বিবেচনীয়ম্। তত্র ভক্তিস্বরূপতা-সিদ্ধ্যর্থং বিশেষণমাহ,—আনুকূল্যেনেতি; প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

আনুকূল্যঞ্চোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিরিত্যুক্তে লক্ষণেঽতি-ব্যাপ্তিরব্যাপ্তিশ্চ। তদ্ যথা—অসুরকর্ত্তৃক-প্রহাররূপানুশীলনং যুদ্ধরস উৎসাহরতিঃ শ্রীকৃষ্ণায় রোচতে যথোক্তং প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।৩।৩০) মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার ইতি। তথা শ্রীকৃষ্ণং বিহায় দুগ্ধরক্ষার্থং গতায়াঃ যশোদায়াস্তাদৃশানুশীলনং কৃষ্ণায় ন রোচতে, যথোক্তং শ্রীদশমে (ভাঃ ৯।৬)—'সাঞ্জাতকোপস্ফু রিতারুণাধরং' ইতি। তথা চ তত্র তত্রাতিব্যাপ্ত্য-ব্যাপ্তিবারণায়ানুকূল্যং নাম প্রাতিকূল্যশূন্যত্বমেব বিবক্ষণীয়ম্। এবং সত্যসুরেষু দ্বেষরূপপ্রাতিকূল্যসত্ত্বান্নাতিব্যাপ্তিঃ। এবং যশোদায়াঃ প্রাতিকূল্যাভাবান্নাব্যাপ্তিরিতি বোধ্যম্। এতেন বিশেষণস্যানুকূল্যস্যৈব ভক্তিত্বমস্তু, ভক্তিসামান্যস্যেব কৃষ্ণায় রোচমানত্বাদ্ বিশেষ্যস্যানুশীলন-পদস্য বৈয়র্থ্যমিত্যপি শঙ্কা নিরস্তা,—তাদৃশ-প্রাতিকূল্যাভাবমাত্রস্য ঘটেঽপি সত্ত্বাৎ। উত্তমাত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণদ্বয়মাহ,—অন্যাভিলাষিতাশূন্য-মিত্যাদি। কথম্ভূতমনুশীলনম্ অন্যস্মিন্ ভক্ত্যতিরিক্তত্বে ফলত্বেনাভিলাষ-শূন্যম্— 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' (ভাঃ ১১।৩।৩১) ইত্যেকাদশোক্তে-র্ভক্ত্যুদ্দেশ্যকভক্তিকরণমুচিতমেবেত্যতোঽন্যস্মিন্ খলু ভক্ত্যতিরিক্ত ইতি। যথাত্রান্যাভিলাষশূন্যত্বং বিহায়ান্যাভিলাষ-স্বভাবার্থক তাচ্ছীল্য প্রত্যয়েন কস্যচিদ্ভক্তস্য কদাচিদকস্মাৎ মরণসঙ্কটে প্রাপ্তে 'হে ভগবন্ ভক্তং মামেতদ্ বিপত্তেঃ সকাশাদ্ রক্ষেতি' কাদাচিৎকাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ, যতস্তস্য বৈবশ্য-হেতুক-স্বভাববিপর্য্যয়েণৈব তাদৃগভিলাষো, ন তু স্বাভাবিক ইতি বোধ্যম্। পুনঃ কীদৃশম্? জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্— জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানম্; ন তু ভজনীয়তত্ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষ-নীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মার্ত্তনিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন যজ্ঞ-বৈরাগ্য-যোগসাংখ্যাভ্যাসাদয়-স্তৈরনাবৃতম্; ন তু পূর্ব্ববচ্ছূন্যমিত্যর্থঃ। তেন চ ভক্ত্যাবরকাণামেব জ্ঞানকর্ম্মাদীনাং নিষেধোঽভিপ্রেতঃ। ভক্ত্যাবরকত্বং নাম বিধিশাসনাৎ নিত্য-কর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়াদিভয়াচ্ছ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বং, তথা ভক্ত্যাদিরূপেষ্ট-সাধনত্বাচ্ছ্রদ্ধায়া ক্রিয়মাণত্বঞ্চ। তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধায়াপি পিত্রাদিশ্রাদ্ধং কুর্ব্বতাং মহানুভাবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ। অত্র

শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি বক্তব্যে ভগবচ্ছাত্রেষু কেবলস্য ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভিপ্রায়াত্তথোক্তম্।।১।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাহার লক্ষণ বলিতে বলিতে গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন,—অন্য ইতি। যে প্রকার ক্রিয়া-শব্দের দ্বারা ধাতুর অর্থ-মাত্র কথিত হয়, সেই প্রকার এস্থলে অনুশীলন- শব্দ-দ্বারাও ধাতুর অর্থসমূহ কথিত হয়। ধাতুর অর্থ আবার দ্বিবিধ;—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত্যাত্মক। সেস্থলে প্রবৃত্ত্যাত্মক-ধাত্বর্থ কিন্তু কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সেই সেই চেষ্টারূপ। নিবৃত্তাত্মক-ধাত্বর্থ আবার প্রবৃত্তি ভিন্ন, প্রীতি ও বিষাদাত্মক মানসিক সেই সেই ভাবরূপ। সে আবার বক্ষ্যমাণ রতি-প্রেমাদি-স্থায়িভাবরূপ, সেবা-নামাপরাধ-সমূহের উদ্ভব অভাবকারী ইত্যাদি বচন-ব্যঞ্জিত সেবানামাপরাধশূন্যতা; তাহা এইরূপ হইলে কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থে বা অনুশীলন-শব্দে তৎসম্বন্ধমাত্রের বা তদর্থের বিবক্ষাহেতু গুরুপাদাশ্রয়াদিতে ভাবরূপেরও অন্তঃপাতিত্ব-হেতু রত্যাদি-স্থায়িভাবে এবং ব্যভিচারিভাবে অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে না। এইসকল কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপাদ্বারাই লভ্য, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপ কায়াদিবৃত্তিরূপে আবির্ভূতই জানিতে হইবে। পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। কৃষ্ণশব্দ এখানে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের এবং তদ্রূপ অন্য অবতার সমূহের উপলক্ষণ অর্থাৎ বোধক। তারতম্য পরে বিবেচনা করা হইবে। সেস্থলে ভক্তির স্বরূপতা সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষণ বলিতেছেন—আনুকূল্যের সহিত ইতি প্রাতিকূল্যে ভক্তির প্রসিদ্ধি নাই। আনুকূল্যের উদ্দেশক শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি উক্ত হইলে, অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি-রূপদোষ প্রকাশ পায়। তাহা যেরূপ অসুরকর্ত্তৃক প্রহাররূপ-অনুশীলনে যুদ্ধরস উৎসাহরতি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর। যেরূপ (শ্রীভাগবত, প্রথম স্কন্ধে, ১৩।৩০) উক্ত হইয়াছে, বিপক্ষগণের সংপ্রহার যেমন বীরগণের নিকট (রুচিকর হয়)। সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত যশোদার গমন-রূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয় নাই। যেরূপ (ভাগবত, দশমে, ৯।৬) কথিত হইয়াছে—'শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অরুণবর্ণ অধর দন্তদ্বারা দংশনপূর্ব্বক'—ইতি। সেইরূপ সেই সেই স্থলে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি-

দোষ নিবারণের নিমিত্ত আনুকূল্য শব্দে প্রাতিকূল্যশূন্যত্বই কথিত হয়। এই প্রকার হইলে, অসুরেতে দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্য থাকায়, অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না। এবং যশোদার প্রাতিকূল্যের অভাব-হেতু অব্যাপ্তি দোষ নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা বিশেষণ আনুকুল্যেরই ভক্তিত্ব হউক, ভক্তিসামান্যেই কৃষ্ণের রোচমানত্ব-হেতু বিশেষ্যের অনুশীলন পদের ব্যর্থতার আশঙ্কা নিরস্ত হইল।—তাদৃশ প্রাতিকূল্য-অভাবমাত্র ঘটিলেই। উত্তমত্ব সিদ্ধির জন্য বিশেষণ দুইটী দিতেছেন—অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য ইত্যাদি—। কি প্রকার অনুশীলন? ভক্তি-অতিরিক্ত অন্য বিষয়ে ফলরূপ-অভিলাষশূন্য (শ্রীভাগবত, ১১।৩।৩১) কথিত হইয়াছে, 'ভক্তির দ্বারা সঞ্জাত ভক্তির দ্বারা' এই একাদশ স্কন্ধের উক্তি হইতে ভক্তিউদ্দেশ্যক ভক্তি করাই উচিত। অতএব অন্য—কেবল ভক্তি অতিরিক্ত ইহাই। যে প্রকার এস্থলে অন্যাভিলাষশূন্যত্ব না বলিয়া, অন্যাভিলাষস্বভাবার্থক তাচ্ছিল্য প্রত্যয়ের দ্বারা কোন কোন ভক্তের কদাচিৎ অকস্মাৎ মরণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে "হে ভগবন্! ভক্ত আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন"—এই কদাচিৎ অভিলাষ-সত্ত্বে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তার বৈবশ্য-হেতুই স্বভাব-বিপর্য্যয়ের দ্বারাই সেইরূপ অভিলাষ। স্বাভাবিক কিন্তু নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। পুনরায় কি প্রকার? জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত—জ্ঞান—এস্থলে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান ভজনীয় তত্ত্বের অনুসন্ধান কিন্তু নহে; কেননা তাহার অবশ্য অপেক্ষা আছেই। কর্ম্ম—স্মার্ত্ত-নিত্যনৈমিত্তিকাদি কিন্তু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি নহে, কেননা উহাও তাঁহার অনুশীলন। আদি-শব্দের দ্বারা যজ্ঞ, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্য, অভ্যাসাদি-দ্বারা অনাবৃত। পূর্ব্ববৎ শূন্য নহে— এই অর্থ। তদ্বারা ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই নিষেধ অভিপ্রেত। ভক্তি-আবরকত্ব অর্থে বিধি-শাসনহেতু নিত্যকর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায়াদি ভয় হইতে শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়মাণ, সেই প্রকার ভক্তি-আদিরূপ ইষ্ট-সাধনহেতু শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়মাণও। তদ্বারা লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত অশ্রদ্ধার সহিত পিত্রাদি-শ্রাদ্ধকারী মহানুভবগণের শুদ্ধভক্তিতে অব্যাপ্তিদোষ হয় না। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলনই কৃষ্ণভক্তি বলিলে, ইহাই বিবক্ষিত, সেজন্য

ভাগবতশাস্ত্রে কেবল ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণভক্তিরই বোধক, এই অভিপ্রায় ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।।১।।

অনুবিন্দু—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীগোস্বামিনে নমঃ।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মস্মরণমূলে, তাঁহাদের অহৈতুক-কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক, পঙ্গুর গিরিউল্লঙ্ঘনের ন্যায়, মাদৃশ অযোগ্যাধম এই মহাজন-রচিত গ্রন্থের 'অনুবিন্দু'-নাম্নী টীকা আরম্ভ করিতেছে।

বর্ত্তমান শ্লোকে উত্তমাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন,—ক্রিয়াশব্দের দ্বারা যেমন ধাতুর সকল প্রকার অর্থই সূচিত হয়, অনুশীলন শব্দের দ্বারাও এস্থলে সেই প্রকার সকল ধাত্বর্থ অভিব্যক্ত হয়। ধাতুর অর্থ—চেষ্টারূপ

ও ভাবরূপ-ভেদে দুই প্রকার। চেষ্টারূপ অর্থ আবার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক। উহা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। এতদ্ব্যতীত ভাবরূপ অর্থ কেবল মানসিক অনুভবাত্মক। অনুশীলন-শব্দেও এইরূপ ভেদ বুঝিতে হইবে। গুরুপদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশটী ভক্ত্যঙ্গ গ্রহণই প্রবৃত্তিমূলক চেষ্টারূপ অনুশীলন এবং ভজনের প্রারম্ভরূপ। আর অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ ও সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন প্রভৃতি দশটী অঙ্গ —বর্জ্জনই নিবৃত্তিমূলক চেষ্টারূপ-অনুশীলন। ইহা ব্যাতিরেকভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। রতি-প্রেমাদি স্থায়ীভাব সেই ভাবরূপ। এই অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে হইলেই, উহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ও অন্যান্য স্বাংশ-অবতার সমূহকেও বুঝিতে হইবে, তবে ইহাদের মধ্যে তারতম্য অবশ্যই বিবেচ্য। কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই যখন ভক্তি, তখন আর গুরুপদাশ্রয়াদির প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে, তদর্থে অনুশীলন করিতে গেলেই, গুরুপদাশ্রয়াদি অবশ্যই করিতে হইবে এবং উহা কৃষ্ণের চেষ্টারূপ-অনুশীলনের অন্তর্গত। সুতরাং উহাতে অব্যাপ্তিদোষের কল্পনা নিরর্থক। তদ্ব্যতীত স্থায়ী-রতি বা ব্যাভিচারীভাব, ভাবরূপ কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্গত বলিয়া, উহাতেও অব্যাপ্তি-দোষ দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের কৃপা-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কোন চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন হইতে পারে না। আর শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি এবং সেই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপশক্তির কৃপাক্রমে ভাগ্যবান্ জীবের, শ্রীগুরুকৃপায়, দীক্ষাগ্রহণকালে আত্মসমর্পণ ফলে, কায়িকাদি বৃত্তিতে ভক্তিদেবীর কৃপায়, 'ভক্তি'-বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

> "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ
> সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
> সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।" অন্ত্য ৪।১৯২-১৯৩।।

এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“দীক্ষাকালে ভক্ত নিজপ্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্ন-ভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়-ভোগরাজ্যের ‘ভোক্তা’ বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয়, এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্যস্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারি হন। ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত-ভাব-সেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধি-দোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃতকর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে; সেই অপরাধ-ক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়; এ-সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৩।৪৫ ও ২।৩।১৩৯ সংখ্যায় শ্রীসনাতন প্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য।”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“মর্ত্ত্যোযদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।” ১১।২৯।৩৪।।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ “জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং”—ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“যদা মর্ত্ত্যস্ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা অর্থাৎ গুরূপদেশকালে ত্যক্ত-সমস্তবর্ণা-শ্রমকাম যাহার শ্রীগুরুরূপী আমাতে নিবেদিতাত্মা অর্থাৎ নিবেদিত অহন্তাস্পদ মমতাস্পদ যাহা দ্বারা সেই ব্যক্তি। হে নাথ, আমি যে ও আমার যাহা কিছু ইহলোকে পরলোকে আছে, সে সকলই আপনার চরণে সমর্পিত’—এইরূপ ব্যবসায়বান্ হয়। তখন সেই ব্যক্তি মিথ্যাভূত হইলেও আমাকর্ত্তৃক বিচিকীর্ষিত হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট করিবার যোগ্য হয়। ‘আমার আশ্রিত ব্যক্তি নির্গুণ’ (ভাঃ ১১।২৫-২৬)—এই আমার উক্তি

হইতে নিস্ত্রৈগুণ্যই হয়—এই অর্থ। তাহা কিন্তু মায়াকার্য্যের ন্যায় নশ্বর নহে. সত্য। অথবা অজ্ঞানের কার্য্যের ন্যায় মিথ্যাভূত নহে—কিন্তু স্বরূপভূত মৎকার্য্য বলিয়া নির্গুণই হয়। আরও 'মায়াদ্বারা বিশিষ্টকৃত হয়' ইহা প্রয়োগ না করিয়া বিচিকীর্ষিত এই 'সন্' প্রত্যয়-প্রয়োগ হইতে নির্গুণ করিতে আরম্ভ করিলে সে ক্রমে ক্রমে ভক্তি-অভ্যাসবান্ হইয়া নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-রতি ভূমিকারূঢ় হইলে সম্যক্ নির্গুণ হয়, তখন মিথ্যাভূত বস্তু-সমূহের সহিত তাহার ব্যবহার হয় না। তাহার পূর্ব্বে কিন্তু ঐ সকল বস্তুসহ যথাযোগ এবং ব্যবহার হয়। অতএব ইহার অর্থ এই—

"অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ভক্তি উপদেশ কালেই ভক্তের গুণাতীত দেহেন্দ্রিয়-মনাদি মৎকর্ত্তৃক ভক্তিমাহাত্ম্য দর্শনার্থ অলক্ষিত-ভাবেই সৃষ্ট হয়, মিথ্যাভূত দেহাদি অতি-অলক্ষিত ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ—'নৈবম্বিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য, পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্গুণানাম্। চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত, যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্।।'—ভাঃ ৫।১।৩৫; ইহার অর্থ—এই প্রকার প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক বিস্তৃত সপ্ত-সমুদ্র-নির্ম্মাণরূপ পুরুষকার নিশ্চিতই চিত্র নহে। যেহেতু অন্ত্যজও যদি উরুক্রম ভগবানের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করেন, তৎক্ষণই (প্রারব্ধ) তনুত্যাগ করেন—এই কথায় তখনও দেহ দৃষ্ট হইলেও প্রারব্ধ-কর্ম্ম সংবলিত তনুত্যাগ অলক্ষিতই—এই অর্থ। তাহার পর তখন অমৃতত্ব অর্থাৎ মরণধর্ম্মাভাবকে তখনই লাভ করিয়া আমাসহ আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার বা নিজের অবস্থিতির যোগ্য হয় অর্থাৎ যেখানে আমি অবস্থান করি সেইখানেই সেও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ।"

সুতরাং ভক্তি ভগবৎ-কৃপায় স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে প্রকাশ পায়। উহা জোর করিয়া কেহ চেষ্টাদ্বারা লাভ করিতে পারে না সত্য, তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায়, তদানুগত্যে যত্ন করিলে, ভক্তি স্বয়ং আর্বিভূতা হন।

ভক্তির স্বরূপতা সিদ্ধির নিমিত্তই আনুকূল্য শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। অনুশীলনের মধ্যে প্রতিকূলতা থাকিলে উহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যেমন অসুরগণের প্রতিকূলভাব ভক্তি বলিয়া গ্রাহ্য

নহে। আনুকুল্য শব্দের অর্থ—যাঁহার অনুশীলন করা হইতেছে তাঁহার রোচমানা প্রবৃত্তি—অর্থাৎ তাঁহার রুচিকর হওয়া চাই। সেইজন্য অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই 'ভক্তি'। কিন্তু এস্থলে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধরসবিষয়ক উৎসাহ-রতি রুচিকর হয় বলিয়া, তাহা যদি ভক্তি বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা হইলে তাহাতে 'অতিব্যাপ্তি-দোষ' আসিয়া পড়ে। এবং মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়দেশ হইতে নামাইয়া দুগ্ধ-রক্ষার জন্য গমনে, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয় নাই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া নোড়ার দ্বারা দধিমন্থন-পাত্র ভগ্ন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে "সজাতকোপঃ স্ফু রিতারুণাধরং" শ্লোকে পাওয়া যায়। এস্থলেও মা যশোদার এইরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হওয়ায়, ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং "অব্যাপ্তি-দোষ" আসিয়া পড়ে।

ন্যায়-শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—"অলক্ষ্যে লক্ষণস্য গমনমতিব্যাপ্তিঃ।" 'অলক্ষ্যে লক্ষণ-গমন' অর্থাৎ লক্ষণের দ্বারা যাহা লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহা যদি অন্য অলক্ষ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'অতিব্যাপ্তি-দোষ, বলে। "লক্ষ্যে লক্ষণস্যাগমনমব্যাপ্তিঃ'—'লক্ষে লক্ষণাগমন' অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুতে যদি লক্ষণের ব্যাপ্তি সর্ব্বতোভাবে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'অব্যাপ্তি-দোষ বলে।

পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থলে যে দোষের কল্পনা হইতেছে, তাহা নিরসনকল্পে বলিতেছেন যে, আনুকূল্য শব্দে প্রতিকূলশূন্যতাই লক্ষিতব্য। সুতরাং অসুরগণের আপাত প্রতীয়মান যুদ্ধরস-বিষয়ক উৎসাহরতিপ্রদ অনুশীলনে দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্যভাব বর্ত্তমান্ থাকায়, উহা ভক্তি বলিয়া গণ্য নহে। আর মা যশোদার দুগ্ধ রক্ষার জন্য গমন কিন্তু, কৃষ্ণের সেবার জন্যই, উহাতে প্রতিকূলভাব কিছুই নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি।

গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি।। মঃ ৪।৯৫

সুতরাং নিত্য বাৎসল্য-পরায়ণা মা যশোদার দুগ্ধ রক্ষার নিমিত্ত গমনে

কৃষ্ণকে অতৃপ্ত করার ভাব প্রতীয়মান হইলেও, উহা তাঁহার স্নেহের পরিচায়ক বলিয়া, এবং দুগ্ধ-রক্ষা কৃষ্ণের সুখেরই জন্য বলিয়া, উহা ভক্তির পরিপাটী বিশেষ জানিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রতিকূলতা শূন্য হইলেই উহা 'ভক্তি' বলিয়া গণ্য হয় না। পরন্তু উহার উত্তমতা নির্দ্ধারণার্থ অনুশীলন আবার কি প্রকার? তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন, 'অন্যাভিলাষিতা'-শূন্য হওয়া চাই। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ফলের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদির অভিসন্ধি থাকিবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।। আদি১।৯০।৯২

শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবো" শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেও পাওয়া যায়—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

শ্রীল রূপপাদ এস্থলে 'অন্যাভিলাষিতা'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া 'স্বভাবার্থ দ্যোতনা'—এই অর্থে—নিত্য নানা অভিলাষযুক্ত স্বভাবকেই লক্ষ্য করিতেছেন। সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তনই আবশ্যক। ভক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত কিংবা ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত অভিলাষ বা কামনা কিন্তু থাকিবেই। এমন কি, যদি কোন সঙ্কটকালে ভক্ত, স্বভাব-বিপর্য্যয়ে ভগবানের নিকট বিপদ-ত্রাণের প্রার্থনাও করেন, তাহাও ক্ষতিকর নহে।

ভক্তির উত্তমতা সিদ্ধির জন্য জ্ঞান-কর্ম্মের অনাবরণও একান্ত আবশ্যক জানাইয়াছেন। কিন্তু 'জ্ঞান' বলিতে এস্থলে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছেন। ভগবৎ-তত্ত্বের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজনীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।"

এবং কর্ম্মের অনাবরণত্ব বলায়, স্মার্ত্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফল-ভোগমূলক কর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের সেবামূলক পরিচর্য্যাদি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাকে কর্ম্মভ্রমে পরিত্যাগ করিলে কিন্তু, অলস্য ও জাড্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সেবাবিমুখতাই লভ্য হইবে। আরও 'আদি' পদের দ্বারা ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য প্রভৃতিকেই বুঝায়; তাহা ত্যাজ্যই। 'অনাবৃত' শব্দে যাহা যাহা ভক্তির আবরক ও প্রতিবন্ধক সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"অন্য-বাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।" মধ্য ১৯।১৬৮

এই শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, —

"অন্য-বাঞ্ছা—কৃষ্ণসেবেতর বাসনা; অন্যপূজা—কৃষ্ণেতরপূজা কর্ম্ম—স্বরূপবিস্মৃতিতে ফলভোগপিপাসার উদ্দেশে যে সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা; জ্ঞান—স্বরূপ বিস্মৃতিতে ভোগরাহিত্যের (মুক্তির) উদ্দেশে আত্মোৎকর্ষের জন্য নিত্য অভেদ্যাসন্ধিনী ও হ্লাদিনী-শক্তিদ্বয় রহিত কেবল সম্বিতের চেষ্টা; আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণেতর মায়ানুশীলন ত্যাগ-পূর্ব্বক অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা; সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা। জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা মায়ারই অনুশীলন হয়; 'জড়েন্দ্রিয়' বলিতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও 'মন'কে বুঝায়। জড়েন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা কৃষ্ণেতর-মায়ার সেবা করিতে গেলে উহা নিজে-ভোগতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয়; তজ্জন্য সাধনভক্তিপর্য্যায়ে চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তিবলে বদ্ধজীব জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবার অধিকারী হন।"

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়" লিখিয়াছেন,—

"অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি'
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ।।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "জৈবধর্ম্মেও" পাওয়া যায়,—

"এই সূত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়—কর্ম্মবিদ্ধা-ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞানবিদ্ধা-ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'উত্তমা', তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতিফল লাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির 'স্বরূপ-লক্ষণ'; সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন স্বীয় বিবেকশক্তির দ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলন চেষ্টা-সমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রতিকূল্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আনুকূল্য'-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্থূল সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধি-কালে স্থূলজগতের সম্বন্ধরহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়—উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ'। 'স্বরূপলক্ষণ' বলিতে গেলে 'তটস্থলক্ষণ' ও বলিতে হয়; শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটী 'তটস্থলক্ষণ'

বলিতেছেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা—একটী তটস্থলক্ষণ, এবং জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতত্ব—দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয় আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়; অতএব উক্ত দুইটী বিরোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই 'শুদ্ধভক্তি' বলা যায়"।।১।।

সা ভক্তিঃ সাধনভক্তির্ভাবভক্তিঃ প্রেমভক্তিরিতি ভেদেন।
ত্রিবিধা, সাধনভক্তিঃ পুনর্বৈধীরাগানুগাভেদেন দ্বিবিধা।।২।।

অনুবাদ—সেই ভক্তি আবার, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে তিন প্রকার। সাধনভক্তি পুনরায় বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার।।২।।

বিশ্বনাথ—সা ভক্তিরিতি। অথাত্র সাধনসাধ্যত্বরূপ-দ্বিবিধভেদ এবাস্তু, ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যর্ন্তভাবোঽস্তু, কিং ভেদত্রয়করণেন? ইতি চেৎ ন, যতোঽগ্রে বক্ষ্যমাণস্য (রসামৃত ২।১।২৭৬) 'উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ'।। ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপর-পর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি 'সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ' ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যচিন্মহদ-পরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তীতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যাপরাধস্য লেশেঽপি সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সম্ভবতি। অতএব তত্রৈবোক্তস্য সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট-সিদ্ধভক্তলক্ষণস্য মধ্যে (ভঃ রঃসি ২।১।২০৯)—অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধত্বে স্যু'রিত্যনেন তথৈব প্রতিপাদিতম্। তস্মাদ্ ভাবস্য সাধ্য-ভক্তেরন্তর্ভাবো ন সম্ভবতি। তথৈব সাধনভক্তেরর্ন্তভাবস্তু সুতরামেব নাস্তি, যতোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপ-বিশেষণেন ভাবস্য সাধনভক্তিত্বং পরাস্তম্, ভাবস্য ভাবসাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভক্তেস্ত্রিবিধত্বম্ ইতি বিবেচনীয়ম্।।২।।

বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তি ইতি। অনন্তর এই স্থলে সাধন ও সাধ্যরূপ

দ্বিবিধভেদ হউক, ভাবেরও সাধ্যভক্তির অন্তর্ভাব হউক, ভেদত্রয় করিবার প্রয়োজন কি? ইহা যদি বলা হয়—তাহা নহে, যেহেতু অগ্রে বলা হইবে "উৎপন্ন রতিযুক্ত সম্যাগ্ অনির্বিঘ্নপ্রাপ্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।" (ভঃ রঃ সি ২।১।২৭৬)। ইহা সাধক ভক্ত লক্ষণের মধ্যে রতির নামান্তর ভাবের আবির্ভাবেও 'সম্যগ্ অনির্বিঘ্নপ্রাপ্ত' এই বিশেষণ দ্বারা প্রবলতর কোন মহদপরাধের কোন ভাগ অবশিষ্ট আছে ইহা পাওয়া যায়। এই প্রকার ক্লেশজনক অপরাধের লেশেও সাধ্যভক্তির আবির্ভাব সম্ভব নয়। অতএব সে স্থলে উক্ত সাধ্যভক্তি-বিশিষ্ট সিদ্ধভক্ত-লক্ষণের মধ্যে 'অবিজ্ঞাত অখিলক্লেশ ও সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রিত ক্রিয়াবানেরই সিদ্ধত্ব হইবে'—(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২০০)। ইহার দ্বারা সেই প্রকারেই প্রতিপাদিত। সেই হেতু ভাবের সাধ্যভক্তির অন্তর্ভাব সম্ভব নহে। সেই প্রকারেই সাধনভক্তির অন্তর্ভাবও সুতরাং নাই-ই, যেহেতু এই প্রকরণেই সাধনভক্তির লক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপ বিশেষণ-দ্বারা ভাবের সাধনভক্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কারণ ভাবের ভাবসাধনত্ব বলা যায় না। সেইহেতু সুষ্ঠু বলা হইয়াছে ভক্তি ত্রিবিধ, ইহাই বিবেচনীয়।।২।।

অনুবিন্দু—উত্তমাভক্তির লক্ষণ বর্ণন করিয়া, উহা যে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে তিন প্রকার, তাহাই বলিতেছেন। এস্থলে কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তির দুই প্রকার ভেদ না করিয়া, তিন প্রকার ভেদের প্রয়োজন কি? 'ভাবভক্তি' তো 'সাধ্যভক্তি'র অন্তর্ভুক্ত করিলেই চলে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—না, একথা বলা চলে না। কারণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাওয়া যায়,—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতা।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ"।।

২।১।২৭৬

অর্থাৎ যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক 'রতি' উৎপন্ন হইলেও সম্যক্ বিঘ্ন নিবৃত্ত হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারা সাধক বলিয়া কথিত। সুতরাং সাধক ভক্তের সংজ্ঞার মধ্যে সম্যক্ভাবে অপ্রাপ্তনির্বিঘ্ন

শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবগৃহে অবততার। ভক্তীনাং ভগবচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ।"

এই টীকার বঙ্গানুবাদে পাই,—

কৃতি ইত্যাদি—সেই সামান্যাকারে লক্ষিত উত্তমাভক্তি। তাহা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-দ্বারা সাধিত হইলে সাধনভক্তি নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ইন্দ্রিয়ব্যাপারটী ভক্তির অন্তর্ভূত। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন পূর্ব্ব যাগক্রিয়া যাগের মধ্যে গণনীয়। সেই প্রকার এখানেও জানিবে। সেইজন্য 'ভক্তিভিন্ন পদার্থ ভক্তির জনক হয় না।' এই সিদ্ধান্তের কোনও অসঙ্গতি নাই। এস্থলে ভাবভক্তির অনুভাবরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে কেহ সাধন বলিয়া প্রয়োগ করেন নাই। তাহাই বারণের জন্য বলিতেছেন 'সাধ্যভাবা'—এই কথা। তাহার তাৎপর্য্য যাহা-দ্বারা ভাব সাধিত হয়, সেই ভাব-জনক ভক্তি, তাহাদ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরুষার্থের সাধিকা-ভক্তি পরাকৃত হইল। যেহেতু উত্তমা-ভক্তির প্রসঙ্গই আরম্ভ হইয়াছে। ভাব প্রভৃতিকে সাধ্য বলিলে উহা কৃত্রিম অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্নতা হেতু তাহার পরম পুরুষার্থত্ব অভাব আসিয়া পড়ে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিলেন 'নিত্যা' এই বিশেষণ পদ। এখানে ভাব কথাটী উপলক্ষণ, এজন্য শ্রবণ-কীর্ত্তননাদিকেও ধরিতে হইবে। সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিও বক্তার জিহ্বাদিতে প্রকটতামাত্র। যেমন নিত্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেহেতু ভক্তি সমূহ ভগবানের শক্তিবৃত্তিবিশেষ-স্বরূপ ইহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে।

এই শ্লোকের অর্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন,— "সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎ-সূর্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধভাবই হৃদয়ে প্রকটন যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাব-রূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধনভক্তি'।।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

“শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার ‘স্বরূপ’-লক্ষণ।
‘তটস্থ লক্ষণে উপজয় প্রেমধন।।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।
এই ত’ সাধনভক্তি দুই ত’ প্রকার।
এক ‘বৈধীভক্তি’, ‘রাগানুগা ভক্তি’ আর।।

মধ্য ২২।১০৩—১০৫

সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে ‘ভাবভক্তি’ প্রকাশ পায়। যেমন বলা হইয়াছে যে,—“নিত্য সিদ্ধস্যভাবস্য প্রাকট্যম্ হৃদিসাধ্যতা” এবং ‘শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়’ অর্থাৎ শ্রবণাদিরূপ ‘সাধনভক্তি’ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের চিত্তশুদ্ধ হইলে ঐ ‘ভাব’ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে স্বয়ং প্রাকট্য লাভ করে। নিত্যসিদ্ধভাবের এই আবির্ভাবকেই ‘সাধ্যতা’ বলে। নতুবা বলা হইয়াছে,—নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়’। প্রেমের অস্ফুটাবস্থায়ই ‘ভাবভক্তি’। অর্থাৎ এই ‘ভাবই’ কৃষ্ণপ্রেমের তরলাবস্থা বা অঙ্কুরাবস্থা। ভাবের গাঢ় বা পক্কাবস্থার নামই ‘প্রেম’। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—“কৃষ্ণেরতি গাঢ় হইলে, প্রেম অভিধান”। ম ২৩।৪। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ভাবের সংজ্ঞায় পাওয়া যায়,—

“শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।” ১।৩।১

অর্থাৎ প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশ, শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষস্বরূপ, রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ বা আর্দ্র করে, তাহাকেই ‘ভাব বলে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন—

“প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম। প্রেমকে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তি-সামান্যলক্ষণে কৃষ্ণানুশীলনকার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই

অবস্থাকে 'ভাব' বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়। এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি বিষয়াস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, রতি চিত্তত্ত্ববিশেষ জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয়। বদ্ধজীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিদ্বিভাগ-গত ভাবের জড়সম্বন্ধীয় বিকৃতিমাত্র। জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয়, তখন ঐ রতি সম্বিদংশে ভগবৎসম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয়সকলের আস্বাদনহেতু হয়। তৎকালেই হ্লাদিনী-অংশে স্বয়ং আহ্লাদ প্রদান করে। রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজস্বরূপ। রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আসিয়া সহায়তা করে, তখন ভাবযোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেমবৃক্ষকে প্রকট করে।"

আরও পাওয়া যায়,—

"রতি বা ভাব দুই প্রকার যথা ঃ—১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব, ২। প্রসাদজ ভাব।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, যথা ঃ—
১। বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ভাব, ২। রাগানুগসাধনাভিনিবেশজ ভাব। শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে। সেই রুচি সাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয়। ইহাই সাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাবপ্রাপ্তিই রাগানুগসাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ।

প্রসাদজভাব দুই প্রকার যথা ঃ—১। কৃষ্ণপ্রসাদজভাব, ২। ভক্তপ্রসাদজভাব।

কৃষ্ণপ্রসাদ তিন প্রকার—(১) বাচিক, (শ্র) আলোকদান ও (৩) হার্দ্দ। ভগবান্ যখন কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্যদ্বারা আনন্দবিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ হয়। ভগবান্ স্বীয় মূর্ত্তিদর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোকদান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব

উদয় করান, তাহাকে হার্দ্দপ্রসাদ বলে। নারদাদিভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে। সে সমুদয় ভক্তপ্রসাদজভাব। ভক্তদিগের একটি মহতী শক্তি উদিত হয়। তাঁহারা সেই শক্তিক্রমে কৃপাপূর্ব্বক অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও ব্যাধ নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিসঞ্চার সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভক্তদিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাত্র হউক, তাঁহারা তাঁহাকে কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ভাবভক্তগণ সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অনুকরণীয় শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বলদ্বারা বহির্মুখদিগের প্রাক্তন যোগ্যতাক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগানুরাগসাধনপর ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণদ্বারা বহির্মুখ লোকের প্রাক্তন অনুসারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন। এস্থলে আরও বিচার্য্য এই যে, জীবগণ সাধনক্রমে ভাবভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রায়িক। প্রসাদজভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ও বিধিসমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু।”

শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেমের সংজ্ঞা নিরুপণে লিখিয়াছেন,—

“সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।” ১।৪।১

অর্থাৎ যখন সেই ‘ভাব’ চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাই পণ্ডিতগণের দ্বারা ‘প্রেম’ বলিয়া কথিত হয়।

নারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

“অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।”

অর্থাৎ বিষ্ণুতে অনন্য মমতা, বিষ্ণু ব্যতীত আর মমতার পাত্র কেহই নাই; এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্ত

ভক্তি বা প্রেম বলিয়া বর্ণন করেন।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"ভাব বা রতি সান্দ্রতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ভগবানে অনন্য মমতা জন্মে। রতির বিলাসযোগ্যতা উদিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায়। রতিতে মমতা ছিল কিন্তু ঐ মমতা অনন্যভাব লাভ করে নাই। শুদ্ধারতি ভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, যাহাতে ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধরূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। রসোপযোগী যে রতি, তাহাই প্রেম। প্রথম যে রতির কথা বলা হইয়াছে, তা প্রেমাঙ্কুর। শুদ্ধরতি বটে কিন্তু তাহাতে রসোপযোগিতা হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্য-মমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই। প্রেমাবস্থা-প্রাপ্ত-রতিই স্থায়ী ভাব। স্থায়ীভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভমাত্র বুঝিতে হইবে। প্রেম দুই প্রকার, যথা ঃ—

১। ভাবোত্থ প্রেম; ২। প্রসাদোত্থ প্রেম।

যেস্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গসকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ-পদে আরূঢ় হন, তখন তাহা ভাবোত্থপ্রেম বলিয়া অভিহিত হয়। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীহরির স্বরূপপ্রসঙ্গক্রমে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাকে প্রাসাদোত্থ প্রেম বলে। ভাবোত্থ প্রেম দুই প্রকার, যথা ঃ—

১। বৈধভাবোত্থ প্রেম; ২। রাগানুগভাবোত্থ প্রেম।

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার। কেবল ভগবৎসঙ্গবলেই সেই প্রসাদ জন্মে। প্রেমপ্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্য্যন্তই উদিত হয়; পরে কৃষ্ণসঙ্গ ক্রমে বা ভাবঙ্গ-অনুসেবন-দ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়।

প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ, যথা ঃ—

১। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম; ২। কেবল প্রেম।

বিধিমার্গানুসারে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিমজ্ঞানযুক্ত। তাহাকে

কেহ কেহ স্নেহভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই প্রেমদ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যলাভাদি সিদ্ধ হয়। মুক্ত হইয়াও জীব সেই সেই ভাবে ভগবৎসেবা করেন।

রাগাশ্রিত সাধনক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে। 'প্রায়'-শব্দার্থ এই যে যদি রাগানুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম 'কেবল' হয় না। রাগানুগ সাধনভক্তিতে কেবল অভ্যাসবশতঃই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ (যদি) তাহাতে আসক্তি বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধিকালে কেবলপ্রেম উদিত হয়।

প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়। জীব সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র বা ক্ষণিক তত্ত্ব-বিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়-সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। বিধি, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়"।।২।।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।৩।।

অনুবাদ—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, অনন্তর ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি, তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও পরিশেষে প্রেম উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমের প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।।৩।।

বিশ্বনাথ—অত্র বহুম্বপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথমং সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গঃ ভজনরীতি-শিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্।

আসক্তিস্তু স্বারসিকী। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—এস্থলে বহুবিধ ক্রম থাকিলেও, তন্মধ্যে যেটী প্রায়িক-ক্রম তাহা বলিতেছেন—'আদৌ ইতি' দুইটী শ্লোকের দ্বারা। আদৌ অর্থে প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শ্রদ্ধার পর দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ ভজনরীতি শিক্ষার জন্য। তারপর নিষ্ঠা—ভজনে অবিক্ষিপ্তভাবে নৈরন্তর্য্য। রুচি অর্থে অভিলাষ ইহা কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা। আসক্তি কিন্তু স্বারসিকী। এতদ্বারা নিষ্ঠা আসক্তির ভেদ্ জানিতে হইবে।।৩।।

অনুবিন্দু—বর্ত্তমান শ্লোকে 'প্রেম'-লাভের ক্রম বর্ণন করিতেছেন,—প্রথমে শ্রদ্ধা; শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ইহা আবার জীবের জন্ম-জন্মার্জিত অশেষ ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তরূপে সাধুসঙ্গ হইতেই হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে পাওয়া যায়,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ"।। মধ্য ২২।৮০।।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ"।।।। মধ্য ১৯।১৫১।।

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।।" মধ্য ২২।৪৩।।

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু-সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়"।। মধ্য ২২।৪৫।।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অর্ন্তযামী-রূপে শিখায় আপনে"।। মধ্য ২২।৪৭।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্মে লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্রে শুভকর্ম্মকে 'সুকৃতি' বলেন। সেই শুভকর্ম্ম দুই প্রকার—

ভক্তিপ্রবর্ত্তক ও অবান্তরফল-প্রবর্ত্তক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সাংখ্যাদি জ্ঞান—এ সমস্তই অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতি। সাধু-সন্নিকর্ষ ও ভক্তিজনক দেশ, কাল ও দ্রব্যসংস্পর্শই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্ হইয়া কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন করে অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতি সকল সেই সেই ফল দিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে যত প্রকার দানাদি শুভকর্ম্ম হইতেছে, তাহারা ভুক্তিফল দান করে ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুকৃতি 'মুক্তিফল' দান করে; তাহারা 'ভক্তিফল' দান করিতে সমর্থ নয়। সাধু-ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরপৌর্ণমাস্যাদি সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীর্থাদি সাধুবস্তুর দর্শন ও স্পর্শরূপ ক্রিয়া-সকল ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"।। মধ্য ২২।৬২।।

আরও পাওয়া যায়,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী"।মধ্য ২২।৬৪।।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়"।। মধ্য ২২।৪৯।।

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়"।। ম ২২।৫১।।

সাধুসঙ্গের ফলে কৃষ্ণ-ভজনে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে, তিনি ভক্তিতে অধিকারী হইয়া সদ্-গুরুপদাশ্রয়ে ভজন করিতে আরম্ভ করেন ও ভজনের ফলে ক্রমশঃ প্রেম লাভ করেন। মহৎ-কৃপা বিনা ভজন হয় না। অনেকে মনে করেন যে গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া ভজন করিলে ক্ষতি কি? আবার কেহ কেহ নিজ নিজ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া সদ্-গুরুপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, যখন আমাদের বংশে কোনও কালে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের বংশে

যাহারাই জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহারাই মহাপুরুষ (?) সুতরাং আমাদের বংশের যে কোন একজনের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। যদি এইরূপ সম্ভব হইত তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভু বলিতেন না যে,

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়"।। চৈঃ চঃ মধ্য ১২৭।।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্"।।১১।৩।২১।।

শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবায়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"।। ৪।৩৪।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

'শিষ্য অনন্যকৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন; পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণান্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার' উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি—"কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমার বর্জ্জনীয়; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র-ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই ভাল'—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনি অনন্য ভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্গুরু পান, তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন (মুঃ ১।২।১২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।" (ছাঃ ৬।১৪।২) (১) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরু-লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। মূল কথা এই

যে, শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট, ভক্তিতত্ত্ব-অবগত, সাধুচরিত্র, সরল, নির্লোভ, মায়াবাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু: এবম্ভূতগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বসমাজমান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্যবর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণাশ্রমবিচার পৃথক রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ-মধ্যে সেরূপ পাইলে আর্য্যবংশজাত বর্ণাভিমানীর সংসারে কিছু সুবিধা হয়, এইমাত্র বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরুশিষ্য পরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুই প্রকার,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।”

অনেকে আবার সদ্-গুরু গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসী কিংবা বৈষ্ণব-নামধারী প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই মনে করেন যে, তাঁহারা সদ্-গুরু লাভ করিয়াছেন। এখন নিজ চেষ্টায় ভজন করিলেই ভক্ত হইবেন। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ প্রেম লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত সাধুর নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস ও হরিভজনে আগ্রহ জন্মিলে, শুদ্ধভক্তকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই দীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভজন আরম্ভ করিতে হয়। ইহাই প্রেমলাভের ক্রম জানিতে হইবে। অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা বিশেষ সুকৃতি সাপেক্ষ। তারপর আবার ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্ত হইলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি ভূমিকায় আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ বিমল ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মে পাওয়া যায়,—

“সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোনটী না কোনটীর

কার্য্য নরজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়; যথা—ঘটনাক্রমে একাদশ্যাদি-দিবসে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন-নির্গত হরিনামাদির কথা বা গীত-শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কার্য্যে যাহাদের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়; সেই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বহু জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া অনন্য ভক্তিতে 'শ্রদ্ধা' উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইতে 'শুদ্ধভক্তসাধুর সঙ্গ' করিবার স্পৃহা জন্মে; ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে 'সাধন ও ভজন' ক্রমে ক্রমে হয়; ভজন করিতে করিতে 'অনর্থ-সকল দূর' হয়; অনর্থ দূর হইলে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নির্ম্মল হইয়া 'নিষ্ঠা'-রূপে পরিণত হয়; নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নির্ম্মল হইয়া 'রুচি' হইয়া পড়ে; রুচি ভক্তির সৌন্দর্য্যে বদ্ধ হইয়া 'আসক্তি'-রূপে পরিণত হয়; আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে 'ভাব বা রতি' হয়; রতি সামগ্রীযোগে 'রস' হয়—ইহাই 'প্রেমোৎপত্তির' ক্রম। মূল কথা এই যে, শুদ্ধসাধু-দর্শনে সুকৃত-পুরুষের সাধু-অনুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্গ পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল, দ্রব্য ও পাত্র—এই সকলের সন্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ; প্রথম সাধুসঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ গীতার (১৮।৬৬) চরম-শ্লোকে দেখিবে—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।'

অর্থাৎ স্মার্ত্তধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধর্ম্মসকল 'সর্ব্ব-ধর্ম্ম'—শব্দে উক্ত হইয়াছে; সেই সকল ধর্ম্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্ম্মত্যাগের কথার উল্লেখ। সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি, ইহা জানিয়া অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদি চিন্তা-রহিত হইয়া

আমার শরণাগত হওয়াই প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব-সাধুর অনুগমনে রত হয়; এইবার যে সাধুর আশ্রয় করেন, তিনিই গুরু।"

সদ্-গুরুপদাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে কিনা ইহাও প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়। দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ ভেদে চারি প্রকার অনর্থ আছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ প্রকার অনর্থই দুষ্কৃতি হইতে জন্মে। নানাবিধ ভোগের অভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলে। ভক্তিফলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তিকে ভক্ত্যুত্থ অনর্থ বলে। এবং অপরাধ হইতেও বহু অনর্থ উৎপন্ন হয়। ভজনের ফলে এই সকল অনর্থ দূরীভূত হইলেই জীব আত্মমঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"অনর্থ চারিপ্রকার—১। স্ব-স্বরূপের 'অপ্রাপ্তি', ২। 'অসত্তৃষ্ণা', ৩। 'অপরাধ', ৪। 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য'। 'আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ; জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসদ্-বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। অপরাধ দশবিধ, তাহা পরে বলিব। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারিপ্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলন-দ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, বৈরাগ্যাদি-সাধন-চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়; তাহাতে পতনের অনেক আশঙ্কা আছে এবং তদ্দারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্বেগশূন্য উপায়। অনর্থগুলি যত যায়, মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।

তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'।।
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে-প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম।।" (মধ্য ২৩।৯-১৩)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই—

"সাধনভক্তি—প্রথমে সাধকের শ্রদ্ধা, তৎফলে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয়, তৎসঙ্গেসঙ্গে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে সাতত্য, তৎফলে রুচি বা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা ইচ্ছা, তৎফলে আসক্তি বা স্বারসিকী রুচি। সাধনভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে 'সাধ্য' রতির উদয় হয়, তাহাই 'ভাব'-নামে কথিত।

ভাব-ভক্তি—প্রেমসূর্য্যকিরণসদৃশী এবং রুচির দ্বারা চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদিকা। প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাকেই 'ভাবভক্তি' বলে। প্রেমের পূর্ব্বেই 'ভাব'-সংজ্ঞা, উহাই পরে উৎকৃষ্ট পক্ক বা পরিণত হইলে 'প্রেমভক্তি' সংজ্ঞায় অভিহিত, তজ্জন্য 'প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্'-শব্দে 'ভাব' ও 'প্রেম' ভক্তির তারতম্য লিখিয়াছেন। জাতরতি ভক্ত উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তি লাভ করেন। রতি গাঢ় হইলে তাঁহাকে 'প্রেম' বলে। এই প্রেমই ভক্তির ফল, প্রয়োজন এবং পরমানন্দময়"।।৩।।

অথ ভজনস্য চতুঃষষ্টিরঙ্গানি যথা—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ; শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষাদি, শ্রীগুরুসেবা, সাধুমার্গানুসারঃ; ভজনরীতিপ্রশ্নঃ, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে ভোগাদিত্যাগঃ, তীর্থবাস, তীর্থমাহাত্ম্যশ্রবণং চ, স্বভক্তিনির্ব্বাহানুরূপভোজনাদি-স্বীকারঃ, একাদশীব্রতম্, অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসম্মানম্,—

পূর্ব্বদশগ্রহণম্।

পরদশ-ত্যাগঃ;—অসাধুসঙ্গ-ত্যাগঃ; বহুশিষ্য-করণ-ত্যাগঃ; বহ্বারম্ভ-ত্যাগঃ; বহুশাস্ত্রব্যাখ্যা-বিবাদাদি-ত্যাগঃ; ব্যবহারে কার্পণ্য-ত্যাগঃ; শোক-ক্রোধাদি-ত্যাগঃ; দেবতান্তর-নিন্দাত্যাগঃ; প্রাণিমাত্রে-উদ্বেগ-ত্যাগ; সেবাপরাধ-নামাপরাধ-ত্যাগঃ; গুরু-কৃষ্ণভক্ত-নিন্দা-সহন-ত্যাগঃ।

বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণম্; হরিনামাক্ষর-ধারণম্, নির্ম্মাল্য-ধারণম্, নৃত্যম্, দণ্ডবৎপ্রণামঃ, অভ্যুত্থানম্; অনুব্রজ্যা; শ্রীমূর্ত্তিস্থানেগমনম্; পরিক্রমা; পূজা; পরিচর্য্যা, গীতম্, সঙ্কীর্ত্তনম্, জপঃ; স্তবপাঠঃ; মহাপ্রসাদসেবা; বিজ্ঞপ্তিঃ; চরণামৃতপানম্; ধূপমাল্যাদি-সৌরভ-গ্রহণম্; শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনম্; শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শনম্; আরাত্রিক-দর্শনম্; শ্রবণম, তৎকৃপাপেক্ষণম্; স্মরণম্; ধ্যানম্; দাস্যম্; সখ্যম্; আত্মনিবেদনম্; নিজপ্রিয়বস্তুসমর্পণম্; কৃষ্ণার্থে সমস্তকর্ম্মকরণম্; সর্ব্বথা শরণাপত্তিঃ; তুলসীসেবা; বৈষ্ণবশাস্ত্র-সেবা; মথুরা-মণ্ডলেবাসঃ; বৈষ্ণব-সেবা; যথা-শক্তি-দোলাদি-মহোৎসব-করণম্; কার্ত্তিকব্রতম্; সর্ব্বদা হরিনাম-গ্রহণং; জন্মাষ্টমীযাত্রাদিকঞ্চ এবম্ ঊনষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গানি; অথ তত্র পঞ্চ অঙ্গানি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠানি যথা—শ্রীমূর্ত্তিসেবাকৌশলম্; রসিকৈঃ সহ শ্রীভাগবতার্থস্বাদঃ; সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধমহত্তরসাধু-সঙ্গঃ; নাম-সঙ্কীর্ত্তনম্; শ্রীবৃন্দাবন-বাসঃ।—এবং মিলিত্বা চতুঃষষ্ট্যঙ্গানি।।৪।।

অনুবাদ—অনন্তর ভজনের চতুঃষষ্টি অঙ্গ যথা ঃ—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়; (২) শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক দীক্ষা ও শিক্ষাদি; (৩) শ্রীগুরুসেবা (৪) সাধুগণের আচরিত মার্গের অনুসরণ; (৫) ভজন-রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন (৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভোগাদি-ত্যাগ; (৭) শ্রীহরিতীর্থে বাস; ও তীর্থ-মহাত্ম্য-শ্রবণ; (৮) নিজভক্তি-নির্ব্বাহের অনুরূপ ভোজনাদি স্বীকার (৯) একাদশীর ব্রত-পালন; (১০) অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী, গো-ব্রাহ্মণ ও

বৈষ্ণবদিগের সম্মাননা— এই দশটী গ্রহনীয় এবং পরবর্ত্তী দশটী পরিত্যজ্য। (১১) অসাধুসঙ্গ ত্যাগ; (১২) বহুশিষ্যকরণ পরিত্যাগ; (১৩) বহু আড়ম্বর ত্যাগ; ১৪) বহু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি পরিত্যাগ; (১৫) ব্যবহার বিষয়ে কার্পণ্য ত্যাগ; (১৬) শোক ও ক্রোধাদি ত্যাগ; (১৭) দেবতান্তরের নিন্দা না করা; (১৮) প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া; (১৯) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পরিত্যাগ; (২০) গুরু ও কৃষ্ণ-ভক্তের নিন্দা সহ্য না করা। (২১) বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করা; (২২) শ্রীহরির নামাক্ষর ধারণ; (২৩) নির্ম্মাল্য ধারণ; (২৪) নৃত্য; (২৫) দণ্ডবৎ প্রণাম; (২৬) অভ্যুত্থান; (২৭) অনুগমন; (২৮) শ্রীমূর্ত্তির স্থানে গমন করা; (২৯) পরিক্রমা (৩০) পূজা; (৩১) পরিচর্য্যা; (৩২) গীত; (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন; (৩৪) জপ (৩৫) স্তবপাঠ; (৩৬) মহাপ্রাসাদ-সেবা; (৩৭) বিজ্ঞপ্তি; (৩৮) চরণামৃত পান; (৩৯) ধুপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ; (৪০) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন; (৪১) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন; (৪২) আরাত্রিক দর্শন; (৪৩) শ্রীহরিকথা শ্রবণ; (৪৪) শ্রীহরির কৃপা অপেক্ষাকরণ; (৪৫) স্মরণ; (৪৬) ধ্যান; (৪৭) দাস্য; (৪৮) সখ্য; (৪৯) আত্মনিবেদন; (৫০) নিজ প্রিয়বস্তুর সমর্পণ; (৫১) শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্মকরণ; (৫২) সর্ব্বপ্রকারে শরণাগতি; (৫৩) শ্রীতুলসীর সেবা; (৫৪) বৈষ্ণব শাস্ত্রের সেবা; (৫৫) মথুরামণ্ডলে বাস; (৫৬) বৈষ্ণব সেবা; (৫৭) যথাশক্তি দোলাদি মহোৎসব করা; (৫৮) কার্ত্তিক ব্রত পালন; (৫৯) সর্ব্বদা শ্রীহরিনামগ্রহণ এবং শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব করা— এইরূপে ঊনষট্টি প্রকার ভক্তির অঙ্গ কথিত হইল। তারপর পাঁচটী অঙ্গ কথিত হইতেছে—তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৬০) শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিপুণতালাভ, (৬১) রসিক ভক্তগণের সহিত শ্রীভাগবতার্থ আস্বাদন; (৬২) স্বজাতীয় আশয়-যুক্ত-স্নিগ্ধ নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ; (৬৩) শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন; (৬৪) শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস—এইরূপে সকল মিলিয়া চৌষট্টি প্রকার ভক্তির অঙ্গ বর্ণিত হইল।।৪।।

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাদীতি— দীক্ষাপূর্ব্বকশিক্ষণমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্যেতি—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে র্যো হেতুঃ কৃষ্ণস্যপ্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ। আদিগ্রহণাৎ লোক-বিত্ত-পুত্রা গৃহ্যন্তে।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাদি—দীক্ষাপূর্ব্বক শিক্ষা এই অর্থ। কৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে হেতু কৃষ্ণপ্রসাদ তজ্জন্য। আদি শব্দগ্রহণে লোক, বিত্ত, পুত্রাদি গৃহীত হইবে।।৪।।

অনুবিন্দু—অসংখ্য বৈধী-ভক্তির মধ্যে এস্থলে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার।।
গুরুপাদাশ্রয়,দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন।।
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস।।
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন।।
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব।।
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।।
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।।
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি।।
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধুপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন।।
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয় সেবন।।

তদীয়— তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব।।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।।
'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ সাধন।।"

মধ্য ২২।১১১—১২৬ ও ১৩০—১৩১।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে পাই,—

"এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী, আর সমস্ত তাহার অনুসঙ্গ। প্রথম দশটী অঙ্গ প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তাহার পর দশটী ভক্তিপ্রতিকূল-নিষেধ ও অনুকূল গ্রহণ। তন্মধ্যে ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র ইত্যাদির কার্য্যগুলি সমাজনিষ্ঠ কর্ত্তব্যবিশেষ। তাহারাও ভক্তির প্রথমে অনুকূল হয়। যত সাধন পরিপক্ক হয়, ততই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষ পাঁচটী অঙ্গমাত্র বিশেষপালনীয় হইতে থাকে।

সাধনপর্ব্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য—ইহারা তিনজনেই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা-ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।

প্রভু বলিয়াছেন যে,—

'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।।"

একাঙ্গ সাধকদিগের মধ্যে প্রভু— পরীক্ষিৎ (শ্রবণ), শুক (কীর্ত্তন), প্রহ্লাদ (স্মরণ), লক্ষ্মী (পাদসেবন), পৃথু (অর্চ্চন), অক্রূর (বন্দন), হনুমান্ (দাস্য), অর্জ্জুন (সখ্য), বলি (আত্মনিবেদন) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছেন। বহু-অঙ্গসাধনে অম্বরীষ রাজার উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।"

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"এই সকল ভক্ত্যঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা কেবল বহির্ম্মুখজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য—কৃষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তিবিজ্ঞদিগের সকল কার্য্যের ভক্ত্যঙ্গত্বই সম্মত, কর্ম্মাঙ্গত্ব পরিত্যাজ্য। জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা কাহারও ভক্তিমন্দির প্রবেশের ঈষদুপযোগিতা হয়;তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত নয়; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে, কিন্তু ভক্তি সুকুমার-স্বভাবা। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত; জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির হেতু হইতে পারে না, জ্ঞান, বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তিদ্বারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে,অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়রাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য— সকল বিষয়ই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য, হরিসম্বন্ধি-বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মুক্তি লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফল্গু-বৈরাগ্য;অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত। ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে; বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যাধিকারীর বিশেষণ, অতএব তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয়; যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রভৃতি কৃষ্ণোন্মুখী পুরুষের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয়। অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপ ও শমাদি যে গুণসকল, তাহা কৃষ্ণভক্তে স্বয়ং আশ্রয়

করে, যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের মুখ্য একাঙ্গ-সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়"।।৪।।

অথ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধা বর্জ্জনীয়াঃ, যথাগমে—"যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ। উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্বন্দনাদিকম্। একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্।।

পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যাঙ্কবন্ধনম্। শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।। উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প-রোদনাদি তদগ্রতঃ। নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নিষ্ঠুরক্রূরভাষণম্।। কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ। অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্।। শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্। তত্তৎকালোদ্ভাবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্।। বিনিযুক্তাবশিষ্ট্যস্য ব্যঞ্জনাদেঃ সমর্পণম্। পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবন্দনম্।। গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা। অপরাধাস্তথা বিষেণার্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।" বারাহে চ যে অপরাধা প্রোক্তা স্তেঽপি সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে যথা—"রাজান্নভক্ষণম্; ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ; বিধিং বিনা হর্য্যুপসর্পণম্; বাদ্যং বিনা তদ্দ্বারোদ্ঘাটনম্; কুক্কুরাদি-দুষ্টভক্ষ্যসংগ্রহঃ; অর্চ্চনে মৌনভঙ্গঃ; পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় গমনম্; গন্ধমাল্যাদিকমদত্বা ধূপনম্; অনর্হ পুষ্পেণ পূজনম্; অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা। স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ। রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্ পরিধায়, মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্। ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্। ভুক্ত্বা কুসুম্ভং পিণ্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ। হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্।।"

তথা তত্রৈবান্যত্র—"ভগবচ্ছাস্ত্রানাদরপূর্ব্বকমন্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনম্; শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে তাম্বুলচর্ব্বণম্; এরণ্ডাদিপত্রস্থ-পুষ্পৈরর্চ্চনম্; আসুরকালে পূজা; পীঠে ভূমৌ বা উপবিশ্য পূজনম্; স্নপনকালে বামহস্তেন তৎস্পর্শঃ; পর্য্যুষিতৈর্যাচিতৈর্বা পুষ্পৈরর্চ্চনম্; পূজায়াং নিষ্ঠীবনম্; তস্যাং স্বগর্ব্বপ্রতিপাদনম্; তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধৃতিঃ; অপ্রক্ষালিত-পাদত্বেঽপি তন্মন্দিরপ্রবেশঃ; অবৈষ্ণবপক্কনিবেদনম্; অবৈষ্ণবদৃষ্টেন পূজনম্; বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং দৃষ্ট্বা বা পূজনম্; নখাম্ভঃস্নপনম্; ঘর্ম্মাম্বুলিপ্তত্বেঽপি পূজনম্; নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্; ভগবচ্ছপথাদয়োঽন্যে চ জ্ঞেয়াঃ"।।৫।।

অনুবাদ—অনন্তর বর্জ্জনীয় সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ (বত্রিশ) প্রকার। আগম শাস্ত্রে সে বিষয় কথিত হইয়াছে।

(১) কোন যান অর্থাৎ শিবিকাদিতে আরোহন পূর্ব্বক শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন; (২) পাদুকা লইয়া শ্রীভগবৎ গৃহে গমন; (৩) শ্রীভগবানের জন্মযাত্রাদি উৎসবে অনাদর বা অনুষ্ঠান না করা; (৪) শ্রীভগবানের অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণাম না করা; (৫) উচ্ছিষ্ট গাত্রে শ্রীভগবানের বন্দনাদি (৬) অশুচি-অবস্থায় শ্রীভগবৎ-বন্দনাদি; (৭) একহস্তে প্রণাম করা; (৮) শ্রীভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ প্রদক্ষিণের নিয়মানুযায়ী সম্মুখে আসিয়া পৃষ্ঠদেশে পরিবর্ত্তন না করিয়া, তাঁহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; (৯) শ্রীভগবানের সম্মুখে পাদপ্রসারণ; (১০) তদগ্রে পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ হস্তদ্বারা কটিদেশ বা দুই জানু বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন; (১১) শ্রীভগবানের সম্মুখে শয়ন করা; (১২) তদগ্রে ভোজন করা; (১৩) তদগ্রে মিথ্যাকথা বলা (১৪) তদগ্রে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা; (১৫) তদগ্রে পরস্পর প্রজল্প করা (১৬) তদগ্রে রোদনাদি করা; (১৭) তৎ সম্মুখে কাহাকেও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা; (১৮) তৎ সম্মুখে কাহাকেও নিষ্ঠুর বা ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করা; (১৯) তদগ্রে কম্বল দ্বারা গাত্র আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করা; (২০) তদগ্রে পরনিন্দা করা; (২১) তদগ্রে অপরের স্তব করা; (২২) তাঁহার সম্মুখে অশ্লীলবাক্য বলা; (২৩) তদগ্রে অধঃবায়ু পরিত্যাগ করা; (২৪)

সামর্থ্য থাকিলেও গৌণ বা অল্প উপচারে পূজা করা; (২৫) অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করা; (২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে তাহা শ্রীভগবানে সমর্পণ না করা; (২৭) ব্যঞ্জনাদির অগ্রভাগ ভোজন পূর্ব্বক বা কাহাকেও ভোজন করাইয়া তদবশিষ্ট শ্রীভগবানকে সমর্পণ করা; (২৮) শ্রীভগবানকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন করা; (২৯) শ্রীভগবানের সম্মুখে অন্যব্যক্তিকে অভিবাদন করা; (৩০) শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে স্তবাদি না করিয়া অথবা তিনি কোন প্রশ্ন করিলেও মৌনাবলম্বন করা; (৩১) নিজের প্রশংসা করা (৩২) দেবতার নিন্দা করা—এই প্রকারের বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইল।

বরাহ পুরাণেও এতদ্ভিন্ন সেবাপরাধের কথা বর্ণিত আছে। তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা—(১) রাজান্ন ভক্ষণ করা; (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তিকে স্পর্শকরা; (৩) বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ সমীপে গমন করা; (৪) ঘন্টাদিরবাদ্যব্যতিরেকে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদঘাটন করা (৫) কুক্কুরাদিভুক্ত বা দৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা; (৬) অর্চ্চনকালে মৌন ভঙ্গ করা; (৭) পূজা-কালে মলমুত্রাদি ত্যাগার্থ বহির্গমন করা; (৮) গন্ধমাল্যাদি প্রদান না করিয়া ধূপ প্রদান; (৯) নিষিদ্ধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করা; (১০) (ক) দন্তধাবন না করিয়া, (খ) স্ত্রীসম্ভোগান্তে শুচি না হইয়া (গ) রজস্বলা স্ত্রী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া; (ঘ) রক্ত, নীল, অধৌত বস্ত্র বা অন্যের বস্ত্র অথবা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া; (ঙ) শব দর্শন করিয়া; (চ) অধঃবায়ু ত্যাগ করিয়া; (ছ) শ্মশানে গমন করিয়া; (জ) ভূক্ত দ্রব্য অপরিপাক অবস্থায়; (ঝ) কুসুম ফুল বা শাক ও তিলকল্ক বা হিং ভোজন করিয়া; (ঞ) তৈল মর্দ্দন করিয়া; শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ বা তদীয় সেবাকার্য্য করণ।

অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের কথা উল্লিখিত আছে যথা ঃ—(১) ভগবৎ শাস্ত্রকে অনাদর পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন; (২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ; (৩) এরণ্ডাদি পত্রস্থিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন; (৪) আসুর-কালে পূজা; (৫) কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবেশন করিয়া পূজা (৬) স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন; (৭) বাসী বা যাচিত

ফুলের দ্বারা অর্চ্চন; (৮) পূজাকালে নিষ্ঠীবন (থুথু) ত্যাগ; (৯) পূজার বিষয় বা পূজার সময় আত্মশ্লাঘা করা; (১০) তির্য্যক্ পুণ্ড্রধারণ; (১১) পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ; (১২) অবৈষ্ণব-পাচিত বস্তুর নিবেদন; (১৩) অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজা করা; (১৪) বিঘ্নবিনাশনের পূজা না করিয়া বা কাপালিকের দর্শন করিয়া পূজা করা; (১৫) নখস্পৃষ্ট জলের দ্বারা স্নান করান; (১৬) ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পূজা করা; (১৭) নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করা; (১৮) শ্রীভগবানের নাম লইয়া বা স্পর্শ করিয়া শপথাদি করা; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অপরাধের বিষয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়।।৫।।

বিশ্বনাথ—সেবানামাপরাধেতি— সেবানামাপরাধানামুদ্ভবঃসাধকস্য প্রায়ো ভবত্যেব; কিন্তু পশ্চাৎ যত্নেন তেষামভাবকারিতা।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—সেবানামাপরাধ—অর্থাৎ সেবা ও নামাপরাধ সমুহের উদ্ভব সাধকের প্রায় হয়ই; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যত্নের দ্বারা সেই সকলের অভাব করণ।।৫।।

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ।। নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।৬।।

অনুবাদ—সকল প্রকার অপরাধকারীও শ্রীহরির আশ্রয় হইতে অপরাধমুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীহরির নিকটেও অপরাধ করে, সে যদি কদাচিৎ শ্রীহরির নাম আশ্রয় করে, তাহা হইলে সেই নাম হইতে উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু সর্ব্বসুহৃদ্ শ্রীনামের চরণে অপরাধকারীর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।।৬।।

অথ নামাপরাধা দশ যথা—বৈষ্ণবনিন্দাদি-বৈষ্ণবাপরাধঃ; বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরবুদ্ধিঃ, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিঃ; বেদপুরাণাদিশাস্ত্রনিন্দা; নাম্নি অর্থবাদঃ; নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা; নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ; অন্যশুভকর্ম্মভির্নামসাম্যমননম্;

অশ্রদ্দধজনে নামোপদেশঃ, নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ;—ইতি দশধা ।।৭।।

অনুবাদ—অনন্তর নামাপরাধ দশবিধ যথা ঃ—

(১) বৈষ্ণব-নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ; (২) শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় শিবাদিকে পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধি (৩) শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি (৪) বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা; (৫) নামে অর্থবাদ; (৬) নামে কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা; (৭) নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি; (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যবুদ্ধি (৯) অশ্রদ্ধালুজনে নামোপদেশ; (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাতে অপ্রীতি।।৭।।

অনুবিন্দু—হরিভজন করিতে গেলে সাধকের সর্ব্বাগ্রে সেবাপরাধ ও নামাপরাধাদি-বিষয়ে সাবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল অপরাধ ভজনের অন্তরায় স্বরূপ জানিয়া, ইহা যত্নের সহিত পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, অধঃপতিত হইতে হয়।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করিতে গেলে, অর্চ্চনকারীকে সেবা-অপরাধ-বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেও এই সেবাপরাধ ও নাম-অপরাধাদি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের সেবাকালে যে সকল অপরাধ দৈবক্রমে অনাবধানবশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীহরি-সংশ্রয় অর্থাৎ শ্রীহরির শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। জীবের একমাত্র পরমসুহৃদ্ শ্রীনামের শরণাপন্ন হইলে, শ্রীনামই কৃপা করিয়া তাহাকে যাবতীয় সেবাপরাধ হইতে উদ্ধার করেন। শ্রীনাম শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষা অধিক কৃপালু। কিন্তু শ্রীনাম-আশ্রয় করিয়া যদি আবার নামাপরাধ-বিষয়ে সতর্ক না হওয়া যায়, তাহা হইলে নামাপরাধবশতঃই অধঃপতিত হইতে হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"তবে তার কভু হয় সেবা-অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ।।
সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণ নামের আশ্রয়।

নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয়।।
নামকৃপা হৈলে জীব সর্ব্বশুদ্ধি পায়।
কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধ সেবার আশ্রয়।।
কিন্তু যদি নাম অপরাধ তার হয়।
তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয়।।
সর্ব্বজীব-বন্ধু নাম, তাঁর অপরাধ।
কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্ত্যে হয় বাধ।।
নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি।
লভে জীব সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় হরি।।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থেও লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে যা'র ভজন-পূজন।
সেবা-অপরাধ তেঁহ করুন বর্জ্জন।।
বৈষ্ণব সর্ব্বদা নাম-সেবা-অপরাধ।
বর্জ্জিয়া, শ্রীকৃষ্ণসেবা করুন আস্বাদ।।
এই সব অপরাধ মধ্যে যাঁ'র যাহা।
সম্বন্ধে পড়িবে, তাঁ'র বর্জ্জনীয় তাহা।।
কিন্তু নাম অপরাধ সকল বৈষ্ণব।
সর্ব্বকাল ত্যজি' লভে ভক্তির বৈভব।।"

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার।।
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।।

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।।
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর।।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।।"

আদি ৮।২৪-৩২।।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না, গৌর-নিত্যানন্দের নাম-গ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালে নাম করিতে করিতে অপরাধ-মোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌর-নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্য-বস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু নিতাই গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্‌গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থ-মুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম, উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচার শ্রীগৌরনিত্যানন্দের

নাম গ্রহণের উপযোগীতা অধিকতর। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতজনগণের উপর; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদ-পদ্ম লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্য-ভজন বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাদ্বারা গৌর-ভজন হইল, মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়াকল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গকলেবরে নিযুক্ত হইলে মহাপরাধ ও তৎফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্য-চরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে 'অবতারী বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক-মনোধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে।"

দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌-ব্যাসরচিত শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং
যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং
পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্ন্যপরাধকৃৎ।।"

এই সকল অপরাধের মধ্যে গুর্ব্ববজ্ঞা বা বৈষ্ণব-অপরাধ ভীষণতম জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা।।
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম।।" মধ্য ১৯।১৫৬-১৫৭।।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'প্রেম-বিবর্ত্ত' গ্রন্থ হইতে একটী অমূল্য উপদেশ নিম্নে উদ্ধার পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছি,—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।।
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ।।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর।।
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম।।
কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার।।
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ।
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদনদৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।।
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধু গুরু আছে কেবা আন।।
বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।

গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে।।
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।।
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধা-কৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।।
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে।।
গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরা রায়।
দেখ ভাই নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়।।
বহু-অঙ্গ সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন।।
বদ্ধ জীবে কৃপা করি কৃষ্ণ হইল নাম।
কলি-জীবে দয়া করি কৃষ্ণ হইল গৌরধাম।।
একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।।
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
“হরে কৃষ্ণ’ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া।।
অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন”।।৫-৭।।

অথ বৈধীলক্ষণম্। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি শাস্ত্রশাসনভয়েন যদি ক্রিয়ন্তে তদা বৈধীভক্তিঃ।।৮।।

অনুবাদ—অনন্তর বৈধী (ভক্তির) লক্ষণ ঃ—শাস্ত্রশাসন ভয়ে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা বৈধী-ভক্তি ।।৮।।

বিশ্বনাথ—অথাত্র সাধনাদৌ প্রবৃত্তি-সামান্যে কুত্রচিৎ লোভস্য

কারণত্বং কুত্রচিৎ শাস্ত্র-শাসনস্য। তত্র চ যস্যাং ভক্তৌ লোভস্য কারণত্বং নাস্তি কিন্তু শাস্ত্র-শাসনস্যৈব সা বৈধীত্যাহ যত্রেতি। রাগোঽত্র শ্রীমূর্ত্তের্দর্শনাদ্ দশম-স্কন্ধীয়-তত্তল্লীলা শ্রবণাদ্ভজনে লোভস্তদনবাপ্তত্বাত্ত-দনধীনত্বাদ্ধেতোঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব যা প্রবৃত্তিরুপজায়তে সা ভক্তির্বৈধী উচ্যতে।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর এ-স্থলে সাধনাদিতে প্রবৃত্তি-সামান্যে কোথাও লোভই হেতু, কোথাও শাস্ত্র-শাসন। সেস্থলে যেখানে লোভরূপ কারণ নাই কিন্তু শাস্ত্র-শাসন জন্যই তাহা বৈধী। 'রাগ' এস্থলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-হেতু ও দশমস্কন্ধীয় সেই সেই লীলাশ্রবণ হইতে ভজনে লোভ। কেন না, তাহার অপ্রাপ্তি হেতু এবং তদনধীনত্ব হেতু শাস্ত্রের শাসনের দ্বারাই যে প্রবৃত্তি জন্মে সেই ভক্তি বৈধী বলিয়া কথিত হয়।।৮।।

অনুবিন্দু—বর্ত্তমানে বৈধীভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন,—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্তি-সাধন-প্রবৃত্তি যেস্থলে শাস্ত্রশাসনভয়ে উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু লোভ হইতে নহে, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাওয়া যায়,—

> "যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
> শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে।।' পূঃ২।৬।।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিত্য সিদ্ধ বস্তু। উহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। শুদ্ধা ভক্তি ব্যতিরেকে উহা সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তির যাজনে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, উহার উদয় সম্ভব। এই উদয় করাইবার জন্য কায়-মন-বাক্যে যে চেষ্টা করা যায় উহাকেই 'সাধন' বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "এই ত' সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার।
> এক 'বৈধীভক্তি', 'রাগানুগাভক্তি' আর।।
> রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
> 'বৈধী-ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়"।।

মধ্য ২২।১০৫-১০৬।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের উক্তিতেও পাই,—

"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"

অর্থাৎ যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবেশ করাই সাধনের তাৎপর্য্য। উহা অবশ্য অনুকূল অনুশীলনের দ্বারাই হইবে।

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ"।। পূঃ ২।৮।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "জৈবধর্ম্মে" লিখিয়াছেন,—"জীবের দুই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি অনুসারে যে প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি; শাস্ত্রশাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় 'বৈধীভক্তি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 'বিধি'; শাস্ত্র যাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম 'নিষেধ'। বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধর্ম্ম। ভগবান্ বিষ্ণুকে জীবনের সর্ব্বসময়ে স্মরণ করিবে—ইহাই মূল বিধি; জীবের জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি-ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত। ভগবান্‌কে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না,—ইহাই মূল নিষেধ। পাপ-নিষেধ ও বহির্ম্মুখতা-বর্জ্জন ও পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি ঐ নিষেধ-বিধির অনুগত; অতএব শাস্ত্রোক্ত সমস্তবিধি-নিষেধই ভগবৎস্মরণ-বিধি ও বিস্মরণ-নিষেধের চির কিঙ্কর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত বিধির মধ্যে ভগবৎস্মরণ-বিধিই নিত্য" ।।৮।।

অথ রাগানুগালক্ষণম্।—নিজাভিমতব্রজরাজনন্দনস্য সেবাপ্রাপ্তিলোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে তদা রাগানুগা ভক্তিঃ। যদুক্তম্—"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।। কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।৯।।

অনুবাদ—অনন্তর রাগানুগা (ভক্তির) লক্ষণ ঃ—নিজাভিমত ব্রজরাজ নন্দনের সেবা-প্রাপ্তি-লোভের বশীভূত হইয়া, যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ

অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা রাগানুগা ভক্তি নামে কথিত। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—সাধকরূপে এবং সিদ্ধরূপে ব্রজবাসী-লোকের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ মূলে সেবা করা কর্ত্তব্য। সাভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় প্রিয়তমজনের স্মরণমূলে তত্তৎ কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করা কর্ত্তব্য।।৯।।

বিশ্বনাথ—সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন, সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট তৎসেবোপযোগিদেহেন—তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যো ভাবো রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা ব্রজলোকাস্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদ্যাস্তদনুগতাঃ শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামি প্রভৃতয়শ্চ তেষামনুসারতঃ। তথা চ সিদ্ধরূপেণ মানসী সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনামনুসারেণ কর্ত্তব্যা। সাধকরূপেণ কায়িক্যাদি সেবা তু শ্রীরূপ-সনাতনাদি-ব্রজবাসিজনানামনুসারেণ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। এতেন ব্রজ-লোক-পদেন ব্রজস্থ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যা এব গ্রাহ্যাঃ। তাসামনুসারেণৈব সাধকদেহেন কায়িক্যাদি-সেবাপি কর্ত্তব্যা। এবং সতি তাভির্গুরুপাদাশ্রয়ণৈকাদশীব্রত-শালগ্রাম-তুলসী-সেবাদয়ো ন কৃতাঃ, তদনুগতৈরস্মাভিরপি ন কর্ত্তব্যা ইত্যাধুনিক-বিমতমপি নিরস্তম্। অতএব শ্রীজীব গোস্বামী-চরণৈরপ্যস্য গ্রন্থস্য টীকায়াং তথৈবোক্তম; তদ্ যথা—ব্রজলোকাস্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাঃ তদনুসারত ইতি।

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ—কৃষ্ণমিত্যাদিনা। প্রেষ্ঠং স্বপ্রিয়তমং কিশোরং নন্দনন্দনং স্মরন্ এবমস্য তাদৃশ-কৃষ্ণস্য-ভক্তজনম্। অথ চ স্বস্য সম্যগীহিতং স্বসমানবাসনমিতি যাবৎ। তথা চ তাদৃশং জনং স্মরন্ ব্রজে বাসং সদা কুর্য্যাৎ। সামর্থ্যে সতি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থান-বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—সাধকরূপে যথাবস্থিত দেহের দ্বারা, সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট তৎ-সেবোপযোগী সেই দেহের দ্বারা যাহা সেই ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব অর্থাৎ রতি বিশেষ তাহাতে লিপ্সু ব্রজলোক অর্থাৎ সেই সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন যেমন শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীরূপ-মঞ্জর্য্যাদি ও তদনুগত শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি

তাঁহাদের অনুসরণ পূৰ্ব্বক। সেই প্রকার সিদ্ধরূপে মানসিক সেবা শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরীদিগের অনুসারে কর্ত্তব্য। সাধকরূপে কায়িক্যাদি সেবা কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিজনগণের অনুসারে কর্ত্তব্য। এতদ্বারা 'ব্রজলোক' পদে ব্রজস্থ শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী আদিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের অনুসারেই সাধকদেহের দ্বারা কায়িক্যাদি সেবাও করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তাঁহাদের দ্বারা গুরুপদাশ্রয়, একাদশীব্রত, শালগ্রাম ও তুলসী সেবাদি কৃত হয় না। তাঁহাদের অনুগত আমাদের দ্বারাও কর্ত্তব্য নহে এই আধুনিক বিরুদ্ধ মতও নিরস্ত হইল। অতএব শ্রীজীব গোস্বামিচরণও এই গ্রন্থের টীকায় সেইরূপ বলিয়াছেন। তাহা যেরূপ—'ব্রজলোক' অর্থাৎ সেই সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন ও তদনুগত জন তাঁহাদের অনুসারে। অনন্তর রাগানুগাভক্তির পরিপাটী বলিতেছেন—কৃষ্ণ ইত্যাদি দ্বারা। প্রেষ্ঠ নিজ প্রিয়তম কিশোর নন্দ-নন্দনকে স্মরণ করিতে করিতে এবং তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজনকে। অথচ নিজের সম্যক্ ঈহিত অর্থাৎ নিজ সমান বাসনাযুক্ত। সেই প্রকার তাদৃশ জনের স্মরণ করিতে করিতে ব্রজে বাস করিবে। সামর্থ্য থাকিলে, শ্রীনন্দ-ব্রজাবাসস্থান বৃন্দাবনাদিতে এই সশরীরে বাস করিবে। তদভাবে মনেও।।৯।।

অনুবিন্দু—এস্থলে রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন,—নিজের অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির জন্য যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-সাধন-প্রবৃত্তি ক্রিয়াবতী হয়, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাদির কথা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে যে স্বাভাবিক লোভ দেখা যায়, উহাকেই 'রাগ' বলে। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে রাগাত্মিকা ভক্তির সংজ্ঞায় পাওয়া যায়,—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা"।।

পূঃ সাধনভক্তি লহরী।।

রাগানুগা ভক্তির সংজ্ঞায়ও পাওয়া যায়,—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।।"

আরও পাওয়া যায়,—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।।"

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"বৈধী ভক্তি সাধনের কহিলুঁ বিবরণ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন।।
রাগাত্মিকা-ভক্তি 'মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে।।
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন।।
রাগময়ীভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'-নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি"।।

মধ্য ২২।১৪৪-১৪৫,১৪৭-১৪৯।।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' পাই,— "ব্রজবাসী ভক্তজনের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি। ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন-প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণ-ভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা'-নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।"

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'অনুভাষ্যে' ও পাই,—

"স্বীয় আনুকূল্য-বিষয়ে অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে গভীর-তৃষ্ণারূপ রাগই মুখ্য অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—যাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে,

তাহাই—এক্ষেত্রে অভীষ্টবস্তুতে আবিষ্টতা। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাতরুচি ভক্তগণ স্বভাব-ক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্যব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ স্ত্রীলম্পট ও মুর্খজনোচিত প্রাকৃত-রুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা—বঞ্চিত ও দুর্ভাগা।"

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে রাগের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ, যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয় প্রেমাকারে 'রাগ' হয়—সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে তদ্রূপ। এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে ও চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী-পরমা-আবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। যে ব্যক্তিতে এরূপ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্ত্তক, সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্মিকা-ভক্তিতে ক্রিয়া করে। বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল; ব্রজবাসীদিগের

শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগাভক্তির অধিকারী।"

নিবৃত্তানর্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগাভক্তির দুই প্রকার অনুশীলন বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা।।
দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগামার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন।।
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি।।"

মধ্য ২২।১৫২-১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

"ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য যে বুদ্ধি অপেক্ষা করে; তাহাই তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ। বৈধভক্ত্যধিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু রাগানুগমার্গে বুদ্ধি শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ তাহাকেই অপেক্ষা করে; সাধক, ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা-চেষ্টাতে তাঁহার লোভ হইয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলা-কথায় রত হইয়া স-শরীরে বা মানসে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সর্ব্বদা দুই প্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন।"

রাগাত্মিকা ভক্তি যেরূপ দুই প্রকার—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা, রাগানুগা

ভক্তিও তদ্রূপ। এ বিষয়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—

"রাগানুগা-ভক্তিসাধনতত্ত্বে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে. ব্রজবাসিগণের ভাবে লুব্ধ হইয়া যাঁহারা ভজন করিবেন, তাহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া সাধনকার্য্য করিবেন। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি অবশ্য স্বীয় গুরুদেবের কৃপায় শিক্ষা করিবেন। এই রসে সাধক নিজের গোপীদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীরাধিকার যুথে প্রবেশ লাভ করেন। সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে, তাহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীবমাত্রই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত। লিঙ্গভেদে তাহার প্রাগ্‌ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধদেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধ-কামময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধ জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে নপুংসকত্ব। দাস্য সখ্যে পুরুষত্ব। মাতৃবাৎসল্যে স্ত্রীত্ব। পিতৃবাৎসল্যে পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপ। ইঁহারা এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।

কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ়-রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজনদীক্ষা দেন।

শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে সেই রসে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া—শ্রীগৌরচন্দ্রের সময়ে সময়ে যে ভাব, তাহা স্মরণপূর্ব্বক রাধা-কৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিলে উজ্জ্বলভাবের উদয় হয়। এই জড় জগতে প্রাত্যহিক সাধক জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রাসাদে নিত্যসিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন। সেই দেহে অষ্টকালীয়া মানসী সেবা চিন্তা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধি ক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে।

এই দৈনন্দিনী অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা পাঠ করিবার সকলের অধিকার নাই। এই পরমাদ্ভুত রহস্য,—বিশেষ গোপনে রাখা কর্ত্তব্য।

যিনি ইহার অধিকারী নন, তাঁহাকে এই লীলাশ্রবণ করান হইবে না। জড়বদ্ধজীব যে পর্য্যন্ত চিত্তত্ত্বের রাগ-মার্গে লোভ প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই লীলা বর্ণন গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না। অনধিকারিগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল মায়িকভাবে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষসঙ্গমাদি ধ্যান করতঃ অপগতি লাভ করিবেন। পাঠক মহাশয়গণ সাবধান হইয়া নারদের ন্যায় অপ্রাকৃত শৃঙ্গারসংস্কার লাভ করিয়া এই লীলায় প্রবেশ করিবেন। নতুবা মায়িক কুতর্ক আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে অন্ধকারে পাতিত করিবে। অধিকারিগণের এই লীলাবর্ণন নিত্যপাঠ্য ও চিন্তনীয়।”

উপসংহারে মূল কথা এই যে, সাধক উপযুক্ত অধিকারী হইয়া রাগানুগা ভক্তির সাধন করিবেন। নতুবা অনর্থযুক্ত অবস্থায় এই সাধনের অনুকরণ করিলে, অকাল-পক্কতায় বিপথগামী হইতে হইবে। ব্রজভজন করিতে প্রকৃত ইচ্ছা হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের কোন নিজজনের আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য বরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীগৌর-নিজজন আমার অধিকার অনুযায়ী আমাকে সাধনপথ শিক্ষা দিবেন। নতুবা দুষ্টলোকের আশ্রয় ও কুপরামর্শে উন্নত অধিকারের ভজন অনুকরণ করিয়া কোনই সুফল হইবে না, পরন্তু এঁচড়ে পাকা হইয়া পরিনামে নিরয়গামী হইতে হইবে।

কেহ কেহ ব্রজলোকের অনুসারে ভজন করিতে হইবে বলিয়া ‘আমি ললিতা,’ ‘আমি বিশাখা’ ইত্যাদি অভিমান কল্পনাপূর্ব্বক, পুরুষদেহকে স্ত্রী সাজাইয়া সখীভেকী দল প্রবর্ত্তনমুখে উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া নিজের এবং অপরের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। মায়াবাদিগণ যেমন ‘আমি ব্রহ্ম’ এই অভিমানে অহংগ্রহ-উপসনা করেন, উহা ভক্তিবিরুদ্ধ, সাত্ত্বতশাস্ত্র-বহির্ভূত শ্রীভগবচ্চরণে অত্যন্ত অপরাধজনক। সেই প্রকার যদি কেহ ‘আমি ললিতা,’ ‘আমি বিশাখা’ ইত্যাকার অভিমান করেন, তাহা হইলে উহাও অহংগ্রহ-উপাসনা এবং আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের চরণে অপরাধী করাইয়া নিরয়গামী করায়। ইহা ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

সখিগণের অনুগত মঞ্জরীগণের আনুগত্যে ভজনই শ্রীমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধা ভক্তির ধর্ম্ম ও শ্রীভাগবত শাস্ত্র ও গোস্বামী শাস্ত্রানুমোদিত। সখী-অনুগত মঞ্জরীগণের আনুগত্যে ভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরপরিবার শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্য স্বীকার করিতেই হইবে। এবং শ্রীরূপ-সনাতনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে তদভিন্ন কোন গৌর- নিজ- জন মহাপুরুষের চরণ আশ্রয় সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। শ্রীগৌর-লীলার আশ্রয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনই আমাদের অবলম্বনীয়। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীয় স্বাভীষ্ট লালসায় মঞ্জরীভাবের উপসনায় গাহিয়াছেন,—

শ্রীরূপ-মঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।। ইত্যাদি

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ।।
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার।।
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়।।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা-যাবে।
শ্রীরূপের পাদ-পদ্মে মোরে সমর্পিবে।।৭।।

তত্র রাগানুগায়াং স্মরণস্য মুখ্যত্বম্। তচ্চ স্মরণং নিজভাবোচিতলীলাবেশস্বভাবস্য কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়জনস্য চ। তথৈব কীর্ত্তনাদিকমপি। অর্চ্চনাদাবপি মুদ্রান্যাসাদিদ্বারকাধ্যানাদি

রুক্মিণ্যাদি-পূজাদিকমপি নিজভাবপ্রাতিকূল্যাদাগমাদি-শাস্ত্র-বিহিতমপি ন কুর্যাৎ ইতি, ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গ বৈকল্যেঽপি দোষাভাবস্মরণাৎ, ''ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।।'' ইত্যাদেঃ। অঙ্গিবৈকল্যে ত্বস্ত্যেব দোষঃ। যদুক্তম্— ''শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।'' ইতি। যদি চান্তরে রাগো বর্ত্ততে, অথচ সর্ব্বমেব বিধিদৃষ্ট্যৈব করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিসদৃশ পুরপরিকরত্বং প্রাপ্নোতি।।১০।।

অনুবাদ—সেস্থলে রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণের মুখ্যত্ব। সেই স্মরণ আবার নিজ ভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয়-প্রিয়জনের। সেই প্রকারই কীর্ত্তনাদিও। অর্চ্চনাদিতে ও মুদ্রান্যাসাদি, দ্বারকা-ধ্যানাদি, রুক্মিণ্যাদি-পূজাদিও নিজভাবের প্রতিকূল বলিয়া, আগমাদি শাস্ত্রে বিহিত হইলেও করিবে না, ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও দোষের অভাব স্মৃত হয়। "হে উদ্ধব! আমাতে ভক্তিরূপ নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গবৈগুণ্যাদি-জনিত নাশ নাই, কারণ ইহা নিষ্কাম এবং নির্গুণ। আমা কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্ নিরূপিত হইয়াছে।" ইত্যাদি হইতে। অঙ্গীর হানিতে কিন্তু দোষই আছে। যাহা উক্ত হইয়াছে—"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই নিমিত্ত কল্পিত হয়।" এবং যদি অন্তরে ব্রজভাবের প্রতি রাগ বর্ত্তমান থাকে, অথচ সকল ভক্ত্যঙ্গই বিধি দৃষ্টেই করা হয়, তাহাহইলে দ্বারকাপুরীতে রুক্মিন্যাদি-সদৃশ পুরপরিকরত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।।১০।।

অনুবিন্দু—রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণাঙ্গের প্রধান্যই বলিতেছেন,—সেই স্মরণ আবার মধুরাদি নিজ নিজ ভাবোচিত কৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়জনের সম্বন্ধীয় হওয়া আবশ্যক। কীর্ত্তনাদিতেও সেইরূপ জানিতে হইবে। এস্থলে স্মরণের প্রাধান্য হেতু অনেকে অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাগোদয় হওয়ার পূর্ব্বেই নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় নিজেকে রাগানুগ-ভক্ত অভিমানে

অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদি করিতে অভ্যাস করেন। তাহা কিন্তু 'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি' শ্লোকে বর্ণিত ঐকান্তিকী ভক্তি দেখাইতে গিয়া, উৎপাতের কারণ হয়। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় মনে করেন, তাঁহারা যখন কাহারও নিকট সিদ্ধ প্রণালী পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা রাগানুগা ভক্তি-যাজনের অধিকারী। কিন্তু কৃত্রিমভাবে এই অধিকার লাভ করা যায় না। ইহা ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। অধিকার-অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধির আদরবশতঃই ভক্তিতে ক্রমশঃ ঐকান্তিকতা জন্মে। পূর্ব্বের অনুবিন্দু পাঠে বিস্তারিত জানা যাইবে।

অর্চ্চনাদির ক্ষেত্রেও মুদ্রা, ন্যাসাদি, দ্বারকা-ধ্যানাদি ও মহিষীবৃন্দের পূজা আগম-শাস্ত্রাদিতে বিহিত হইলেও, উহা নিজ ভাবের প্রতিকূলবোধে পরিত্যজ্যই। যেহেতু ঐরূপ বিধি পালিত হইলে, ব্রজে কৃষ্ণ-লাভের পরিবর্তে দ্বারকায় গতি লাভ হইবে। সেজন্য শুদ্ধা ভক্তি-অনুশীলন-কারী ভক্তবৃন্দের ন্যাস, মুদ্রাদি ব্যতিরেকেই নবধা ভক্তির অন্যতম অর্চ্চন-ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ"।। ইত্যাদি—
১১।২৯।২০।।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মে পাই,—

"অন্য ধর্ম্ম যেমন আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গোপাঙ্গ -সহিত আচরিত হইলে, তবে ফলজনক, অন্যথা ব্যর্থ, ভক্তি-লক্ষণ আমার ধর্ম্মের নিয়ম সেরূপ নয়। উহার আরম্ভ-মাত্র হইলেই, পরিসমাপ্তির অভাবেও, অঙ্গহীন হইলেও উহা ব্যর্থ হয় না; তাই বলিতেছেন,—অঙ্গ —হে উদ্ধব! ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্মের উপক্রম বা আরম্ভ হইলে, অথবা অঙ্গেরও উপক্রম হইলে পরিসমাপ্তির অভাবেও, অণু অর্থাৎ ঈষৎ মাত্রও ধ্বংস অর্থাৎ বৈগুণ্যাদি-দ্বারা নাশ নাই। যেহেতু ভক্তিলক্ষণ এই আমার ধর্ম্ম নির্গুণ। গুণাতীত বস্তুর ধ্বংস ত' সম্ভপর নয়। যেহেতু

এই 'অনাশীঃ' অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তের ধর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক সম্যক্ ব্যবসিত। অণুমাত্রও এই ধর্ম্ম সম্যক্ অর্থাৎ পূর্ণই নিশ্চিত। ইহার কারণ দেখিতে হইবে না. ইহা আমার পরমেশ্বরতা, এই ভাব। এস্থলে মদ্ধর্ম্ম এই পদ-দ্বারা জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্ম এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার নির্গুণত্ব নাই. 'কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞান' ভগবানের এই উক্তি (ভাঃ ১১।২৫।২৪) অনুসারে।।"

কিন্তু তাই বলিয়া মূল অঙ্গী অর্চ্চনের উপর অবহেলা দেখাইয়া ঐকান্তিক ভক্ত সাজিলে, উহাও উৎপাৎ সৃষ্টি করে। সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে যে অর্চ্চন ক্রিয়া দেখা যায়, উহা নিষ্ঠার সহিত করিতে করিতে ক্রমশঃ সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে ভজনে পরিণত হয়। সে-কারণ শাস্ত্রাদিকে অবজ্ঞা করিয়া উন্নতাধিকার দেখাইতে যাওয়াও যেমন দোষাবহ, সেই প্রকার নিজ-ভজনের অনুকূল-ভাব-বিরোধী শাস্ত্রবিধিও ভগবদাজ্ঞায় পরিত্যাগ না করিলে, ভজনের প্রতিকূল হয়। যেমন রুক্মিণী-আদি ধ্যান, ব্রজগতির বিরুদ্ধই হইয়া থাকে।।১০।।

অত্রায়ং বিবেকঃ—ব্রজলীলাপরিকরস্থ-শৃঙ্গারাদি-ভাবমাধুর্য্যে শ্রুতে "ইদং মমাপি ভূয়াৎ" ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ। তস্যাঞ্চ সত্যাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন হি কেনচিৎ কুত্রচিৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে। কিন্তু লোভ্যে বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভ উৎপদ্যতে। ততশ্চ তদ্ভাব প্রাপ্ত্যুপায়জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্রাপেক্ষা ভবেৎ, শাস্ত্র এব প্রাপ্ত্যুপায়লিখনাৎ নান্যত্র। তচ্চ শাস্ত্রং ভজনপ্রতিপাদকং শ্রীভাগবতমেব। তেষু ভজনেষ্বপি মধ্যে কানিচিৎ তদ্ভাবময়ানি কানিচিৎ তদ্ভাবসম্বন্ধীনি কানিচিৎ তদ্ভাবানুকূলানি কানিচিৎ তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি কানিচিৎ তদ্ভাবপ্রতিকূলানীতি পঞ্চবিধানি সাধনানি। তত্র দাস্যসখ্যাদীনি ভাবময়ান্যেব। গুরুপাদাশ্রয়তো মন্ত্রজপাদীনি তথা প্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য নিজসমীহিতস্য তৎপ্রিয়জনস্য চ সময়োচিতানাং লীলাগুণরূপনাম্নাং শ্রবণ কীর্ত্তনস্মরণানি

বিবিধপরিচরণানি চ ভাবসম্বন্ধীনি। তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠায়ামেকাদশী-জন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রত-ভোগদিত্যাগাদীনি তপোরূপাণি তথাশ্বত্থতুলস্যাদিসম্মাননাদীনি তদ্ভাবানুকূলান্যেব নামাক্ষরমাল্য-নির্ম্মাল্যাদিধারণ-প্রণামাদানি তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি। উক্তান্যেতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ন্যাসমুদ্রাদ্বারকাদিধ্যানাদীনি তদ্ভাব-প্রতিকূলানি রাগানুগায়াং বর্জ্জনীয়ানি। এবং স্বাধিকারোচিতানি শাস্ত্রেষু বিহিতানি কর্ত্তব্যানি, নিষিদ্ধানি তু সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি।।১১।।

অনুবাদ—এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই,—ব্রজলীলাপরিকরগণের শৃঙ্গারাদিভাবের মাধুর্য্য শ্রবণে, "এইরূপ ভাব আমারও হউক" এই প্রকার লোভ উৎপত্তি যখন হয়, তখন কোন শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকিলে লোভের সিদ্ধি হয় না। কাহাকেও কোথায়ও শাস্ত্রযুক্তি দর্শন পূর্ব্বক লোভ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তু কথা শ্রবণ করিলে কিম্বা দর্শন করিলে লোভ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। তদনন্তর সেই ভাব-প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসায় শাস্ত্রের অপেক্ষা হয়। কারণ শাস্ত্রেই তৎপ্রাপ্তির উপায় লিখিত আছে, অন্যত্র নহে। যে শাস্ত্রে উহা লিখিত আছে সে শাস্ত্রও তাদৃশ ভজন প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই। সেই ভজন সমূহের মধ্যে কতকগুলি তদ্ভাবময়, কতকগুলি তদ্ভাবসম্বন্ধী, কতকগুলি তদ্ভাবানুকুল, কতকগুলি তদ্ভাবাবিরুদ্ধ এবং কতকগুলি তদ্ভাবপ্রতিকূল—এইরূপে পঞ্চবিধ সাধন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দাস্য-সখ্যাদি ভাবময়-সাধন। গুরুপদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রজপাদি তথা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ও নিজ অভিলষিত তৎ-প্রিয়জনের সময়োচিত লীলা, গুণ, রূপ ও নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং বিবিধ পরিচর্য্যা-সমূহ ভাবসম্বন্ধী-সাধন। তৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় একাদশী, জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, ভোগত্যাগাদি-তপস্যারূপ অঙ্গসমূহ এবং অশ্বত্থ ও তুলসী প্রভৃতি সম্মাননাদি অঙ্গ সকল ভাব-অনুকূল-সাধন। শ্রীহরিনামাক্ষর, মাল্য ও নির্ম্মাল্যাদি-ধারণ এবং প্রণামাদি অঙ্গসকল ভাবাবিরুদ্ধ-সাধন। উক্ত

এই সকল সাধনানুকূল ক্রিয়াসকলই কর্ত্তব্য। ন্যাস, মুদ্রা ও দ্বারকাধ্যানাদি সেই ভাবের প্রতিকূল বলিয়া রাগানুগা ভক্তিতে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং নিজ নিজ অধিকারোচিত শাস্ত্রের বিহিত অনুষ্ঠান সমূহ করা কর্ত্তব্য এবং নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু বর্জ্জনীয় জানিতে হইবে।।১১।।

অথ সাধনপরিপাকেন কৃষ্ণকৃপায়া তদ্ভক্তকৃপয়া বা ভাবভক্তির্ভবতি। তস্য চিহ্নানি, নব প্রীত্যঙ্কুরাঃ—"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।' তদা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারযোগ্যতা ভবতি। মুমুক্ষুপ্রভৃতিষু যদি ভাবচিহ্নং দৃশ্যতে তদা ভাববিম্ব এব ন তু ভাবঃ। অজ্ঞজনেষু ভাবচ্ছায়া ।।১২।।

অনুবাদ—অনন্তর সাধন-পরিপাক-হেতু শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় অথবা তদ্ভক্ত-কৃপায়, ভাবভক্তি উদিত হয়। তাহার চিহ্ন—নয়টী প্রীত্যঙ্কুর। যথা—(১) ক্ষান্তি (২) অব্যর্থ-কালত্ব (৩) বিরক্তি (৪) মানশূন্যতা (৫) আশাবন্ধ (৬) সমুৎকণ্ঠা (৭) নামগানে সদা রুচি (৮) তদীয় গুণাখ্যানে আসক্তি (৯) তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি। এই সকল অনুভাব ভাবাঙ্কুর-জনে অর্থাৎ যে ভক্তে ভাবের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পায়। তখন কৃষ্ণসাক্ষাৎকার যোগ্যতা লাভ হয়। মুমুক্ষু প্রভৃতিতে যদি ভাবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহা কিন্তু ভাব নহে, ভাববিম্বই। অজ্ঞ জনে ভাবচ্ছায়া।।১২।।

অনুবিন্দু—সাধনভক্তির কথা বলিয়া, অতঃপর এক্ষণে ভাব-ভক্তির কথা বলিতেছেন। এই বিষয়ে ২নং অনুবিন্দু পাঠ করিবেন। উহা আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

মূল-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ সাধন-ভক্তি যাজন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের কৃপায় প্রেমের অস্ফুটাবস্থায় প্রেম-সূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ এই ভাব বা রতি সেই ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

যাঁহার হৃদয়ে 'ভাব-ভক্তি' প্রকাশ পায়, তাঁহাতে এই নব-বিধ প্রীত্যঙ্কুর ভাবের চিহ্নরূপে দেখা যায়। যাহা মূলে 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি বলিয়া লক্ষিত করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্।।" মধ্য ২২।১৬১।।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই ভাবাঙ্কুর সম্বন্ধেও বিস্তারিত বর্ণন পাওয়া যায়—

"যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়।।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়।।
'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' মানে।।
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম।।
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি।।"
মধ্য ২৩।১৭,২০,২২,২৫,২৮,৩১।।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'জৈবধর্ম্মে পাওয়া যায়,—

'ক্ষান্তি'—"ক্ষোভ জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত থাকার নাম 'ক্ষান্তি'; ক্ষান্তিকে ক্ষমা বলা যায়।"

'অব্যর্থকালত্ব'—বৃথা কাল না যায়, এই জন্য সর্ব্বদা হরিভজনে রত থাকার নাম 'অব্যর্থকালত্ব'।"

'বিরক্তি'—"ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের প্রতি স্বয়ং যে

অরোচকতা জন্মে, তাহার নাম 'বিরক্তি'। ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে চিজ্জগতের রোচকতা প্রবল হয়, জড়জগতের রোচকতা সুতরাং খর্ব্ব হইতে হইতে শূন্যপ্রায় হয়—ইহারই নাম বিরক্তি। বিরক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব-সঙ্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাঁহাকে 'বিরক্ত বৈষ্ণব' বলা যায়। যিনি ভাবোদয়ের পূর্ব্বেই ভেক গ্রহণ করেন, তাঁহার ভেক অবৈধ অর্থাৎ তাহা ভেকই নয়। ছোট হরিদাসের দণ্ডসময়ে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।"

'মানশূন্যতা'—"জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্ত্বেও যিনি তত্তদভিমানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি 'মানশূন্য'। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাজার কৃষ্ণভক্তি জন্মিলে, তিনি রাজ্য-সম্পদের অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরীবৃত্তিদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকলকেই সর্ব্বদা বন্দনা করিতেন।"

'আশাবন্ধ'—"'কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ।"

'সমুৎকণ্ঠা'—স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য গুরুতর লোভকে 'সমুৎকণ্ঠা' বলে।"

'নাম-গানে সদা রুচি'—"ভজনের যত প্রকার আছে, সব প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করাকে 'নাম-গানে সদা রুচি' বলা যায়—এই নামরুচিই সর্ব্বার্থ-সাধিকা।"

'তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি'—শ্রীকর্ণামৃতে লিখিত আছে (৬৫ শ্লোক)

"মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতা তস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ।।"

কৃষ্ণগুণাখ্যান যতই শুনা যায় বা করা যায়, তথাপি আশা মিটে না, আরও আসক্তি বৃদ্ধি হয়।

'তদ্বসতিস্থলে প্রীতি'—"কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—হে ধামবাসিগণ, প্রভুর

জন্ম কোথায় হইয়াছিল? প্রভুর কীর্ত্তন কোন পথ দিয়া গিয়াছিল? বল, প্রভু কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্ব্বাহ্নলীলা করিয়াছিলেন? ধামবাসী বলেন,—এই শ্রীমায়াপুরের অমর-তুলসী-কাননবেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ঐ দেখ গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্ত্তন গিয়াছিল। গৌড়বাসীর মুখে এইরূপ পিযুষধারা কর্ণকুহরে পান করিতে করিতে, অশ্রু-পুলকের সহিত ভক্ত পরিক্রমা করিতে থাকেন—ইহাকে 'তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি' বলে। ভুক্তি-মুক্তিকামী প্রভৃতিতে যদি এই সকল ভাবচিহ্ন কদাপি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের ভাব বা রতি লাভ হইয়াছে, তাহা বলা যাইবে না।" এ বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্মে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কোন মুক্তি-পিপাসু হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই নামের মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতনপ্রায় পড়িয়া গেলেন, তাঁহার ঐ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিবে না, যেহেতু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি 'সরলভাব' নয়; নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি-লোভে সেই ভাবাভাস দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি দেবীপূজা করিয়া "বরং দেহি, ধনং দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, তাহাকেও 'ভাব বলিবে না, স্থলবিশেষে 'ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম' বলিবে। শুদ্ধকৃষ্ণভজন ব্যতীত 'ভাব' উদিত হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধেও ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহাজনিত যে ভাবাভাসের উদয় হয়, তাহাও দৌরাত্ম্যবিশেষ। মায়াবাদ-দূষিত-চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক না কেন, সমস্তই ভাবদৌরাত্ম্য। কৃষ্ণ-সম্মুখে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে 'ভাব' বলিবে না। হায়! অখিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণও যাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনেক ভজনেও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন না, সেই ভাগবতী রতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্ট হৃদয়ে উদিত হইতে পারে?

সে সকল লোকের ভাবচিহ্ন দেখিয়া কেবল মূঢ়লোকেই চমৎকৃত

হয়, কিন্তু যাঁহারা ভাবতত্ত্ব জানেন তাঁহারা তাঁহাকে 'রত্যাভাস' বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন।

'রত্যাভাস'—দুইপ্রকার, প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস।

'প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস'—মুমুক্ষুব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয় অভীষ্ট বিনাশ্রমে লভ্য হইবে, এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গসুখ-প্রতিপাদক রতিলক্ষণ লক্ষিত ভাবাভাস, তাহাই প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া ক্লেশকর; কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত সুলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, এই মনে করিয়া অক্লেশে অপবর্গ পাইবার আশাজনিত অশ্রুপুলকাদি-বিকারের আভাস মাত্র উদিত হয়।

'প্রতিবিম্ব'—কীর্ত্তনাদির অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত ভোগ-মোক্ষাদিতে অনুরাগী ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসুদিগের দৈবাৎ-সদ্‌ভক্ত সঙ্গ হইলে তাহাদের হৃদয়ে সেই ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের আভাস তাঁহার সংসর্গ-প্রভাব হইতে কিয়ৎপরিমাণে উদিত হয়—ইহারই নাম 'প্রতিবিম্ব'। ভুক্তি-মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদিত হয় না; শুদ্ধভক্তদিগের ভাব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাস উদিত হয়, সেই ভাবাভাসের নাম প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস প্রায়ই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদিগের কথিত ভুক্তিমুক্তি দিয়া নিরস্ত হয়; এইরূপ ভাবাভাসকে এক প্রকার 'নামাপরাধ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'ছায়া-ভাবাভাস'— চিত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠভক্তদিগের হরিপ্রিয় ক্রিয়া, কাল, দেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী, চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী এক প্রকার রতিছায়ার উদয় হয়—তাহাকেই ছায়ারত্যাভাস বলে। ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা দৃঢ় হয় নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার রত্যাভাসের উদয় হয়। যাহাই হউক, এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক সুকৃতি বলে হয়; যেহেতু, এই ছায়ার অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরিভক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের এই

ভাবাভাসও সহসা শুদ্ধভাবরূপে উদিত হয়। এই ভাবাভাস অতি উত্তম হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবে অপরাধ করিলে তাহা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবাভাসের ত' কথাই নাই, শুদ্ধভাবও কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধে অভাব হইয়া পড়ে। অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্বও ন্যূনজাতীয়ত্ব লাভ করে। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুব্যক্তিতে গাঢ় আসঙ্গ করিলে ভাবও আভাসতা লাভ করে, অথবা আপনাতে ভজনীয় ঈশ্বরাভিমান করায়। এই জন্যই কোথাও কোথাও নৃত্যাদি সময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তিপক্ষগ ঈশ্বরভাব উদিত হইতে দেখা যায়। নব্যভক্তেরাই অবিচারপূর্ব্বক মুমূক্ষুসঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই তাঁহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়; নব্যভক্তগণের পক্ষে সাবধানে মুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিৎ"।।১২।।

ভাবভক্তিপরিপাক এব প্রেমা। তস্য চিহ্নম্—বিঘ্নাদি-সম্ভবেঽপি কিঞ্চিন্মাত্রস্যাপি ন হ্রাসঃ। মমত্বাতিশয়াৎ প্রেম্ন এব উপরিতনোঽবস্থাবিশেষঃ স্নেহঃ। তস্য চিহ্নং চিত্তদ্রবীভাবঃ। ততো রাগঃ। তস্য লক্ষণং নিবিড়-স্নেহঃ। ততঃ প্রণয়ঃ। তস্য লক্ষণং গাঢ়বিশ্বাসঃ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—ভাবভক্তির পরিপাকই প্রেম। সেই প্রেমের চিহ্ন—বিঘ্নাদি উপস্থিত হইলেও কিঞ্চিৎ মাত্রও হ্রাস হয় না। মমতার আতিশয্য-হেতু প্রেমেরই উপরিতন অবস্থা বিশেষ স্নেহ। স্নেহের চিহ্ন চিত্তের দ্রবীভাব। তারপর রাগ। রাগের লক্ষণ নিবিড় স্নেহ। তারপর প্রণয়। প্রণয়ের লক্ষণ—গাঢ়বিশ্বাস।।১৩।।

বিশ্বনাথ—অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ—সম্যগিতি। সম্যগ্ মসৃণিতং ভাবস্য প্রথমদশাপেক্ষয়া অতিশয়ার্দ্রং স্বান্তং চিত্তং যস্মিন্ তথাভূতো যঃ সান্দ্রাত্মা নিবিড়-স্বরূপঃ প্রথমদশাপেক্ষয়া পরমানন্দোৎকর্ষং প্রাপ্ত ইতি যাবৎ। অতএব কৃষ্ণে অতিশয়মমত্বাঙ্কিতো ভাবঃ স এব প্রেমা নিগদ্যতে। অত্রায়মাশঙ্কা, ননু ভাব এব চেদুপাদানঃ সন্ সাংখ্যমতানুসারেণ প্রেমাণমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রেমাধিকো ভবতি তদা তন্মতে উপাদান-কারণমেব

পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য কার্য্যরূপেণ পরিণমতি ন তু কারণাতিরিক্তঃ স্বতন্ত্রঃ কার্য্যপদার্থোঽস্তি। যথা গুড় এব কমপি বিকারং প্রাপ্য পূর্ব্বরূপং পরিত্যজ্য চ খণ্ডো ভবতি জাতে চ খণ্ডে তস্মাৎ গুড়স্য পৃথক্ স্থিতির্নাস্তি। তদ্বদত্রাপি ভাবঃ পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য প্রেমরূপো ভবতু এবং প্রেম্নঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথক্স্থিতির্মাস্তু। তথা অগ্রে বক্ষ্যমাণং প্রেম্ন এব স্নেহরূপত্বমেবং স্নেহাদীনাং রাগাদিরূপত্বঞ্চ তত্রাপি স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদিস্থায়িভাবানাং পৃথক্স্থিতির্মাস্তু। এবং সতি শ্রীরাধিকাপ্রভৃতিষু চরমস্থায়িরূপ মহাভাব এব তিষ্ঠতু ন তু রতি-প্রেমস্নেহমানরাগানুরাগাদয়ঃ। মৈবং—শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনী-শক্তেঃ সারবৃত্তিরূপাণাং রতিপ্রেমস্নেহাদীনাং শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ পূর্ব্বাবস্থাম্ অপরিত্যজ্য এব ভাবঃ প্রেমরূপো ভবতি। পূর্ব্বাবস্থায়াঃ অত্যাগাদেব প্রেম্নঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথক্স্থিতিরপ্যুহ্যা। তত্র দৃষ্টান্তো যথা—শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যদেহ এব কমপি মাধুর্য্যময়মুৎকর্ষং প্রাপ্য বাল্যাবস্থা পরিত্যাগং বিনৈব পৌগণ্ডদেহো ভবতি। এবং পৌগণ্ডদেহ এব পূর্ব্বস্মাদুৎকর্ষবিশেষং প্রাপ্য কৈশোরদেহো ভবতি ন তু প্রাকৃতমনুষ্য শরীরাদিম্বিব বাল্যাবস্থাং পরিত্যজ্য পৌগণ্ডাদ্যবস্থাং প্রাপ্নোতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণামেবং বাল্যদুচিতলীলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যত্বাৎ। কিন্তু পৌগণ্ডস্য প্রাকট্যে বাল্যদেহোঽত্রান্তর্দ্ধায় যত্র যত্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রকলীলায়াং বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্রৈব প্রকটা ভবতি। এবমস্যৈব বৃন্দাবনস্য অপ্রকটিত প্রকাশে যত্র বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্র বাল্যদেহস্য প্রাকট্যং জ্ঞেয়ং। ব্রহ্মণ আগামিনি কল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে পুনরপি অত্রৈব বৃন্দাবনস্য প্রকাশে বাল্যদেহো প্রকটা ভবিষ্যতি ইতি। যথা—এতদ্দ্বীপস্থঃ সূর্য্যোঽন্তর্দ্ধায় সন্ধ্যাকালে দ্বীপান্তরং গচ্ছতি পুনরপি যামচতুষ্টয়ান্তরং এতদ্দ্বীপে প্রকটা ভবিষ্যতি। লীলানাং বাল্যাদ্যবস্থানাঞ্চ নিত্যত্বং শ্রীভাগবতটীকায়াং মহানুভাবৈর্বিস্তার্য্য লিখিতং। বিশেষ-জিজ্ঞাসা চেৎ সা টীকা দ্রষ্টব্যা। প্রকৃতে তু রতিপ্রেমাদিস্থায়িভাববতাং ভক্তানাং মধ্যে যদা যস্য ভক্তস্য স্থায়িভাবাদেঃ স্ব-স্ব কারণং প্রাপ্যোদয়স্তদা তস্যৈবাভিব্যক্তিরণ্যেষাং তু ভাবানামনভিব্যক্তত্বেন তস্মিন্নেব ভক্তে স্থিতির্জ্ঞেয়া। যথা কামক্রোধাদিমতাং সাংসারিকানাং কামাদীনাং মধ্যে

একতরস্য উদয়কালে অন্যোযাং সংস্কাররূপেণ স্থিতিস্তদ্‌বদেবেতি জ্ঞেয়ম।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভাবও বর্ণনপূর্ব্বক প্রেমের কথা বলিতেছেন—'সম্যক্ এই'। সম্যক্ মসৃণিত, কোমল বা স্নিগ্ধ ভাবের প্রথম দশাতে অতিশয় আর্দ্র স্বান্ত চিত্ত যাহাতে সেই প্রকার যিনি সান্দ্রাত্মা নিবিড়-স্বরূপ, প্রথম দশাতেই পরম-আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত। অতএব কৃষ্ণে অতিশয় মমত্ব অঙ্কিত ভাবই প্রেম বলিয়া নিগদিত। এস্থলে এই আশঙ্কা, যদি বল, ভাবই উপাদান হইয়া, সাংখ্যমতানুসারে প্রেম উৎপাদন পূর্ব্বক স্বয়ং প্রেমাধিক হয়, তাহা হইলে সেই মতে উপাদান কারণই পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে কিন্তু কারণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কার্য্য পদার্থ থাকে না। যে প্রকার গুড়ই কোন বিকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খণ্ড হয়, খণ্ড জন্মিলে তাহা হইতে গুড়ের পৃথক স্থিতি থাকে না। সেইরূপ এস্থলেও, ভাব পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমরূপ হউক এবং প্রেমের নিকট হইতে ভাবের পৃথক্ স্থিতি না হউক। সেইরূপ পরে বক্ষ্যমাণ প্রেমের স্নেহরূপত্ব, এই প্রকার স্নেহাদির রাগাদিরূপত্ব, সেস্থলেও স্নেহাদি হইতে প্রেমাদিস্থায়িভাবের পৃথক্ স্থিতি না হউক। এইরূপ হইলে, শ্রীরাধিকা প্রভৃতিতে চরমস্থায়িরূপ মহাভাবই থাকুক, রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগাদি না থাকুক। এরূপ না। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারবৃত্তিরূপা রতি, প্রেম, স্নেহাদির শ্রীকৃষ্ণেরই অচিন্ত্য শক্তিহেতু পূর্ব্বাবস্থাকে পরিত্যাগ না করিয়াই ভাব প্রেমরূপ হয়। পূর্ব্ববস্থার ত্যাগ না হইয়া প্রেম হইতে ভাবের পৃথক্ স্থিতিও জানিতে হইবে। এইরূপ রীতি অনুসারে স্নেহাদি হইতে প্রেমাদির পৃথক্ স্থিতিও ঊহ্য। সেস্থলে দৃষ্টান্ত—যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বাল্য দেহই কোনও মাধুর্য্যময় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই পৌগণ্ড দেহ হয়। এই প্রকার পৌগণ্ড দেহই পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কৈশোর দেহ হয়। প্রাকৃত মনুষ্য শরীরাদিতে বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৌগণ্ডাদি অবস্থা প্রাপ্তির ন্যায়, কিন্তু নহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদি এবং বাল্যাদি-উচিত লীলা সকল নিত্য। কিন্তু

পৌগণ্ড প্রকট হইলে বাল্যদেহ এস্থলে অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক যে যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট লীলায় বাল্যলীলার আরম্ভ সে স্থলেই প্রকট হয়। এই প্রকার ইহার বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে যেখানে বাল্যলীলার আরম্ভ সেখানে বাল্যদেহের প্রাকট্য জানিতে হইবে। ব্রহ্মার আগামী কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে পুনরায় এখানে বৃন্দাবনের প্রকাশে বাল্যদেহ প্রকট হইবে। যে প্রকার এই দ্বীপস্থ সূর্য্য অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে দীপান্তরে যায়, পুনরায় যামচতুষ্টয় গত হইলে এই দ্বীপে প্রকট হইবে। লীলাসমূহ ও বাল্যাদি অবস্থা সমূহের নিত্যত্ব শ্রীভাগবতটীকায় মহানুভবগণের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে লিখিত। বিশেষ জিজ্ঞাসা যদি থাকে, তাহা হইলে সেই টীকা দেখিতে হইবে। প্রকৃত কিন্তু রতি-প্রেমাদি-স্থায়ি ভাববান্ ভক্তগণের মধ্যে যখন যে ভক্তের স্থায়িভাবাদি নিজ নিজ কারণ প্রাপ্ত হইয়া উদয় হয়, তখন তাহারই অভিব্যক্তি। অন্য ভাব সমূহের কিন্তু অভিব্যক্তি না হইলেও সেই ভক্তেতেই স্থিতি ইহা জানিতে হইবে। যে প্রকার কামক্রোধাদিযুক্ত সাংসারিকগণের কামাদির মধ্যে একের উদয় কালে অন্যের সংস্কাররূপে স্থিতি, সেই প্রকারই জানা উচিত।।১৩।।

অনুবিন্দু—ভাবভক্তি পরিপক্কাবস্থায় 'প্রেম' নামে পরিচিত। এ বিষয়ে ২নং অনুবিন্দু দেখিবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।।
প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।
যৈছে ইক্ষুরস বীজ—গুড়, খণ্ড-সার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর।।
ইহাঁ যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ।।
অধিকারী-ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।।

এই পঞ্চস্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ'।।
প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে।।
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি'।।
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে।।
দ্বিবিধ 'বিভাব,' আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন।।
'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর।।"

মধ্য—২৩।৩৫, ৩৮-৪৭।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতেও পাওয়া যায়,—

"বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ—আশ্রয় ও বিষয়। রতি যাঁহাতে থাকে, তিনি তাহার আধাররূপে আশ্রয়। রতি যাঁহার প্রতি ধাবিত হয়, তিনি ঐ রতির বিষয়। জীব রতির আশ্রয়। কৃষ্ণরতির বিষয়। এতন্নিবন্ধন আমাদের বিচার্য্য-রতিকে কৃষ্ণরতি বলা যায়।

সেই রতি রসতা প্রাপ্ত হইলে ঐ রসকে কৃষ্ণভক্তিরস বলিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, মোহনতা, সৌন্দর্য্য, রূপ, চেষ্টা, বসন, ভূষণ, স্মিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদাঙ্কক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত—ইহারা উদ্দীপন।

যে সকল কার্য্যদৃষ্টে রসের অবস্থিতি অনুভূত হয়, সেই সকলকে অনুভাব বলে। অনুভাব তেরটী;—

১। নৃত্য; ২। বিলুঠিত; ৩। গীত; ৪। ক্রোশন; ৫। তনুমোটন; ৬। হুঙ্কার ৭। জৃম্ভন; ৮। শ্বাসবৃদ্ধি; ৯। লোকাপেক্ষাত্যাগ; ১০। লালাস্রাব; ১১। অট্টহাস; ১২। ঘূর্ণা; ১৩। হিক্কা। এক কালেই যে, সমস্ত অনুভাবলক্ষণ উদিত হয়, তাহা নহে। যখন যেরূপ রসকার্য্য অন্তরে হইতে থাকে, তদনুরূপ এক, কি অধিক প্রকার অনুভাব হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিকভাব অষ্টপ্রকার। সকল প্রকার ভাবই স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রূক্ষ জাতিভেদে ত্রিবিধ।

১। স্তম্ভ, ২। স্বেদ, ৩। রোমাঞ্চ, ৪। স্বরভেদ, ৫। কম্প (বেপথু), ৬। বৈবর্ণ্য, ৭। অশ্রু, ৮। প্রলয় (মূর্চ্ছা),—ইহাদিগকে সাত্ত্বিক বিকার বলে। ইহাদিগকেও অনুভাব মধ্যে কেহ কেহ গণনা করিয়াছেন। ভেদ করিবার হেতু এই যে, পূর্ব্বোক্ত তেরটী অনুভাব সমুদয় আঙ্গিক অর্থাৎ এক একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া উদিত হয়, সাত্ত্বিক বিকারসমূহ সমস্ত সত্ত্বকে অবলম্বন করতঃ বাহ্যে ব্যাপৃত হয়। বাহ্য ক্ষোভই—অনুভাব এবং অন্তরের ক্ষোভই—ভাব। সাত্ত্বিক বিকারগুলিতে দুই প্রকারই আছে বলিয়া তাহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব, স্থল বিশেষে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। কোন কোন ব্যক্তিতে এই সকল বিকার লক্ষিত হইলেও তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। সেই সেই স্থলে ঐ সকল বিকারকে হেয়রত্যাভাস, সত্ত্বাভাস, নিঃসত্তা বা প্রতীপ বলিতে হইবে। যে-সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা রত্যাভাস হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সেই আভাস হইতে যে সকল বিকার হয়, সে সমুদয় সত্ত্বাভাসজনিত। যাহাদের অন্তঃকরণ পিচ্ছিল অথবা যাহারা স্তম্ভ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি বিকার সকল অভ্যাস করে, তাহাদের পুলকাশ্রু—নিঃসত্ত্ব। ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবক্রমে যাহাদের বিকার প্রকাশ পায়, তাহাদের বিকারকে প্রতীপ কহে"।।১৩।।

বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারিভাব-মলিনেন রসো ভবতি। যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণঃ। যো ভাবযুক্তো ভবতি স আশ্রয়ালম্বনবিভাবো ভক্তঃ। যে কৃষ্ণং স্মারয়ন্তি বস্ত্রালঙ্কারাদয়স্তে উদ্দীপনবিভাবাঃ। যে ভাবং জ্ঞাপয়ন্তি তে অনুভাবা নৃত্যগীতস্মিতাদয়ঃ। যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ—স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-

বেপথুবৈবর্ণ্যাশ্রু-প্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদীপ্তা সূদ্দীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদাঃ স্যুঃ। এতে যদি নিত্য-সিদ্ধে তদা স্নিগ্ধাঃ। যদি জাতরতৌ ভক্তে তদা দিগ্ধাঃ। ভাবশূন্যজনেন যদি জাতাস্তদা রূক্ষাঃ। মুমুক্ষুজনে যদি জাতাস্তদা রত্যাভাসজাঃ। কর্ম্মিজনে বিষয়িজনে বা যদি জাতাস্তদা সত্ত্বাভাসজাঃ। পিচ্ছিল-চিত্তজনে তদভ্যাসপরে বা যদি জাতাস্তদা নিঃসত্ত্বাঃ। ভগবদ্দ্বেষিজনে যদি জাতাস্তদা প্রতীপাঃ।।১৪।।

অনুবাদ—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারীভাবের মিলনের দ্বারা রস হয়। যে বিষয়ের প্রতি ভাব হয়, তাহা বিষয় আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ। যিনি ভাবযুক্ত হন, তিনি আশ্রয়-আলম্বন বিভাব ভক্ত। যে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করায়, তাহা উদ্দীপন বিভাব। যে নৃত্যগীত-হাস্যাদি ভাবকে জ্ঞাপন করে, তাহারা অনুভাব। যাহারা চিত্ত ও তনুকে ক্ষোভিত করে, তাহারা সাত্ত্বিক ভাব। সেই সাত্ত্বিক ভাব আটপ্রকার যথা—স্তম্ভ (জড়তা) স্বেদ, (ঘর্ম্ম) রোমাঞ্চ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় প্রভৃতি। সেই সাত্ত্বিক ভাব সমূহ আবার ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত, সূদ্দীপ্ত এই পাঁচ প্রকার এবং যথাক্রমে উত্তরোত্তর সুখপ্রদ হইয়া থাকে। এই সকল সাত্ত্বিক ভাব যদি নিত্যসিদ্ধভক্তে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে স্নিগ্ধ। যদি জাতরতি ভক্তের হয়, তাহা হইলে দিগ্ধ। ভাবশূন্য-জনে যদি জাত হয়, তাহা হইলে রূক্ষ। মুমুক্ষু-জনে যদি জাত হয়, তাহা হইলে রত্যাভাসজ। কর্ম্মিজনে বা বিষয়িজনে যদি জাত হয়, তাহা হইলে সত্যাভাসজ। পিচ্ছিল চিত্ত-জনে বা অভ্যাসপরাযণ জনে যদি জাত হয়, তাহা হইলে নিঃসত্ত্ব। ভগবদ্ বিদ্বেষি জনে যদি জাত হয়, তাহা হইলে প্রতীপ।।১৪।।

বিশ্বনাথ—বিভাবৈরিতি। এষা কৃষ্ণরতিরেব স্থায়ী ভাবঃ সৈব ভক্তিরসো ভবেৎ। কীদৃশী সতীত্যাহ বিভাবৈরিতি। শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্বিভাবাদিভিঃ করণৈর্ভক্তানাং হৃদি স্বাদ্যত্বমানিতা সম্যক্ প্রাপিতা।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—বিভাবাদির দ্বারা ইতি—এই কৃষ্ণ-রতিই স্থায়ী ভাব তাহাই ভক্তি রস হয়। কি প্রকার হইলে? তদুত্তরে বলিতেছেন— শ্রবণাদি কর্ত্তৃক বিভাবাদি করণের সাহায্যে ভক্তদিগের হৃদয়ে আস্বদ্যমান হয় অর্থাৎ সম্যক্ প্রাপিত হয়।।১৪।।

অনুবিন্দু—অনন্তর ব্যভিচারী ভাবের কথা বলিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সবমিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী"।। মধ্য ২৩।৪৮।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে পাওয়া যায়,—
"সঞ্চারি বা ব্যাভিচারী ভাব তেত্রিশটী আছে যথা,—

১। নির্ব্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। শ্রম, ৬। মদ, ৭। গর্ব্ব, ৮। শঙ্কা, ৯। ত্রাস, ১০। আবেগ, ১১। উন্মাদ, ১২। অপস্মার, ১৩। ব্যাধি, ১৪। মোহ, ১৫। মৃতি, ১৬। আলস্য, ১৭। জাড্য, ১৮। ব্রীড়া, ১৯। অবহিত্থা (ভাবগোপন করা), ২০। স্মৃতি, ২১। বিতর্ক, ২২। চিন্তা, ২৩। মতি, ২৪। ধৃতি, ২৫। হর্ষ ২৬। ঔৎসুক্য, ২৭। অমর্ষ, ২৮। অসূয়া, ২৯। চাপল্য, ৩০। নিদ্রা, ৩১। বোধ, ৩২। উগ্রতা, ৩৩। সুপ্তি।

এই সমস্ত ভাব কখনও একা, কখনও অন্যভাবের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব যে রতি, তাহার সহায়রূপে তাহার রসতা-প্রাপ্তির উপকার করে। ইহারা বাক্য, সত্ত্ব ও অঙ্গকে, সূচনা করিয়া গৌণ-রতির ন্যায় মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে"।।১৪।।

অথ ব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবপোষকা ভাবাঃ কাদাচিৎকাঃ। "নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদোঽপস্মৃতিস্তথা ব্যাধিঃ মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ-উৎসুকত্বঞ্চ ঔগ্রামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ।।" অথৈষাং লক্ষণম্—আত্মনিন্দা নির্ব্বেদঃ: অনুতাপো বিষাদঃ; আত্মনি অযোগ্যবুদ্ধির্দৈন্যম্; গ্লানিঃ

শ্রমজন্যদৌর্ব্বল্যম্; নৃত্যাদ্যুত্থঃ স্বেদঃ শ্রমঃ; মদো মধুপানাদিমত্ততা; অহঙ্কারো গর্ব্বঃ; অনিষ্টাশঙ্কনং শঙ্কা; অকস্মাদেব ভয়ং ত্রাসঃ; চিত্তসম্ভ্রম আবেগঃ; উন্মত্ততা উন্মাদঃ; অপস্মারো ব্যাধিরপস্মৃতিঃ জ্বরতাপো ব্যাধিঃ; মূর্চ্ছৈব মোহঃ; মৃতির্মরণম্; আলস্যং স্পষ্টম্; জাড্যং জড়তা; লজ্জৈব ব্রীড়া; আকারগোপনম-বহিত্থা; পূর্ব্বানুভূতবস্তুস্মরণং স্মৃতিঃ; অনুমানং বিতর্কঃ; কিং ভবিষ্যতীতি ভাবনা চিন্তা; শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণং মতিঃ; ধৃতির্ধৈর্য্যম; হর্ষ আনন্দঃ; উৎকণ্ঠৈব ঔৎসুক্যম্; তীক্ষ্ণস্বভাবতা ঔগ্র্যম্; অসহিষ্ণুতা অমর্ষঃ; গুণেঽপি দোষারোপণমসূয়া; স্থৈর্য্যে অশক্তিশ্চাপল্যম্; সুষুপ্তিরেব নিদ্রা; স্বপ্নদর্শনং সুপ্তিঃ; জাগরণং বোধঃ অবিদ্যক্ষয়শ্চ, ইতি ব্যভিচারিণ।।১৫।।

অনুবাদ—অনন্তর স্থায়ি ভাব-পোষক তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের বিষয় কথিত হইতেছে। যথা—

নির্ব্বেদ (আত্মনিন্দা), বিষাদ (অনুতাপ), দৈন্য (নিজেকে অযোগ্য জ্ঞান), গ্লানি (শ্রমজনিত দুর্ব্বলতা), শ্রম (নৃত্যাদি-জনিত ঘর্ম্ম), মদ (মধুপানাদি হইতে মত্ততা), গর্ব্ব (অহঙ্কার), শঙ্কা (অনিষ্ট আশঙ্কা), ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), আবেগ (চিত্তের সম্ভ্রম), উন্মাদ (উন্মত্ততা), অপস্মৃতি (অপস্মার নামক ব্যাধি), ব্যাধি (জ্বরের উত্তাপ) মোহ (মূর্চ্ছা), মৃতি (মরণ), আলস্য, জাড্য (জড়তা), ব্রীড়া (লজ্জা), অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ), বিতর্ক (অনুমান), চিন্তা (কি হইবে? এইরূপ ভাবনা), মতি (শাস্ত্রর্থ নির্দ্ধারণ), ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা), ঔগ্র (তীক্ষ্ণ স্বভাবতা), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (গুণে দোষারোপ), চাপল্য (স্থৈর্য্যে অক্ষমতা), নিদ্রা (সুষুপ্তি), সুপ্তি (স্বপ্ন দর্শন), বোধ (জাগরণ ও অবিদ্যাক্ষয়)।।১৫।।

কিঞ্চ ভক্তানাং চিত্তানুসারেণ ভাবানাং প্রাকট্যতারতম্যং ভবতি। তত্র ক্বচিৎ সমুদ্রবদ্‌গম্ভীরচিত্তেঽপি অপ্রাকট্যং স্বল্পপ্রাকট্যং বা

অল্পখাতবত্তরল-চিত্তে অতিশয়প্রাকট্যং চ ভবতীতি নায়মাত্যন্তিক নিয়ম ইতি প্রপঞ্চো ন লিখিতঃ।।১৬।।

অনুবাদ—আর ভক্তদিগের চিত্তানুসারে ভাব সমূহের প্রকটের তারতম্য হয়। তন্মধ্যে কখন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর চিত্তেও অপ্রাকট্য বা স্বল্প প্রাকট্য এবং অল্পখাতের ন্যায় তরলচিত্তে অতিশয় প্রাকট্য দেখা যায়; ইহার আত্যন্তিক নিয়ম না থাকায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইল না।।১৬।।

অথ স্থায়ী ভাবঃ। স চ সামান্যরূপঃ স্বচ্ছরূপশ্চ শান্তাদিপঞ্চবিধরূপশ্চ। ঐকৈকরসনিষ্ঠভক্তসঙ্গরহিতস্য সামান্যজনস্য সামান্যভজনপরিপাকেণ সামান্যরতিরূপশ্চ স্থায়ী ভাবো যো ভবতি স সামান্যরূপ। শান্তাদিপঞ্চবিধভক্তেস্বপি অবিশেষেণ কৃতসঙ্গস্য তত্তদ্‌ভজনপরিপাকেণ পঞ্চবিধা রতিস্তত্তদ্‌ভক্তসঙ্গবসতিকালভেদেন যোদয়তে যথা কদাচিৎ শান্তিঃ কদাচিৎ দাস্যং কদাচিৎ সখ্যং কদাচিৎ বাৎসল্যং কদাচিৎ কান্তাভাবশ্চ ন ত্বেকত্র নিষ্ঠত্বং তদা স্বচ্ছরতিরূপঃ। অথ পৃথক্‌পৃথক্ রসৈকনিষ্ঠেষু ভক্তেষু শান্ত্যাদিপঞ্চবিধরূপঃ। শান্তভক্তানাং শান্তিঃ। দাস্যভক্তানাং দাস্যরতিঃ। সখ্যভক্তানাং সখ্যম্। বাৎসল্যভক্তানাং বাৎসল্যম্। উজ্জ্বলভক্তানাং প্রিয়তা। এবং শান্ত দাস্যসখ্যবাৎল্যোজ্জ্বলাশ্চ পঞ্চমুখ্যরসা যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ। শান্তে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধিবৃত্তিতা, দাস্যে সেবা, সখ্যে নিঃসম্ভ্রমতা, বাৎসল্যে স্নেহঃ, উজ্জ্বলে অঙ্গসঙ্গদানেন সুখমুৎপাদ্যম্। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বগুণাদুত্তরোত্তরস্থাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্যুঃ।।১৭।।

অনুবাদ—অনন্তর স্থায়ীভাব—সামান্যরূপ, স্বচ্ছরূপ এবং শান্তাদিপঞ্চবিধরূপ। ঐকৈকরসনিষ্ঠ ভক্তসঙ্গরহিত সামান্য জনের সামান্যভজনপরিপাকে সামান্যরতিরূপ যে স্থায়ীভাব প্রকাশ পায়, তাহা সামান্যরূপ।

শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ততেও অবিশেষের সহিত কৃতজ্ঞ-জনের তত্তদ্ভজন-পরিপাকে পঞ্চবিধা রতি, তত্তদ্ভক্তসঙ্গবসতিকালভেদে যাহা উদিত হয়, যথা—কখন শান্তি, কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন বাৎসল্য এবং কখন কান্তাভাব, কিন্তু একত্র নিষ্ঠত্বের অভাব, তখন স্বচ্ছরতিরূপ। আর পৃথক্ পৃথক্ রসৈকনিষ্ঠ ভক্তেতে শান্তাদি পঞ্চবিধরূপ (স্থায়ীভাব প্রকাশ পায়)। শান্তভক্তদিগের শান্তি, দাস্যভক্তদিগের দাস্যরতি, সখ্যভক্তগণের সখ্য, বাৎসল্য ভক্তগণের বাৎসল্য, উজ্জ্বল ভক্তগণের প্রিয়তা (স্থায়ী-ভাব)। এইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্জ্বল, পঞ্চমুখ্য রস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শান্তরসে, শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বৃত্তিতা, দাস্যরসে সেবা, সখ্যরসে সম্ভ্রমরাহিত্য, বাৎসল্যরসে স্নেহ, উজ্জ্বল রসে অঙ্গসঙ্গ-দানের দ্বারা সুখোৎপাদন। এই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ হইতে উত্তরোত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।।১৭।।

অথ শান্তরসে নরাকৃতিপরব্রহ্ম চতুর্ভুজঃ নারায়ণঃ পরমাত্মা ইত্যাদি গুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎ-কুমারাদয়ঃ আশ্রয়ালম্বনাঃ তপস্বিনঃ। জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তকৃপয়া ভক্তিবাসনাযুক্তা যদি স্যুস্তদা তেঽপ্যা-শ্রয়ালম্বনাঃ। পর্ব্বতশৈলকাননাদিবাসিজনসঙ্গসিদ্ধক্ষেত্রাদয়ঃ উদ্দীপনবিভাবাঃ। নাসিকাগ্রদৃষ্টিঃ অবধূত-চেষ্টা নির্ম্মমতা ভগবদ্দ্বেষিজনে ন দ্বেষঃ তদ্ভক্তজনেঽপি নাতিভক্তিঃ মৌনং জ্ঞানশাস্ত্রেঽভিনিবেশঃ ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ। অশ্রুপুলক-রোমাঞ্চাদ্যাঃ প্রলয়বর্জ্জিতাঃ সাত্ত্বিকাঃ। নির্ব্বেদমতিধৃত্যাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। শান্তিঃ স্থায়ী। ইতি শান্তরসঃ।।১৮।।

অনুবাদ—অনন্তর শান্তরসে নরাকৃতি-পরব্রহ্ম চতুর্ভুজ, নারায়ণ, পরমাত্মা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি তপস্বিগণ আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মুক্তিবাসনা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনা-যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও

তখন আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। পর্ব্বত-শৈল কাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ এবং সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন-বিভাব। নাসাগ্র-দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্ম্মমতা, ভগবদ্বিদ্বেষিজনে দ্বেষরাহিত্য, ভক্তজনেও ভক্তির অতিশয়তারহিত, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ ইত্যাদি অনুভাব। প্রলয়বর্জ্জিত অশ্রু-পুলক-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব। নির্ব্বেদ, মতি, ধৃত্যাদি সঞ্চারি-ভাব। শান্তি স্থায়ী ভাব। ইহা শান্ত রস।।১৮।।

অথ দাস্যে রসে ঈশ্বর প্রভুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভক্তবৎসলঃ ইত্যাদি গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাশ্চতুর্বিধাঃ অধিকৃতভক্তাঃ আশ্রিতভক্তাঃ পার্ষদাঃ অনুগাশ্চেতি। তত্র-ব্রহ্মা শঙ্কর ইত্যাদয়োঽধিকৃতভক্তাঃ। তত্র আশ্রিতভক্তাস্ত্রিবিধাঃ শরণ্যাঃ জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাঃ। কালিয়-জরাসন্ধমগধরাজ-বদ্ধ-রাজাদয়ঃ শরণ্যাঃ। প্রথমতো জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য যে দাস্যে প্রবৃত্তাস্তে সনকাদয়ো জ্ঞানিচরাঃ। যে প্রথমত এব ভজনে রতাস্তে চন্দ্রধ্বজ-হরিহয়-বহুলাশ্বাদয়ঃ সেবানিষ্ঠাঃ। উদ্ধব-দারুক-শ্রুতদেবাদয়ঃ পার্ষদাঃ। সুচন্দ্র-মণ্ডনাদ্যাঃ পুরে রক্তক-পত্রক-মধুকণ্ঠাদয়ো ব্রজে অনুগাঃ। এষাং সপরিবার এব কৃষ্ণে যে যথোচিত ভক্তিমন্তঃ তে ধূর্য্যভক্তাঃ। যে কৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গে আদরযুক্তা স্তে ধীরভক্তাঃ। যে তু তৎকৃপাং প্রাপ্য গর্ব্বেণ কমপি ন গণয়ন্তি তে বীরভক্তাঃ। এতেষু গৌরবান্বিতসম্ভ্রমপ্রীতিযুক্তাস্তু প্রদ্যুম্নশাম্বাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাল্যাঃ। তে সর্ব্বে কেচিন্নিত্যসিদ্ধাঃ কেচিৎ সাধনসিদ্ধাঃ কেচিৎ সাধকাঃ। শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহচরণধূলীমহা-প্রসাদাদয়ঃ উদ্দীপনবিভাবাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞাকরণাদয়োঽনুভাবাঃ। প্রেমা স্নেহো রাগশ্চাত্র রসে ভবতি। অধিকৃতভক্তে আশ্রিতভক্তে চ প্রেমপর্য্যন্তো ভবতি স্থায়ী। পার্যদভক্তে স্নেহপর্যন্তঃ। পরীক্ষিতি দারুকে উদ্ধবে রাগঃ প্রকট এব। ব্রজানুগে রক্তকাদৌ সর্ব্ব এব। প্রদ্যুম্নাদাবপি সর্ব্ব এব। যাবৎপর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণদর্শনং প্রথমতো

ভবতি তাবৎকালমযোগঃ। দর্শনান্তরং যদি বিচ্ছেদ স্তদা বিয়োগঃ। তত্র দশ দশাঃ। অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যা আলম্বনশূন্যতা অধৃতির্জরতা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিশ্চ। ইতি দাস্যরসঃ।।১৯।।

অনুবাদ—অনন্তর দাস্যরসে ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল ইত্যাদি গুণবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়ালম্বন চারি প্রকার— অধিকৃত ভক্ত, আশ্রিতভক্ত, পার্ষদ এবং অনুগত। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, শঙ্কর ইত্যাদি অধিকৃতভক্ত। আশ্রিতভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালীয়নাগ, মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমতঃ জ্ঞানী থাকিয়াও পরে মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সনকাদি জ্ঞানিচর। যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজনে রত থাকেন, সেই চন্দ্রধ্বজ, হরিহয়, বহুলাশ্ব-আদি সেবানিষ্ঠ। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি পার্ষদ। সুচন্দ্র-মণ্ডনাদি পুরে এবং রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠাদি ব্রজে অনুগত। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বপরিবারে শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তিমান্, তাঁহারা ধূর্য্যভক্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে আদরযুক্ত, তাঁহারা ধীরভক্ত। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভপূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া কাহাকেও গণ্য করেন না অর্থাৎ অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারা বীরভক্ত। এই সকলের মধ্যে গৌরবান্বিত, সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত প্রদ্যুম্ন, শাম্বাদি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। তাঁহারা সকলে কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ সাধনসিদ্ধ, কেহ সাধক। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদাদি উদ্দীপন-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনাদি অনুভাব। এই দাস্যরসে, প্রেম, স্নেহ ও রাগ (অবস্থাত্রয়) প্রকাশ পায়। অধিকৃত ভক্তে এবং আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী। পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পরীক্ষিত, দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। ব্রজানুগ রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতেও সকলই দৃষ্ট হয়।

প্রথম হইতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অযোগ। দর্শনের পর যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে বিয়োগ। সে স্থলে (অর্থাৎ বিয়োগে)

দশদশা। অঙ্গতাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বন শূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃতি (অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা) ঘটে। ইহা দাস্যরস।।১৯।।

অথ সখ্যরসে বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ সুবেশঃ সুখীত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাঃ সখায়শ্চতুর্বিধাঃ। সুহৃদঃ সখায়ঃ প্রিয়সখায়ঃ প্রিয়নর্ম্মসখায়শ্চ। যে কৃষ্ণস্য বয়সাধিকাস্তে সুহৃদঃ কিঞ্চিদ্বাৎসল্যবন্তঃ তে সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্রবলভদ্রাদয়ঃ। যে কিঞ্চিদ্ বয়সা ন্যূনাস্তে কিঞ্চিদ্দাস্যমিশ্রাঃ সখায়ঃ তে বিশাল-বৃষভ-দেবপ্রস্থাদয়ঃ। যে বয়সা তুল্যাস্তে প্রিয়সখায়ঃ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামাদয়ঃ। যে তু প্রেয়সীরহস্য সহায়াঃ শৃঙ্গার-ভাবস্পৃহা স্তে প্রিয়নর্ম্মসখায়ঃ সবুল-মধুমঙ্গলার্জ্জুনাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরান্ বয়াংসি শৃঙ্গ-বেণু-দলবাদ্যাদয়শ্চ উদ্দীপন-বিভাবাঃ। তত্র প্রমাণম্—"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি কৈশোরমাপঞ্চদশং যৌবনন্তু ততঃ পরম্"।। অষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রকটবিহারঃ। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যাল্পকালত এব বয়োবৃদ্ধ্যা মাসচতুষ্টয়াধিকবৎসরত্রয়পর্য্যন্তং কৌমারং। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকষড়্বর্ষপর্য্যন্তং পৌগণ্ডম্। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং কৈশোরম্। ততঃ পরমপি সর্ব্বকালং ব্যাপ্য কৈশোরমেব। দশবর্ষং শেষকৈশোরম্। তত্রৈব সদা স্থিতিঃ। এবং সপ্তমে বর্ষে বৈশাখে মাসি কৈশোরারম্ভঃ। অতএব প্রসিদ্ধঃ পৌগণ্ডমধ্যে প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারঃ। তাসামপি তথাভূতত্বাদিতি প্রসঙ্গাৎ লিখিতম্। সখ্যে বাহুযুদ্ধখেলা একশয্যাশয়না-দয়োঽনুভাবাঃ। অশ্রুপুলকাদয়ঃ সর্ব্বে এব সাত্ত্বিকাঃ। হর্ষগর্ব্বাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। সাম্যদৃষ্ট্যা নিঃসম্ভ্রমতাময়ঃ বিশ্বাসবিশেষঃ সখ্যরতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। অথ প্রণয়ঃ প্রেমা স্নেহো রাগঃ সখ্যেন সহপঞ্চবিধঃ স্যাৎ। অন্যত্র অর্জ্জুন-ভীমসেন-শ্রীদামবিপ্রাদ্যাঃ সখায়ঃ। তত্রাপি

বিয়োগে দশ দশাঃ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্যাঃ। ইতি সখ্যরসঃ।।২০।।

অনুবাদ—অনন্তর সখ্যরসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়ালম্বন সখা চতুর্ব্বিধ—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে অধিক এবং কিঞ্চিৎ বাৎসল্য যুক্ত তাঁহারাই সুহৃৎ—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্রাদি। যাঁহারা কিঞ্চিৎ বয়সে ন্যূন এবং কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা—বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বয়সে তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়-সখা—শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি। যাঁহারা কিন্তু প্রেয়সী রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গার ভাবস্পৃহা যুক্ত, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা —সুবল, মধুমঙ্গল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স এবং শৃঙ্গ, বেণু, পত্রনির্ম্মিত বাদ্যাদি উদ্দীপন-বিভাব। সে স্থলে প্রমাণ বা নিয়ম—পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তদনন্তর যৌবন। শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু দশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট বিহার। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত অল্প কালেই বয়ঃ বৃদ্ধি বিচারে তিন বৎসর চারিমাস কাল পর্য্যন্ত কৌমার। তারপর ছয় বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। তারপর দশ বৎসর আট মাস পর্যন্ত কৈশোর। তারপরও সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া কৈশোরই। দশ বৎসরই তাঁহার শেষ কৈশোর। সেই কৈশোরেই তাঁহার সর্ব্বদা অবস্থিতি এবং সপ্তম বর্ষে বৈশাখ মাসে কৈশোর আরম্ভ অতএব প্রসিদ্ধ পৌগণ্ড মধ্যে প্রেয়সীবর্গের সহিত তাঁহার বিহার। প্রেয়সীবর্গেরও সেই প্রকার; ইহা প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হইল। সখ্যে বাহুযুদ্ধ, খেলা, এক শয্যায় শয়নাদি অনুভাব। অশ্রুপুলকাদি সকলই সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ-গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব। সাম্যদৃষ্টিবশতঃ নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস-বিশেষ সখ্যরতি স্থায়ী ভাব। অনন্তর উত্তরোত্তর সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, রাগ এই পঞ্চবিধ রূপ হয়। অন্যত্র অর্থাৎ পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও পূর্ব্ববর্ণিত দাস্যরসের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা জানিতে হইবে। ইহা সখ্যরস।।২০।।

অথ বাৎসল্যরসে কোমলাঙ্গো বিনয়ী সর্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রাহ্যভাববন্তঃ পিত্রাদয়ঃ গুরুজনা অত্র ব্রজে ব্রজেশ্বরীব্রজরাজ-রোহিণ্যুপনন্দ-তৎপত্ন্যাদয়ঃ। অন্যত্র দেবকীকুন্তীবসুদেবাদয়শ্চ আশ্রয়ালম্বনাঃ। স্মিতজল্পিত-বাল্যচেষ্টাদয় উদ্দীপনবিভাবাঃ। মস্তকাঘ্রাণাশীর্ব্বাদ-লালন-পালনাদয়োঽনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকাঃ স্তম্ভ-স্বেদাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্তনস্রবণমিতি নবসংখ্যাঃ। হর্ষশঙ্কাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। বাৎসল্যরতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেমস্নেহরাগাশ্চাত্র ভবন্তি। তত্রাপি বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশ দশাঃ। ইতি বাৎসল্যরসঃ।।২১।।

অনুবাদ—অনন্তর বাৎসল্য-রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রাহ্য-ভাবযুক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহের পাত্র এইরূপ বিচারবিশিষ্ট পিত্রাদি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন। ঐ আশ্রয়ালম্বন স্বরূপে ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিনী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি। অন্যত্র অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরায় দেবকী, কুন্তী, বসুদেবাদি। হাস্য, মৃদুমধুর বাক্য, ও বাল্য-চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ ও লালনপালনাদি অনুভাব। স্তম্ভ-স্বেদাদি সকলই এবং স্তনদুগ্ধ ক্ষরণাদি নয়টী সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ, শঙ্কাদি ব্যভিচারী ভাব। বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব। প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই রতিতে ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্বের ন্যায় দশ দশা। ইহা বাৎসল্য রস।।২১।।

অথ মধুররসে রূপমাধুর্য্য-বেণুমাধুর্য্য-লীলামাধুর্য্য-প্রেমমাধুর্য্য-সিন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। প্রেয়সীগণঃ আশ্রয়ালম্বনঃ। মুরলীরববসন্তকোকিলনাদনবমেঘময়ূর কণ্ঠাদিদর্শনাদ্যাঃ উদ্দীপন বিভাবাঃ। কটাক্ষ-হাস্যাদয়োঽনুভাবাঃ। সর্ব্ব এব সাত্ত্বিকাঃ সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্তাঃ। নির্ব্বেদাদ্যা সর্ব্বে আলস্যৌগ্র্যরহিতাঃ সঞ্চারিণঃ। প্রিয়তারতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেমস্নেহরাগাদ্যাঃ শ্রীলোজ্জ্বল-নীলমণ্যুক্তাঃ সর্ব্ব এব ভবন্তি। ইতি মধুররসঃ।।২২।।

অনুবাদ—অনন্তর মধুর রসে রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ুরকণ্ঠাদি দর্শন প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। কটাক্ষ ও হাস্যাদি অনুভাব। স্তম্ভাদি সকলই সাত্ত্বিক ভাব সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতারহিত নির্ব্বেদাদি সকলই সঞ্চারী ভাব। প্রিয়তারতি স্থায়ীভাব। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত প্রেম, স্নেহ, রাগাদি সকল অবস্থাই প্রকাশ পায়। ইহা মধুর রস।।২২।।

অথৈষাং মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ। শান্তস্য দাস্যস্য পরস্পরং মৈত্রী। সখ্যবাৎসল্যৌ তটস্থৌ। বাৎসল্যস্য ন কেনাপি মৈত্রী। উজ্জ্বল-দাস্য-রসৌ শত্রূ। ইতি মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ।।২৩।।

অনুবাদ—অনন্তর মৈত্র ও বৈরভাবের স্থিতি। শান্ত ও দাস্যের পরস্পর মিত্রভাব। সখ্য ও বাৎসল্য তটস্থ। বাৎসল্যের কাহারও সহিত মিত্রতা নাই। উজ্জ্বল ও দাস্য পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। ইহাই মৈত্রী-বৈরস্থিতি।।২৩।।

অথ ভাবমিশ্রণম্। শ্রীবলদেবাদীনাং সখ্যং বাৎসল্যং দাস্যঞ্চ। মুখরাপ্রভৃতীনাং বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। ভীমস্য সখ্যং বাৎসল্যঞ্চ। অর্জ্জুনস্য সখ্যং দাসঞ্চ। নকুলসহদেবয়োর্দাস্যং সখ্যঞ্চ। উদ্ধবস্য দাস্যং সখ্যঞ্চ। অক্রূরোগ্রসেনাদীনাং দাস্যং বাৎসল্যঞ্চ। অনিরুদ্ধাদীনাং দাস্যং সখঞ্চ। এবং পঞ্চ মুখ্যরসাঃ সমাপ্তাঃ।।২৪।।

অনুবাদ—অনন্তর ভাবমিশ্র। শ্রীবলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য এবং দাস্য মিশ্রিত। মুখরা প্রভৃতির বাৎসল্য এবং সখ্য। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য এবং সখ্য। ভীমের সখ্য এবং বাৎসল্য। অর্জ্জুনের সখ্য এবং দাস্য। নকুল-সহদেবের দাস্য এবং সখ্য। উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য। অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য। অনিরুদ্ধাদির দাস্য এবং সখ্য। এই প্রকারে পঞ্চ মুখ্য রসের বর্ণন সমাপ্ত।।২৪।।

অথ হাস্যাদ্ভুতবীরকরুণরৌদ্রভয়ানকবীভৎসাঃ সপ্ত গৌণভক্তিরসাঃ পঞ্চবিধভক্তেম্বেবোদয়ন্তে। অতএব পঞ্চবিধভক্তা আশ্রয়ালম্বনাঃ। হাস্যাদীনাং ষণ্ণাং রসানাং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তাশ্চ তৎসম্বন্ধিনশ্চ বিষয়ালম্বনাঃ। বীভৎস্য তু ঘৃণাস্পদামেধ্যমাংসশোণিতাদয়ো বিষয়াঃ। রৌদ্রভয়ানকয়োঃ শ্রীকৃষ্ণশত্রবোঽপি বিষয়াঃ। গণ্ডবিকাশনেত্রবিস্ফারাদয়ো যথাসম্ভবমনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকা অপি যথাসম্ভবং দ্বিত্রা হর্ষা-মর্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ ক্রোধশোকৌ ভয়ং তথা জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ। হাস্যাদীনামমী ক্রমেণ স্থায়িভাবাঃ। কিঞ্চ বীররসে যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মেষু উৎসাহবশাৎ যুদ্ধবীরঃ দানবীরঃ দয়াবীরঃ ধর্ম্মবীর ইতি চতুর্দ্ধা বীররসঃ। ইতি সপ্ত গৌণরসাঃ। এবং মিলিত্বা দ্বাদশরসা ভবন্তি।।২৫।।

অনুবাদ—অনন্তর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সপ্ত গৌণভক্তিরস পঞ্চবিধ ভক্তেই উদিত হয়। অতএব পঞ্চবিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। হাস্যাদি ছয়টী রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্ত এবং তৎ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি সমূহ। বীভৎস রসের কিন্তু ঘৃণাস্পদ, অপবিত্র, মাংস-শোনিতাদি বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুবর্গও রৌদ্র ও ভয়ানক রসের বিষয়। গণ্ড-বিকাশ, নেত্র-বিস্ফারাদি যথাসম্ভব অনুভাব। সাত্ত্বিক ভাবও যথাসম্ভব দুই তিনটী; হর্ষ ও ক্রোধাদি ব্যভিচারী ভাব। হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, শোক, ভয় এবং ঘৃণা প্রভৃতি এই ভাব বিশেষ সপ্তধা-উদিত। হাস্যাদির এই সকল ক্রমে স্থায়ীভাব। (যথা—হাস্যের হাস, অদ্ভুতের বিস্ময়, বীরের উৎসাহ, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, ভয়ানকের ভয়, বীভৎসের ঘৃণা) আর বীররসে, যুদ্ধ, দান ও ধর্ম্মে উৎসাহ বশে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্মবীর এই চারি প্রকার বীররস। ইহা সপ্তগৌণ রস। এই প্রকার মিলিয়া দ্বাদশ রস হয়।।২৫।।

অনুবিন্দু—রসবিচার একটী জটিল তত্ত্ব। প্রাকৃত জগতে যে রসবিচার জড় আলঙ্কারিকগণ করিয়াছেন, তাহা জীবের বদ্ধাবস্থায় অনুভূত হয়,

কিন্তু জীবের শুদ্ধাবস্থায় চিৎস্বরূপে যে রসানুভব হয়, তাহা প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ পৃথক্। চিৎ-রস নিত্য, উপাদেয় আর জড়রস অনিত্য ও হেয়। চিদ্-রসের বিষয়—শ্রীভগবান্ আর আশ্রয়—শুদ্ধভক্ত। এবং জড় রসের বিষয় ও আশ্রয় বদ্ধজীবের পরস্পর দেহাত্মাভিমানগত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধীয় ব্যাপার। উহা চিদ্রসের বা শুদ্ধ রসের বিকৃত প্রতিফলনমাত্র।

রসের সংজ্ঞা নিরূপণে শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" (দঃ বিঃ ৫ লঃ ৭৯)

অর্থাৎ ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারিতাময় আধার স্বরূপ ভূমিকাতে যে স্থায়ীভাব শুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া অভিমত।

অপ্রাকৃত, পরমমুক্ত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের নিত্য আস্বাদ্য রস বিষয়ে মাদৃশ অনর্থযুক্ত বদ্ধ জীবের কিছুই প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকায়, পরমারাধ্যতম মদভীষ্ট পরাৎপর গুরুদেব শ্রীগৌর নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে বর্ণিত বিষয়ের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—"রসরূপ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ ভাব লক্ষিত হয়,—১। স্থায়িভাব, ২। বিভাব, ৩। অনুভাব, ৪। সাত্ত্বিকভাব, ৫। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব।

স্থায়িভাবই রসের মুল। বিভাব রসের হেতু। অনুভাব রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ স্থায়িভাবকে স্বাদ্যত্ব অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে। বিস্তৃতি স্থলে এই সব বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইবে;কিন্তু যে পর্য্যন্ত সাধক রসকে আস্বাদন না করেন, সে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটী আত্মগত হইতে পারিবে না। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের—প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইতে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না। আমরা যাহাকে সামান্যতঃ

জ্ঞান বলি, সে হয়ত জিজ্ঞাসা বা সংগ্রহ, আস্বাদন নয়। আস্বাদন ব্যতীত রসের স্ফূর্ত্তি হয় না।

আদৌ স্থায়িভাবের বিচার করা যাউক। অন্য সকল ভাবকে নিজবশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়ীভাব। জাত-ভাব পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপয়োগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেম-প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্বদশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়ীভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে। উৎপন্নরতি-পুরুষগণ সাধকই হউন বা সিদ্ধই হউন, রসাস্বাদনের অধিকারী। এস্থলে সাধক-শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তির রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিঘ্ন পরিসমাপ্তি হয় নাই, তিনি প্রেমপদার্থের সাধক-পদবাচ্য বা প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি উদিত হইলেই ক্রমশঃ অনর্থ বিগত হয়। জড়াসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই জড়-সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যত দিন বিঘ্ন আছে, তত দিন জীব বস্তুসিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেমদশা-প্রাপ্তরতি হইলেই রসলাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধ উদিত হয়।

স্থায়িভাবনাম-প্রাপ্তরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই ভাবচতুষ্টয় দ্বারা স্বাদ্যত্ব অবস্থায় নীত হইতে হইতেই বিভাবের পঞ্চ-প্রকার স্বভাবভেদে স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চপ্রকার স্বভাব স্বীকার করে। পঞ্চপ্রকার স্বভাব, যথাঃ—

১। শান্ত স্বভাব, ২। দাস্য স্বভাব, ৩। সখ্য স্বভাব ৪। বাৎসল্য স্বভাব, ৫। মধুর স্বভাব।

এই পঞ্চপ্রকার স্বভাব আদৌ বিভাবেই থাকে। বিষয় ও আশ্রয় (তন্মধ্যে রতি কার্য্য করে)—এই দুইটী বিভাগ আলম্বনের অন্তর্গত

উক্ত। স্বভাব পাঁচটী বিষয় ও আশ্রয় সম্বন্ধি। রতি স্বীয় আস্বাদনরূপ রসক্রিয়াতে বিষয় ও আশ্রয়ের স্বভাব স্বীকার করে। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের বিশেষনামা-বিক্রম দ্বারাই ঐ পাঁচটী স্বভাব বিষয় ও আশ্রয়গত হইয়া রসের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। ঐ পাঁচটী স্বভাবকে স্বীকার করায় রতি পঞ্চবিধাঃ—

১। শান্ত রতি, ২। দাস্য বা প্রীত-রতি, ৩। সখ্য বা প্রেয়ো-রতি, ৪। বাৎসল্য বা অনুকম্পা-রতি, ৫। কান্ত বা মধুর-রতি।

বিভাবের স্বভাবক্রমে রতি পঞ্চবিধ। রসক্রিয়ার বিভাব প্রধান বা মুখ্যসামগ্রী। এতন্নিবন্ধন ঐ পঞ্চপ্রকার রতিকে মুখ্য রতি বলা হইয়াছে। রসের সহায়স্বরূপ গৌণসামগ্রীরূপে সঞ্চারিভাবসকল পরিচিত। সেই সঞ্চারিভাবগত আর সাতটী স্বভাব যখন রতির স্বভাবে প্রবেশ করতঃ রতিকে ভেদ করে, তখন গৌণ-স্বভাবগত রতি সাতপ্রকার হয়, যথা—

১। হাস্য—হাসরতি। ২। অদ্ভুত—বিস্ময়রতি। ৩। বীর—উৎসাহ-রতি। ৪। করুণ—শোকরতি। ৫। রৌদ্র—ক্রোধরতি। ৬। ভয়ানক—ভয়রতি। ৭। বীভৎস—জুগুপ্সা-রতি।”

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

“মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ। মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্বমনুত্তমাঃ।। হাস্যোঽদ্ভূতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।।”

দঃ ৫লঃ ১১৫-১১৬।। ১৬-২৫।।

অথৈষাং সপ্তগৌণানাং পঞ্চসু মুখ্যরসেষু অন্তর্ভাবো যথা—হাস্যযুদ্ধবীরয়োঃ সখ্যে। অদ্ভুতস্য সর্ব্বত্র। করুণাদানবীরদয়া-বীরাণাং বাৎসল্যে। ভয়ানকস্য বাৎসল্যে দাস্যে চ। বীভৎস্য শান্তে। রৌদ্রস্য ক্রোধরতিবাৎসল্যোজ্জ্বলরসপরিবারেষু একাংশেনে-ত্যানেনৈব পরস্পরং মৈত্রী বৈরঞ্চ যুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্।।২৬।।

অনুবাদ—অনন্তর এই সপ্তগৌণ রস পঞ্চমুখ্যরসের অন্তর্ভাব। যথা—সখ্যে, হাস্য ও যুদ্ধ-বীরের। অদ্ভুতের সর্ব্বত্র। বাৎসল্যে—করুণ ও দানবীর

ও দয়াবীরের। বাৎসল্যে ও দাস্যে ভয়ানকের। শান্তে বীভৎসের। (অন্তর্ভাব দৃষ্ট হয়)। আর রৌদ্রের ক্রোধরতি, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল-রস পরিবারে একাংশে অন্তর্ভাব। এতদ্বারা উহাদের পরস্পর মৈত্রী এবং বৈরভাব বিচার পূর্ব্বক জ্ঞেয়।।২৬।।

বৈররসস্য স্মরণে রাধ্যত্বে বা বিষয়াশ্রয়ভেদে বা উপমায়াং বা রসান্তরব্যবধানেন বা বর্ণনে সতি ন রসাভাসঃ। অন্যথা তু পরস্পর বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ। যদি পরস্পরং মিত্রযোগস্তদা সুরসতা। মুখ্যানান্ত বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি বৈরযোগে রসাভাস এব। এবমধিরূঢ়মহাভাবে কেবলং শ্রীরাধায়ান্ত বৈরযোগেঽপি বর্ণনপরিপাট্যাং ন রসাভাসঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণো যদি স্বয়মেকদৈব সর্ব্বরসানাং বিষয়ো বা আশ্রয়ো বা তদাপি ন রসাভাসঃ অথান্যেঽপি রসাভাসাঃ কেচিৎ গ্রাহ্যপ্রায়াঃ—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্মতশ্চমৎকারাধিক্যং ন ভবতি তদা শান্তরসাভাসঃ; শ্রীকৃষ্ণাগ্রে যদি দাসস্যাতিধার্ষ্ট্যং ভবতি তদা দাস্যরসাভাসঃ; দ্বয়োর্মধ্যে একস্য সখ্যভাবঃ অন্যস্য দাস্যভাবস্তদা সখ্যরসাভাসঃ; পুত্রাদীনাং বলাধিক্য-জ্ঞানেন লালনাদ্য-করণং বাৎসল্য-রসাভাসঃ; দ্বয়োর্ম্মধ্যে একস্য রমণেচ্ছান্যস্য নাস্তি প্রকটমেব সম্ভোগপ্রার্থনং বা তদোজ্জ্বলরসাভাসঃ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতাশ্চেৎ হাস্যাদয়স্তদা তে হাস্যাদিরসাভাসাঃ; যদি শ্রীকৃষ্ণবৈরিষু ভবন্তি তদা অতিরসাভাসাঃ।।২৭।।

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতো বিন্দুরূপেণ।
ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-বিরচিতঃ
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—বৈররসের স্মরণে প্রশংসনে বা বিষয়াশ্রয়ভেদে বা উপমাতে

বা রসান্তর ব্যবধানে বা বর্ণনে রসাভাস হয় না। অন্যথা কিন্তু পরস্পর যদি বৈরভাবাপন্ন রসদ্বয়ের যোগ হয়, তাহা হইলে রসাভাস হয়। যদি পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন রসের যোগ হয়, তাহা হইলে সুরসতা হয়। মুখ্য রস সমূহের কিন্তু বিষয়াশ্রয়-ভেদেও বৈরযোগে রসাভাসই। এই প্রকারে কেবল শ্রীরাধিকাতে কিন্তু অধিরূঢ় মহাভাবে বৈর-যোগেও বর্ণন পারিপাট্যে রসাভাস হয় না। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি এক সময়েই সকল রসের বিষয় বা আশ্রয় হন, তাহা হইলেও রসাভাস হয় না। অনন্তর অন্য কোন কোন রসাভাসও প্রায়শঃ গৃহীত হয় যথা—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকারাধিক্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে শান্ত-রসাভাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যদি তদীয় দাসের অতিশয় ধৃষ্টতা দেখা যায়, তাহা হইলে দাস্য-রসাভাস হয়। দুই সখার মধ্যে একের সখ্য-ভাব, অন্যের দাস্য-ভাব, তাহা হইলে সখ্য-রসাভাস হয়। পুত্রাদির বলাধিক্য-জ্ঞানে লালনাদির অকরণে, বাৎসল্য-রসাভাস হয়। নায়কনায়িকার মধ্যে একের রমণেচ্ছা অন্যের রমণেচ্ছা নাই, অথবা দুই-এর মধ্যে একের প্রকাশ্যভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উজ্জ্বল-রসাভাস হয়। হাস্যাদি যদি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সেই হাস্যাদি রসাভাস হয়। (এই হাস্যাদি) যদি শ্রীকৃষ্ণের বৈরজনের হয়, তাহা হইলে অতি-রসাভাস হয়।।২৭।।

যিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির চরণসেবায় উন্মুখ, তিনি এই ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-বিন্দু হইতে বিন্দুরূপে শ্রীহরির চরণে আসক্ত হউন।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিবিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুর অনুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবিন্দু—'রসাভাস' সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।।
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার।। অন্ত্য ৫।১০২-১০৩।।

এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।

"রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ম লঃ—'পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুর-সাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমা ক্রমাৎ।। প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্। শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ।। ভক্তাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ। রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ।। কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষশ্চেদ্‌বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ। হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ।। ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্‌রসাঃ।।" আপাত রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাহা পূর্ব্বকথিত রস-লক্ষণদ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকগণ তাহাকে 'রসাভাস' বলেন। 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস'-ভেদে রসাভাস 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ' বলিয়া কথিত হয়। বিরূপতা-প্রাপ্ত-স্থায়িবিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা উপলক্ষিত শান্তাদি দ্বাদশটি রস 'উপরস' নামে কথিত, কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বর্জ্জিত ভক্তাদি বিভাবসমূহ দ্বারা উৎপন্ন হাস্যাদি সাতটি রস ও রুক্ষ শান্তরসই 'অনুরস' নামে কথিত, পরস্পর বিরুদ্ধভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ অসুরগণ যদি হাস্যাদি রসের বিষয়ত্ব বা আশ্রয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে 'অপরস' বলেন। ভাবসকলকে কেহ কেহ 'তদাভাস' বা 'রসাভাস' বলেন, রসতত্ত্বাভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ স্বাদুত্ব বা আনন্দ-প্রদত্ত-হেতুই এই সকলকে 'রস' বলিয়া থাকেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন "পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাস অর্থাৎ বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলে 'রসাভাস' হয়"।।২৭।।

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুর অনুবিন্দু-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি মহামহোপাধ্যায় পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ **শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ** চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর, পরম প্রিয়তম পার্ষদ **শ্রীশ্রীল রূপপাদ**-প্রণীত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ব্রজরাজ শ্রীনন্দ-নন্দনের উজ্জ্বলরসের পরম বিজ্ঞানময় শাস্ত্র 'শ্রীউজ্জ্বল- নীলমণি'-গ্রন্থের সার-নির্য্যাস অতি সরল ও প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ এই গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন যে, যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরি-চরণে উন্মুখ হইয়াছেন, এই 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি'র কিরণ তাঁহাদের পথের আলোকস্বরূপ হউন।

এই গ্রন্থে উজ্জ্বল-রসের বিষয়-আলম্বন-নায়ক চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন, আশ্রয়-আলম্বন নায়িকাগণের বর্ণন, তাঁহাদের স্বভাব, দূতীগণের পরিচয়, পঞ্চবিধ সখীদিগের বর্ণন, বয়স, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাবসমূহ, সাত্ত্বিকভাবসমূহ, ভাবোৎপত্তি প্রভৃতি, স্থায়ীভাব—মধুরারতির বর্ণন, ইহাদের আশ্রয়-নির্ণয় এবং সর্ব্বশেষ শৃঙ্গার-রসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের বর্ণন, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ শ্রীল রূপপাদের প্রণীত রস-শাস্ত্রের টীকা ও সার সংকলন পূর্ব্বক বহু সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রবাদের মত প্রচলিত আছে যে,

'কিরণ', 'বিন্দু', 'কণা'।
এই তিন নিয়ে বৈষ্ণব-পনা।।

ইনি শ্রীল রূপ-পাদের রচিত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থের ও 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে'রও সার নির্য্যাস সংকলন পূর্ব্বক সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই গ্রন্থত্রয়ই 'কিরণ', 'বিন্দু'

ও 'কণা' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর গৌড়ীয়বৈষ্ণব জগতের মধ্যযুগীয় সংরক্ষক আচার্য্য। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীল রূপপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ বা অবতার-রূপে পূজা করিয়াও থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীল রূপপাদের পদাঙ্কানুসরণে বিপুল অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া পৃথিবীতে শ্রীমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপন ও রূপানুগবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তসমূহের নিরসণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে পরমোজ্জ্বল আচার্য্য-রূপে, প্রামাণিক মহাজন-রূপে প্রপূজিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল রূপপাদের ন্যায় অপ্রাকৃত দার্শনিক, অপ্রাকৃত কবি ও রসিক ভক্ত-চূড়ামণি আচার্য্যবর্য্যরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে পরমারাধ্য হইয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ পাওয়া যায় যে,—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।।"

অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তিপথের পথপ্রদর্শক বলিয়া তিনি বিশ্বনাথরূপে বিশ্বের আচার্য্য-রূপে প্রসিদ্ধ এবং শুদ্ধ ভক্তচক্রে অর্থাৎ ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত থাকায় চক্রবর্ত্তী আখ্যাও তাঁহার হইয়াছিল।

শ্রীল কৃষ্ণদাস নামক জনৈক পদ-কর্ত্তা শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ-রচিত শ্রীমাধূর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থের পদ্যানুবাদের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'-গ্রন্থ জগৎ কৈল্য ধন্য।
চক্রবর্ত্তি-মুখে বক্তা আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।
কেহ কহেন—চক্রবর্ত্তী শ্রীরূপের অবতার।
কঠিন যে তত্ত্ব সরল করিতে প্রচার।।
ওহে গুণনিধি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
কি জানিব তোমার গুণ মুঞিও মূঢ়মতি।।"

বহুদিন হইতে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের প্রণীত এই গ্রন্থত্রয় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহার পুনর্মুদ্রণের একান্তিক ইচ্ছা বলবতী হইলে অতিশয় কষ্টে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত

হইয়াছে। সে কারণ কিছু ভ্রম থাকার সম্ভাবনা আছে। এই গ্রন্থে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি 'অনুকিরণ' নাম্নী টীকাও সংযোজিত হইয়াছে।

মাদৃশ সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, অনধিকারী, প্রবল অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থের টীকা রচনা ত' দূরের কথা, ইহা স্পর্শেরও অধিকার নাই। ইহা জানিয়াই মদীয় পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ পরাৎপর-শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** রচিত 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থ হইতে মহাজন-বাণী উদ্ধারকরতঃ টীকা রচিত হইয়াছে। উহাতে এ অধমের কোন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায় নাই। যদি এইরূপ কার্য্যেও কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশাকরি, তাঁহাদের অহৈতুকী করুণায় এই গ্রন্থখানির পুনঃ প্রকাশের ফলে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণববর্গের আশীর্ব্বাদ-লাভের যোগ্য হইতে পারিব।

এই গ্রন্থের টীকার স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** লেখনী-প্রসূত বাণীও কয়েক স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম মদীয় বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ** যদি আজ প্রকট থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও এই গ্রন্থ-প্রকাশে আনন্দিত হইতেন; ইহাই আমার বিশ্বাস।

নিজের অশেষ অযোগ্যতায় ও নানা অসুবিধার মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় নানাবিধ ত্রুটি ও ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। সে-কারণ সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন নিজগুণে আমার দোষ ত্রুটি ক্ষমাপণ পূর্ব্বক গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আরও একটি

বিশেষ নিবেদন,—বিশেষ অধিকারী না হইলে এই গ্রন্থ অনুশীলন না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ কৃষ্ণ-লীলার বিষয় প্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে গেলে বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ ত' দূরের কথা, অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়।

পরিশেষে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়, আমাদের শ্রীআসনের আশ্রিতা শ্রীযুক্তা শান্তিলতা রায় চৌধুরাণী মহোদয়া তাঁহার স্বামী পরলোকগত জনেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এল্, ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের আত্মার নিত্যকল্যাণার্থ, বহন করিয়া, অশেষ ভক্তিন্মুখী-সুকৃতি অর্জ্জন করায় সকলের ধন্যবাদের পাত্রী হইলেন। ইতি।

তারিখ— শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-সেবা-প্রার্থী
শ্রীব্যাসপূজা-বাসর (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) **শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।**
১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

অথোজ্জ্বলরসস্তত্র নায়কচূড়ামণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রথমং গোকুল-মথুরা-দ্বারকাসু ক্রমেণ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিবিধঃ। ধীরোদাত্তঃ ধীরললিতঃ ধীরোদ্ধতঃ ধীরশান্তঃ ইতি প্রত্যেকং চতুর্বিধঃ। তত্র রঘুনাথবৎ গম্ভীরো বিনয়ী যথার্হসর্ব্বজন-সম্মানকারীত্যাদিগুণবান্ ধীরোদাত্তঃ। কন্দর্পবৎ প্রেয়সীবশো নিশ্চিন্তো নবতারুণ্যো বিদগ্ধো ধীরললিতঃ। ভীমসেনবৎ উদ্ধত আত্মশ্লাঘারোষকৈতবাদিগুণযুক্তো ধীরোদ্ধতঃ। যুধিষ্ঠিরবৎ ধার্ম্মিকো জিতেন্দ্রিয়ঃ শাস্ত্রদর্শী ধীরশান্তঃ। পুনশ্চ পত্যুপপতিত্বেন প্রত্যেকং দ্বিবিধঃ। এবং পুনশ্চ অনুকূলো দক্ষিণঃ শঠো ধৃষ্ট ইতি প্রত্যেকং স চতুর্বিধঃ। একস্যামেব নায়িকায়ামনুরাগী অনুকূলঃ, সর্ব্বত্র সমো দক্ষিণঃ, সাক্ষাৎ প্রিয়ং ব্যক্তি পরোক্ষে অপ্রিয়ং করোতি যঃ স শঠঃ, অন্যকান্তাসম্ভোগচিহ্নাদিযুক্তোঽপি নির্ভয়ঃ মিথ্যাবাদী যঃ স ধৃষ্টঃ। এবং ষড়নবতিবিধা নায়কভেদাঃ ।।১।।

অনুবাদ—অনন্তর উজ্জ্বল রস। এই রসে নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে নায়ক ত্রিবিধ; গোকুল, মথুরা, দ্বারকাতে ক্রমশঃ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ অর্থাৎ গোকূলে পূর্ণতম, মথুরাতে পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। ধীরোদাত্ত, ধীর-ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত ভেদে ইহারা প্রত্যেকে আবার চতুর্বিধ। তন্মধ্যে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর, বিনয়ী এবং যথাযোগ্য সর্ব্বজনের সম্মানকারী ইত্যাদি গুণবান তিনি ধীরোদাত্ত (নায়ক)। যিনি কন্দর্পের ন্যায় প্রেয়সী-বশ, নিশ্চিন্ত, নবতরুণ ও নৃত্যগীতাদি কলাকুশল-বিদগ্ধ, তিনি ধীরললিত। যিনি ভীমসেনের ন্যায় উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাকারী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, কপটাদি-গুণযুক্ত তিনি ধীরোদ্ধত। যিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রদর্শী, তিনি ধীরশান্ত।

পুনরায় ইহাদের প্রত্যেকে আবার পতি ও উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এবং পুনরায় অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে ইহারা আবার প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ। যিনি এক নায়িকাতেই অনুরাগী, তিনি অনুকূল। যিনি সর্ব্বত্র সম তিনি দক্ষিণ অর্থাৎ বহু নায়িকাতে অনুরাগী হইয়াও সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত। যিনি সাক্ষাতে প্রিয় বলেন এবং পরোক্ষে অপ্রিয় আচরণ করেন, তিনি শঠ। আর যিনি অন্য কান্তা-সম্ভোগ-চিহ্নাদিযুক্ত হইয়াও নির্ভয় এবং মিথ্যাবাদী তিনি ধৃষ্ট। এই প্রকারে ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক-ভেদ ।।১।।

অনুকিরণ—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীগোস্বামিনে নমঃ।।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানকে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামূলে, স্বীয় অশেষ অযোগ্যতা স্মরণ করিয়াও, কেবলমাত্র মহাজনবাণী উদ্ধার করতঃ, এই গ্রন্থের 'অনুকিরণ'-নাম্নী টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মাদৃশ প্রবল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির

পক্ষে এই গ্রন্থ স্পর্শেরও অধিকার নাই জানিয়াও, শ্রীগুরুবর্গের কৃপাদেশেই প্রেরণাযুক্ত হইয়া এই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থখানির একটী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায়, এই দুরুহ ও দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আশাকরি, পরমকারুণিক, পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ও তদীয় প্রিয়জনগণ মাদৃশ অধমের ধৃষ্টতা ও প্রগল্‌ভতা দর্শনে অপরাধ গ্রহণ না করিয়া, ক্ষমার্হ-বিচারে করুণাবারি সিঞ্চনে কৃতার্থ করিবেন।

মদীয় পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয় কহিলেন,—প্রভো, আপনার অসীম কৃপাবলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জ্বলরস সম্বন্ধে কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বাবা তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

বিজয়কুমার কহিতেছেন,—প্রভো, মধুর রসকে মুখ্যরসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্ব্বোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুররস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতানিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড়ধর্ম্মের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য নয়। এবম্ভূত অপূর্ব্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয়, স্ত্রীপুরুষগত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে?

গোস্বামী। বাবা বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদয়ই যে

চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। ইহাতে গূঢ়তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত-প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম্ম-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম বস্তুর ধর্ম্মগুলি জড়ে বিপর্য্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তুগত রস সেইরূপে জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্তধর্ম্মপ্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিচিত্রতাগত সুখ আছে তাহাই পরম বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মকেই পরম বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্তা ও সত্তাধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাঁহারা যুক্তিকে আশ্রয় করে তাঁহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তু রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্ত ধর্ম্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার উপরে সখ্য রস, তাহার উপরে বাৎসল্য রস, সর্ব্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপর বাৎসল্য রস, তাহার উপর সখ্যরস, তাহার উপর দাস্য রস এবং সর্ব্বোপরি শান্ত রস। জড়ধর্ম্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ

প্রকৃতিভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড় জগতের যে জড়প্রত্যায়িত ব্যবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শ-প্রতিফলন বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহারে এবং নির্ম্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় অপরটী নিতান্ত উপাদেয়।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে 'পূর্ণতম'রূপে, মথুরায় 'পূর্ণতর'রূপে ও দ্বারকায় 'পূর্ণ'রূপে প্রকাশিত। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর,' 'পূর্ণ'।।
এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম।"

(মধ্য ২০।৩৯৬, ৪০০)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যেও পাই,—

"কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা-পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণতর' এবং পরব্যোম বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণপুরীদ্বয় অপেক্ষাও ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণ'।।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতেও পাওয়া যায়,—

"হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।

অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ।।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু।।

(দঃ বিঃ বিঃ ১১০-১১১)

ধীরোদাত্ত প্রভৃতি ভেদে চতুর্ব্বিধ নায়কের বিষয় এবং তাহা আবার অনুকূল প্রভৃতি ভেদে যে চারি প্রকার; তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদরচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণে অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাজমান হইলেও তাঁহার দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম, এই তারতম্য গুণ-প্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভেদে 'ধীরোদাত্ত' 'ধীরললিত' 'ধীরশান্ত' এবং 'ধীরোদ্ধত'—এই চতুর্ব্বিধ নায়করূপ।

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিরূপ?

গোস্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অপ্রকাশিত-গর্ব্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত-নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিবে।

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই সকল গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক।

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ?

গোস্বামী। শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া কৃষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ?

গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত-নায়ক হইয়াছেন।"

আরও পাওয়া যায়,—

"বিজয়। প্রভো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চারি প্রকার তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক নায়িকায় অতিশয়আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল, রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীরললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততাদি, ধীরললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন?

গোস্বামী। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সরল। পূর্ব্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন

আরও পাওয়া যায়,—

"বিজয়। প্রভো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চারি প্রকার তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক নায়িকায় অতিশয়আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল, রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীরললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততাদি, ধীরললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন?

গোস্বামী। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সরল। পূর্ব্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন

করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নায়িকাতে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়।

বিজয়। শঠ কিরূপ?

গোস্বামী। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অন্যত্র বিপ্রিয়াচরণ করিয়া নিগূঢ় অপরাধ করেন, তিনি শঠ।

বিজয়। ধৃষ্ট লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার ভোগ-চিহ্ন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ, তিনি ধৃষ্ট।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়?

গোস্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। সেই কৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্ব-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার-ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে, স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চব্বিশ প্রকার নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কোচভাব ও পরকীয় রসের প্রাধান্যপ্রযুক্ত ব্রজরসলীলায় পরকীয় রসের চব্বিশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বর্ত্তমান। লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কত্বের প্রয়োজন, সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন।"

এ বিষয়ে আরোও জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের নায়ক-ভেদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।। ১।।

অথাশ্রয়ালম্বননায়িকাঃ প্রথমং স্বীয়াঃ পরকীয়া ইতি দ্বিবিধাঃ। কাত্যায়নিব্রতপরাণাং কন্যানাং মধ্যে যা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহিতাঃ তাঃ স্বীয়াঃ। তদন্যা ধন্যাদয়ঃ কন্যাঃ পরকীয়া এব। শ্রীরাধাদ্যাস্তু প্রৌঢ়াঃ পরকীয়া এব। কিয়ন্ত্যঃ স্বীয়া অপি পিত্রাদিশঙ্কয়া পরকীয়া এব। দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বীয়া এব। ততশ্চ মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা ইতি ত্রিবিধাঃ। মধ্যা মানসময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা,

ধীরাধীরামধ্যা ইতি ত্রিবিধাঃ। বক্রোক্তিপবিত্র-ভর্ৎসনকারিণী যা সা ধীরামধ্যা। মিশ্রিতবাক্যা যা সা ধীরাধীরামধ্যা শ্রীরাধা। তত্র প্রগল্ভা অপি ধীরপ্রগল্ভা, অধীর-প্রগল্ভা, ধীরাধীরা প্রগল্ভা চেতি ত্রিবিধা। তত্র নিজরোষগোপনপরা সুরতে উদাসীনা যা সা ধীর- প্রগল্ভা, পালিকা চন্দ্রাবলী ভদ্রা চ। নিষ্ঠুর-তর্জ্জনেন কর্ণোৎপলাদিনা যা কৃষ্ণং তাড়য়তি সা অধীর-প্রগল্ভা শ্যামলা। রোষসংগোপনং কৃত্বা কিঞ্চিৎ তর্জ্জনং করোতি যা সা ধীরাধীর-প্রগল্ভা মঙ্গলা। মুগ্ধাতিরোষেণ মৌনমাত্রপরা একবিধৈব। এবং ত্রিবিধা মধ্যা প্রগল্ভা ত্রিবিধা মুগ্ধা এক বিধা ইতি সপ্তধা। স্বীয়া-পরকীয়া-ভেদেন চতুর্দ্দশবিধা। কন্যা চ মুগ্ধৈবৈকবিধা ইতি পঞ্চদশবিধা নায়িকা ভবন্তি ইতি। অথাষ্টনায়িকাঃ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা। অভিসারয়তি কৃষ্ণং স্বয়ং বাভিসরতি যা সাভিসারিকা। কুঞ্জমন্দিরে সুরত-শয্যাসনং মাল্যতাম্বুলাদিকং মদনোৎসুকা করোতি যা সা বাসকসজ্জা, কৃষ্ণ বিলম্বে সতি তেন বিরহেণোৎণ্ঠ্যতে যা সা বিরহোৎকণ্ঠিতা। যদি যাত্যেব কৃষ্ণস্তদা বিপ্রলব্ধা। প্রাতরাগতম্ অন্যকান্তাসম্ভোগচিহ্নযুক্তং কৃষ্ণং রোষেণ পশ্যতি যা সা খণ্ডিতা। মানান্তে পশ্চাত্তাপং করোতি যা সা কলহান্তরিতা। কৃষ্ণস্য মথুরাগমনে সতি যা দুঃখার্ত্তা সা প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরতান্তে বেশাদ্যর্থং যা কৃষ্ণমাজ্ঞাপয়তি সা স্বাধীনভর্ত্তৃকা। এবং পঞ্চ-দশানামষ্টগুণিতত্বেন বিংশত্যুত্তরশতানি। পুনশ্চোত্তমমধ্যমকনিষ্ঠত্বেন ষষ্ট্যুত্তরাণি ত্রীণি শতানি। নায়িকাভেদানাং তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। কাশ্চিৎ সাধনসিদ্ধাঃ তত্র কাশ্চিৎ মুনিপূর্ব্বাঃ, কাশ্চিৎ শ্রুতিপূর্ব্বাঃ, কাশ্চিৎ দেব্য ইতি জ্ঞেয়াঃ।।২।।

অনুবাদ—অনন্তর আশ্রয়াবলম্বন নায়িকা প্রথমতঃ স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। কাত্যায়নী-ব্রত-পরায়ণা গোপ-কন্যাদিগের মধ্যে যাঁহারা গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহিতা, তাঁহারা স্বকীয়া। তদ্ব্যতীত ধন্যাদি গোপ-কন্যা সমূহ পরকীয়াই। শ্রীরাধাদি কিন্তু প্রৌঢ়া পরকীয়াই। কতিপয় সখিরাও পিত্রাদি গুরুজনের ভয়ে পরকীয়াই হন। দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গ স্বকীয়াই। তারপর আবার প্রত্যেকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে ত্রিবিধা। মধ্যা আবার মানসময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা, ও ধীরাধীরামধ্যা এই ত্রিবিধা। যিনি বক্রোক্তি ও পবিত্র-ভর্ৎসনকারিণী তিনি ধীরামধ্যা। আর যিনি মিশ্রিতবাক্য বলেন তিনি ধীরাধীরামধ্যা—শ্রীরাধা। আর যিনি মিশ্রিতবাক্য বলেন তিনি ধীরাধীরামধ্যা—শ্রীরাধা। তারপর প্রগল্‌ভা আবার ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা, ও ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার। যিনি নিজ-রোষ গোপন করেন ও সুরত-ব্যাপারে উদাসীন হন তিনি ধীর-প্রগল্‌ভা। (ব্রজে) পালিকা, চন্দ্রাবলী এবং ভদ্রা প্রভৃতি। যিনি নিষ্ঠুর তর্জ্জন দ্বারা ও কর্ণোৎপলাদি দ্বারা কৃষ্ণকে তাড়না করেন তিনি অধীর-প্রগল্‌ভা যথা শ্যামলা। যিনি রোষ সংগোপন করিয়া কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করেন তিনি ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা যথা মঙ্গলা। অত্যন্ত রোষেও যিনি কেবল মৌনমাত্র থাকেন তিনি মুগ্ধা এক প্রকারেই। এইরূপে মধ্যা তিন প্রকার, প্রগল্‌ভা তিনপ্রকার এবং মুগ্ধা এক প্রকার—এই সাত প্রকার। ইহারা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে চতুর্দ্দশ প্রকার। এবং কন্যাগণ এক প্রকার মুগ্ধাই। এইরূপে নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। অনন্তর এই নায়িকা আবার অষ্ট প্রকার যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা। যিনি কৃষ্ণকে অভিসার করান এবং স্বয়ং অভিসার করেন তিনি অভিসারিকা। যিনি কুঞ্জমন্দিরে সুরত শয্যাসন সজ্জিত করেন এবং মাল্য-তাম্বুলাদি সহ মদনোৎসুকা হইয়া নায়কের প্রতীক্ষা করেন, তিনি বাসকসজ্জা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হইলে, বিরহে উৎকণ্ঠিত হন তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা।

যখন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বঞ্চিতা হন তখন বিপ্রলব্ধা। প্রাতঃ-কালে আগত এবং অন্যা কান্তা-সম্ভোগ-চিহ্ন-যুক্ত কৃষ্ণকে রোষের সহিত দর্শন করেন তিনি খণ্ডিতা। যিনি মানান্তে পশ্চাতে পরিতাপ করেন তিনি কলহান্তরিতা। কৃষ্ণের মথুরা-গমনে যিনি দুঃখার্ত্তা হন তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরত ক্রীড়ার পর যিনি বেশাদির নিমিত্ত কৃষ্ণকে আজ্ঞা করেন তিনি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা। এই প্রকারে পঞ্চদশ অষ্ট-গুণিত একশত বিশ প্রকার নায়িকা হয়। পুনরায় উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহারা তিনশত ষাট প্রকার। ঐ সকল ব্রজসুন্দরী নায়িকা সমূহের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধা—যথা শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। কেহ কেহ সাধনসিদ্ধা। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ মুনিপূর্ব্বা, কেহ কেহ শ্রুতিপূর্ব্বা, কেহ কেহ দেবী বলিয়া জানিতে হইবে।। ২।।

অনুকিরণ—নায়িকা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। এই বিষয়ে শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"গোস্বামী। পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। "রসো বৈঃ সঃ" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়, সবিশেষভাব যত প্রকার হয়, ততই রসের বিকাশ। রসকে মুখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্ব্বিশেষ-ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বরভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ, যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট; আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম—আত্মারামতা; তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম্ম নিত্য হইলেও পরারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণলীলার এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার

পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয় তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। আত্মারামতার দিকে টানিলে রসের শুষ্কতা। ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। এই জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না।

বিজয়। পতি এ উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ হই। প্রথমে পতি-লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যিনি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন—তিনি পতি।

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। তদীয় প্রেমসর্ব্বস্বস্বরূপ পরকীয়া-অবলা-সংগ্রহেচ্ছায় যিনি রাগের দ্বারা ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন—তিনি উপপতি। যে স্ত্রী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ-বিধি হেলনপূর্ব্বক পর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনি পরকীয়া। কন্যা ও পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার।

বিজয়। স্বকীয়া-লক্ষণ কি?

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতিপালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই—স্বকীয়া।

বিজয়। শ্রীকৃষ্ণে স্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই—

পরকীয়া।”

মুগ্ধা, মধ্যা প্রভৃতি লক্ষণ সম্বন্ধে ‘জৈবধর্ম্মে’ পাওয়া,—

“গোস্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা, কামিনী, রতিদানে বামা, সখীদিগের বশীভূতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দররূপে যত্নশীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাঁহাকে দেখেন। প্রিয়াপ্রিয় কথা বলেন না ও মান করেন না।

বিজয়। মধ্যা কি প্রকার?

গোস্বামী। মধ্যার লক্ষণ এই—তাহার মদন ও লজ্জা সমান সমান। তিনি নবযৌবনা, তাঁহার উক্তিসকল কিয়ৎপরিমাণে প্রগল্‌ভযুক্ত। তাঁহার সুরতক্রিয়ায় মোহ পর্য্যন্ত অনুভব। মানে কখন কোমলা, কখন কর্কশা। মানবতী মধ্যা কখন ধীরা, কখন অধীরা এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়ব্যক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপূর্ব্বক বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অধীরা মধ্যা। যে নায়িকা সাশ্রুনয়নে প্রিয়ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সর্ব্বরসোৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

বিজয়। প্রগল্‌ভা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবন, মদান্ধ, রতিবিষয়ে অত্যন্ত উৎসুকা। তিনি ভূরি ভূরি ভাবোদ্গম করিতে জানেন। রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন। তাঁহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ়া। মানক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কশ। মানবতী প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে তিন প্রকার। ধীরা প্রগল্‌ভা সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা, ভাবগোপনশীলা এবং আদরকারিনী। অধীরা প্রগল্‌ভা নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করেন। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা। জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠমধ্যা ও কনিষ্ঠমধ্যা এবং জ্যেষ্ঠপ্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠ-প্রগল্‌ভা-প্রভেদ। নায়কের প্রণয়-অনুসারেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ উদিত হয়।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়িকা কত প্রকার?

গোস্বামী। নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। কন্যা—কেবলমুগ্ধা সুতরাং এক প্রকার। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা-ভেদে তিনি আবার মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে হয়, এইরূপে স্বকীয়া সাত প্রকার। পরকীয়াও সেইরূপে সাতপ্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার।

বিজয়। নায়িকাদিগের অবস্থা-ভেদ কত প্রকার?

গোস্বামী। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা এইরূপ আট প্রকার অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে।

বিজয়। অভিসারিকা কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গমন করেন, তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসনাদি পরিধানপূর্ব্বক যাত্রা করেন, তিনি তমোভিসারিকা। লজ্জায় তিনি স্বীয় অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠা হইয়া একটী স্নিগ্ধসখী-সঙ্গে গমন করেন।

বিজয়। বাসকসজ্জা কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বীয় অবসরক্রমে কান্ত আসিবেন, এই আশায় যে নায়িকা নিজ দেহ-সজ্জা ও গৃহ-সজ্জা করেন, তিনি 'বাসক-সজ্জিকা' বলিয়া উক্তা হন। স্মরক্রীড়াসঙ্কল্প, কান্তের পথনিরীক্ষণ, সখীসহ লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। উৎকণ্ঠিতা কি প্রকার?

গোস্বামী। নিরপরাধ নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িকা উৎসুকা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা হন, তাহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'উৎকণ্ঠিতা' বলেন। হৃত্তাপ, কম্প, অনাগমনের হেতু বিতর্ক, বিরক্তি, বাষ্পমোচন এবং স্বীয় অবস্থাবর্ণন, এই সকল তাঁহার চেষ্টা। বাসকসজ্জার দশা

শেষে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ?

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িকা 'খণ্ডিতা' হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তুষ্ণীভাবই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। বিপ্রলব্ধা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আসিলে ব্যথাকুলা নায়িকা 'বিপ্রলব্ধা' হন। নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। কলহান্তরিতা কিরূপ?

গোস্বামী। বল্লভ সখিদিগের সম্মুখে পাদপতিত হইলেও, যে নায়িকা ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদি-চেষ্টা-লক্ষিত 'কলহান্তরিতা' বলিয়া উক্ত হন।

বিজয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিতভর্ত্তৃকা হন। বল্লভের গুণকীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান, জড়তা এবং চিন্তাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। বল্লভ যাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকেন তিনি স্বাধীনভর্ত্তৃকা। বনলীলা, জলক্রীড়া, কুসুমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা অবস্থা বড় আনন্দজনক।

গোস্বামী। নায়ক যদি প্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্ত্তৃকাকে 'মাধবী' বলা যায়। অষ্টনায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাসক-সজ্জা, অভিসারিকা—এই তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও কলহান্তরিতা—এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণশূন্যা

হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেমসন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ-স্বরূপ সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দবিকারবিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস-সুখ বুঝিবে, কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেমতারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমনায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্‌গম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়াও বলে, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্ত্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকাসংখ্যা কত হইল?

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশত ষষ্টি হয়। যথা—প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশতষষ্টি হয়।। ২।।

অথ স্বভাবাঃ। কাশ্চিৎ প্রখরাঃ শ্যামলামঙ্গলাদয়ঃ। কাশ্চিন্মধ্যাঃ শ্রীরাধিকাপালিপ্রভৃতয়ঃ। কাশ্চিন্মৃদ্বীতিখ্যাতাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। অথ

হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেমসন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ-স্বরূপ সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দবিকারবিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস-সুখ বুঝিবে, কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেমতারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমনায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্‌গম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়াও বলে, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্ত্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকাসংখ্যা কত হইল?

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশত ষষ্টি হয়। যথা—প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশতষষ্টি হয়।। ২।।

অথ স্বভাবাঃ। কাশ্চিৎ প্রখরাঃ শ্যামলামঙ্গলাদয়ঃ। কাশ্চিন্মধ্যাঃ শ্রীরাধিকাপালিপ্রভৃতয়ঃ। কাশ্চিন্মৃদ্বীতিখ্যাতাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। অথ

সপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ তটস্থপক্ষঃ বিপক্ষ ইতি ভেদচতুষ্টয়ং স্যাৎ। তত্রাপি কাশ্চিৎ বামাঃ কাশ্চিদ্ দক্ষিণাশ্চ। শ্রীরাধায়াঃ স্বপক্ষঃ ললিতাবিশাখাদিঃ সুহৃৎপক্ষঃ শ্যামলা যূথেশ্বরী তটস্থপক্ষঃ ভদ্রা প্রতিপক্ষশ্চন্দ্রাবলী। তত্র কাশ্চিৎ বামাঃ কাশ্চিদ্দক্ষিণাঃ স্যুঃ। শ্রীমতী রাধিকা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা রক্তাবস্ত্রা চ। ললিতা প্রখরা শিখিপিঞ্ছবসনা। বিশাখা বামা মধ্যা তারাবলিবসনা। ইন্দুরেখা বামা প্রখরা অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবীসুদেব্যৌ বামে প্রখরে রক্তবস্ত্রে চ। সর্ব্বা এব গৌরবর্ণাঃ। চম্পকলতা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা। চিত্রা দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণা প্রখরা শুক্লবস্ত্রা চ। শ্যামলা বাম্যদাক্ষিণ্যযুক্তা প্রখরা রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবস্ত্রা। অস্যাঃ সখী পদ্মা দক্ষিণা প্রখরা; শৈব্যা দক্ষিণা মৃদ্বী, সর্ব্ব এব রক্তবস্ত্রাঃ।। ৩।।

অনুবাদ—অনন্তর নায়িকাদিগের স্বভাব। শ্যামলা ও মঙ্গলা প্রভৃতি কতিপয় প্রখরা। শ্রীরাধা ও পালি প্রভৃতি কতিপয় মধ্যা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কতিপয় মৃদ্বী। অনন্তর সপক্ষ সুহৃৎপক্ষ তটস্থপক্ষ ও বিপক্ষ ভেদে ইহারা চতুর্বিধ। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বামা ও কেহ কেহ দক্ষিণা। শ্রীরাধার স্বপক্ষ ললিতা-বিশাখাদি। সুহৃৎপক্ষা যূথেশ্বরী শ্যামলা। তটস্থ-পক্ষা ভদ্রা এবং প্রতিপক্ষা চন্দ্রাবলী। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বামা, কেহ কেহ দক্ষিণা। শ্রীমতী রাধিকা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা ও রক্তবস্ত্রা। ললিতা—প্রখরা ও শিখিপিঞ্ছ-বসনা। বিশাখা—বামা, মধ্যা, তারাবলি-বসনা। ইন্দুরেখা—বামা, প্রখরা ও অরুণ-বসনা। রঙ্গদেবী ও সুদেবী—বামা, প্রখরা ও রক্তবস্ত্রা। ইহারা সকলেই গৌর-বর্ণা। চম্পকলতা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা। চিত্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা—দক্ষিণা, প্রখরা ও শুক্লবস্ত্রা। শ্যামলা—বাম্য-দাক্ষিণ্যযুক্তা, প্রখরা ও রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী ও নীলবস্ত্রা। অন্যা সখী পদ্মা—দক্ষিণা, প্রখরা; শৈব্যা—দক্ষিণা ও মৃদ্বী। ইঁহারা

সকলেই রক্তবস্ত্রা।। ৩।।

অনুকিরণ—নায়িকাদিগের স্বভাব সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন যূথেশ্বরীদিগের পরস্পর ভেদ কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্যতারতম্যবশতঃ তাঁহারা অধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই প্রকার ভেদে লক্ষিত হন। প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বী-ভেদে তাঁহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্য, তাঁহারা প্রখরা বলিয়া খ্যাত। যাঁহাদের বাক্যে প্রখরা অত্যল্প তাঁহারা মৃদ্বী এবং যাহারা তদুভয়ের মধ্যগত, তাঁহারা মধ্যা। আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্ব্বথা অসমোর্দ্ধা তিনিই আত্যন্তিকাধিকা—তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাঁহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই।

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্য যিনি শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই 'আপেক্ষিকাধিকা' বলিয়া উক্ত।

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘু কে?

গোস্বামী। অন্য নায়িকাগণ যাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু। আত্যন্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু। আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকল যূথেশ্বরীই অধিকা। সুতরাং আত্যন্তিকী অধিকা যূথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্ভাবনা নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালঘু একই প্রকার। মধ্যাগণের অধিকপ্রখরাদি-ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব যূথেশ্বরীগণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ। যথা ঃ— ১। আত্যন্তিকাধিকা, ২। সমালঘু, ৩। অধিকমধ্যা, ৪। সমমধ্যা, ৫। লঘুমধ্যা, ৬। অধিকপ্রখরা, ৭। সমপ্রখরা, ৮। লঘুপ্রখরা, ৯। অধিকমৃদ্বী, ১০। সমমৃদ্বী, ১১। লঘুমৃদ্বী, ১২। আত্যন্তিকলঘু।" ।।৩।।

অথ দূতী দ্বিবিধা; স্বয়ং দূতী আপ্তদূতী চ। তত্রাপ্তদূতী চ ত্রিবিধা; অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারিণী চ। বাক্যং বিনা ইঙ্গিতেনৈব যা দৌত্যং করোতি সা অমিতার্থা। যা আজ্ঞয়া সমস্তং কার্য্যং করোতি ভারং বহতি চ সা নিসৃষ্টার্থা। যা পত্রেণ কার্য্যং করোতি সাধয়তি চ সা পত্রহারিণী। তাঃ শিল্পকারিণী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা ধাত্রেয়ী বনদেবী সখী চেত্যাদয়াঃ। ব্রজে বীরা বৃন্দা বংশী চ কৃষ্ণস্য দূতীত্রয়ম্। প্রগল্‌ভবচনা বীরা বৃন্দা চ প্রিয়বাদিনী সর্ব্বকার্য্যসাধিকা বংশী।। ৪।।

অনুবাদ— অনন্তর দূতী দুই প্রকার; স্বয়ং দূতী ও আপ্ত-দূতী, তন্মধ্যে আপ্ত-দূতী আবার তিন প্রকার; অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্র-হারিণী। বাক্য-ব্যতিরেকে ইঙ্গিতের দ্বারাই যিনি দৌত্য করেন তিনি অমিতার্থা। যিনি আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করেন এবং কার্য্য ভার বহন করেন তিনি নিসৃষ্টার্থা। আর যিনি পত্রদ্বারা কার্য্য সাধন করেন তিনি পত্রহারিণী। সেই সকল আবার শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী ও সখী প্রভৃতি। ব্রজে বীরা, বৃন্দা ও বংশী শ্রীকৃষ্ণের তিনটী দূতী। বীরা—প্রগল্‌ভবচনা। বৃন্দা—প্রিয়বাদিনী এবং বংশী—সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা।। ৪।।

অনুকিরণ—দূতী-ভেদ সম্বন্ধেও শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"বিজয়। আমি এখন দূতী-ভেদ জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায়স্বরূপ দূতীর প্রয়োজন। দূতী—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। স্বয়ংদূতী কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ত্রুটী হয়। অনুরাগে মোহিত হইয়া, স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ংদূতী। এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ-

ভেদে দুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্ত্তী দ্রব্যকে বিষয় করিয়া নিজ কার্য্য করে।

বিজয়। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশদ্বারা ব্যঙ্গ দুই প্রকার কার্য্য করে।

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদি-ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ অভিযোগ বহুবিধ।

বিজয়। আক্ষেপব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। আক্ষেপের দ্বারা শব্দোত্থব্যঙ্গ এক প্রকার ও অর্থোত্থব্যঙ্গ আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদ্দিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হইবে না।

বিজয়। আচ্ছা, তাহাই বটে। যাচ্ঞাদ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ?

গোস্বামী। স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদে যাচ্ঞা দুই প্রকার। দুই প্রকার যাচ্ঞাতেই শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্ত শব্দে ভাব যোগপূর্ব্বক সাঙ্কেতিক যাচ্ঞা মাত্র। স্বার্থযাচ্ঞা নিজের কথা নিজে বলা। পরার্থযাচ্ঞায় অন্যের কথা অন্যে বলা।

বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ-বাক্য, তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক নাটক-নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্দচাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন 'ব্যপদেশ' কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অপদেশ' শব্দ হইতেই 'ব্যপদেশ'শব্দটীকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট-বোধন। তাৎপর্য্য এই যে কোন এক বাক্যদ্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্তু ব্যঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা-যাচ্ঞা বুঝায় ইহারই নাম 'ব্যপদেশ'। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। ব্যপদেশ একপ্রকার ছলবাক্য, যাহা তাহার গূঢ় অর্থ হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা যায় তাহাই পুরস্থ-বিষয়-গত ব্যঙ্গ। তাহাও শব্দোত্থ অর্থোত্থ-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। আপনার কৃপায় এসব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। অঙ্গুলিস্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূমিতে লিখন, কর্ণকণ্ডুয়ন, তিলকক্রিয়া বেশধারণ, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধর-দংশন, হারগুম্ফন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদ্‌ঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতাসংযোগ, এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে 'আঙ্গিক-অভিযোগ' হয়।

বিজয়। চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। নেত্রের হাস্য, নেত্রকে অর্দ্ধ মুদতি করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাদি 'চাক্ষুষ-অভিযোগ'।

বিজয়। স্বয়ংদূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্তদূতীর কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না—স্নেহবতী ও বাগ্মিণী, সেইরূপ ব্রজসুন্দরী দিগের দূতী।

বিজয়। আপ্তদূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী-ভেদে দূতী তিন প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলনসংযোগকারিণীকে 'অমিতার্থা' দূতী বলেন। যুক্তিদ্বারা মিলনকারিণীকে 'নিসৃষ্টার্থা' দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন তিনি পত্রহারী।

বিজয়। আর কেহ আপ্তদূতী আছেন?

গোস্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদিও দূতীমধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতী রাশিফলাদি বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা দূতী রাধিকাদির 'ধাত্রেয়ী' দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বোক্ত সখীগণও দূতী হন। তাঁহারা বাচাদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাক্যে দৌত্য এবং ব্যঙ্গদূত্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তবৎ শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গদ্বারা দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দমূল, অর্থমূল, প্রশংসা, আক্ষেপাদি সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ আছে।। ৪।।

অথ সখী পঞ্চবিধা। সখী নিত্যসখী প্রাণসখী প্রিয়সখী পরমপ্রেষ্ঠা সখী। এষাং মধ্যে কাচিৎ সমস্নেহা। কাচিদসমস্নেহা। যা কৃষ্ণে স্নেহাধিকা সা সখী। বৃন্দা কুন্দলতা বিদ্যাধনিষ্ঠা কুসুমিকা তথা কামদা নামাত্রেয়ী সখী ভাববিশেষভাক্। যা রাধিকায়াং স্নেহাধিকা সা নিত্যসখী। নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী-মনোজ্ঞা-মণিমঞ্জরী-সিন্দূরা-চন্দনবতী-কৌমুদী-মদিরাদয়ঃ। তত্র মুখ্যা যা সখী স্নেহাধিকা সা প্রাণসখী উক্তা। জীবিত-সখ্যস্তু তুলসী, কেলী-কন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা মদোন্মদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী রত্নাবলী, মালতী কর্পূরলর্তিকাদয়া। এতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ। মালতী চন্দ্রলতিকা গুণচূড়া বরাঙ্গদা মাধবী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা কন্দর্পসুন্দরীত্যাদ্যাঃ কোটী সংখ্যা মৃগীদৃশঃ প্রিয়সখ্যঃ। তত্র মুখ্যা যা সা পরমপ্রেষ্ঠ সখী। ললিতা বিশাখা চ চিত্রাচম্পকবল্লিকা রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা যদ্যপ্যেতাঃ সমস্নেহাঃ তথাপি শ্রীরাধায়াং পক্ষপাতং কুর্ব্বন্তি।। ৫।।

অনুবাদ—অনন্তর সখী পাঁচ প্রকার—সখী, নিত্যসখী প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠা সখী। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ সম-স্নেহা, কেহ অসমস্নেহা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিকস্নেহ করেন তাঁহারা সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামদা ও আত্রেয়ী প্রভৃতি সখীভাব-বিশেষ পাত্রী। যাঁহারা রাধিকাতে অধিক স্নেহ করেন তাঁহারা নিত্যসখী। কস্তূরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী, মদিরা প্রভৃতি নিত্যসখী। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা সখী অধিক স্নেহ-পরায়ণা তাঁহারা প্রাণসখী বলিয়া কথিতা। তুলসী, কেলীকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী, কর্পূরলতিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রায় তুল্যরূপ-প্রাপ্তা। মালতী, চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধবী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি কোটি সংখ্যক্ মৃগ-নয়না প্রিয়সখী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা অর্থাৎ প্রাধানা তাঁহারা পরম প্রেষ্ঠসখী যথা—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্লিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং ইন্দুরেখা প্রভৃতি। যদিও ইঁহারা সমস্নেহা তাহা হইলেও শ্রীরাধিকাতেই পক্ষপাতী।। ৫।।

অনুকিরণ—সখী কয় প্রকার? তদ্‌বিষয়ে 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার?

গোস্বামী। পঞ্চ প্রকার যথা ঃ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠসখী।

বিজয়। কাহারা সখী?

গোস্বামী। কুসুমিকা, বিন্দ্যা, ধনিষ্ঠাদি, সখীমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বিজয়। নিত্যসখী কাহারা?

গোস্বামী। কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

বিজয়। প্রাণসখী কে কে?

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতাপ্রাপ্ত।

বিজয়। প্রিয়সখী কাহারা?

গোস্বামী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী।

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠসখী?

গোস্বামী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী—এই আটজন সর্ব্ব সখীগণের প্রধানা পরমপ্রেষ্ঠসখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রযুক্ত স্থল বিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন।। ৫।।

অথ বয়ঃ। বয়ঃসন্ধিঃ নব্যযৌবনং ব্যক্তযৌবনং পূর্ণযৌবনঞ্চেতি। কলাবত্যাদয়ঃ বয়ঃসন্ধৌ স্থিতাঃ। ধন্যাদয়ঃ নবযৌবনে স্থিতাঃ। শ্রীরাধাদয়স্তু ব্যক্তযৌবনে স্থিতাঃ। চন্দ্রবল্যাদয়ঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতাঃ। পদ্মাদ্যাঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতা ইত্যালম্বন-বিভাবঃ ।। ৬।।

অনুবাদ—অনন্তর বয়স। বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণযৌবন ইত্যাদি। কলাবতী প্রভৃতি বয়ঃসন্ধিতে অবস্থিত। ধন্যাদি নবযৌবনে অবস্থিত। শ্রীরাধাদি ব্যক্তযৌবনে অবস্থিত। চন্দ্রাবলী ও পদ্মা-আদি পূর্ণযৌবনে অবস্থিত। এই আলম্বন-বিভাব।। ৬।।

অনুকিরণ—বয়স সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স এই চারিপ্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স।

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি?

গোস্বামী। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা যায়। তাহারই নাম প্রথম কৈশোর। কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্ডকে

বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি মাধুর্য্যই—উদ্দীপন।

বিজয়। নব্যবয়স কিরূপ?

গোস্বামী। নবযৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হাস্য এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হয়।

বিজয়। ব্যক্ত-বয়স কিরূপ?

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্ণব ও একজন শঙ্করমঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবের আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শুষ্ক-ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোপী অভিমান ছিল না। পুরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রসকথার আলোচনা নিষেধ থাকায়, গোস্বামী ও বিজয় উভয়েরই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহারা সিদ্ধবকুলাভিমুখে গমন করিলে, বিজয় একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের কৃত প্রশ্নটী পুনরায় বলিলেন।

গোস্বামী। স্তনের স্পষ্ট উদ্গম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয়—এই অবস্থাকে ব্যক্তযৌবন বলেন।

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ?

গোস্বামী। যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষসদৃশ হয়, সেই বয়সই পূর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজসুন্দরীর অল্পতারুণ্যস্থলেও শোভার পূর্তিবিশেষ ক্রমে পূর্ণ-যৌবন প্রকাশ পায়"।। ৬।।

অথোদ্দীপনবিভাবঃ। গুণ-নাম-তাণ্ডব-বেণুবাদ্য-গোদোহন-বিভূষণ-গীত-চরণচিহ্নাঙ্গসৌরভ্য-নির্ম্মাল্যবর্হগুঞ্জাবতংস-কৃষ্ণমেঘ-চন্দ্রদর্শনাদিভেদাদ্ বহুবিধঃ।। ৭।।

অনুবাদ—অনন্তর উদ্দীপন-বিভাব। গুণ, নাম, নৃত্য, বেণুবাদ্য, গোদোহন, বিভূষণ, গীত, চরণচিহ্ন, অঙ্গ-গন্ধ, নির্ম্মাল্য, বর্হাবতংস,

কৃষ্ণমেঘ, চন্দ্রদর্শনাদি-ভেদে বহুবিধ উদ্দীপন।। ৭।।

অনুকিরণ—উদ্দীপন বিভাব সম্বন্ধে 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"গোস্বামী। মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন-বিভাব।

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হউক।

গোস্বামী। গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কায়িক।

বিজয়। এ রসে মানস গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ।

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে।

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য, মার্দ্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ।"

বয়স সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

"বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ বলুন।

গোস্বামী। অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে, তাহাই রূপ। অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়।

বিজয়। লাবণ্য কি?

গোস্বামী। মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয় তদ্রূপ অঙ্গসকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে 'লাবণ্য' বলে।

বিজয়। সৌন্দর্য্য কি?

গোস্বামী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি সুন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে 'সৌন্দর্য্য' হয়।

বিজয়। অভিরূপতা কি?

গোস্বামী। স্বীয় আশ্চর্য্যগুণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্য বস্তুকে স্বীয় সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম—আভিরূপ্য বা অভিরূপতা।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয় রূপকে 'মাধুর্য্য' বলে।

বিজয়। মার্দ্দব কি?

গোস্বামী। কোমল বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা-ধর্ম্মকে 'মার্দ্দব' বলা যায়। মার্দ্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো, গুণসকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। রসভাবগর্ভ রাধাকৃষ্ণাদি নামই নাম।

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম; এখন চরিত বলুন।

গোস্বামী। চরিত দুই প্রকার—অনুভাব ও লীলা। বিভাব সমাপ্ত হইলে অনুভাব বর্ণিত হইবে।

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন।

গোস্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গো-দোহন, পর্ব্বত হইতে গো-গণকে ডাকা এবং গণনাদিকে 'লীলা' বলা যায়।

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ?

গোস্বামী। রাসলীলা, কন্দুক-খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া।

বিজয়। মণ্ডন কত প্রকার?

গোস্বামী। বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য এবং অনুলেপন এই চারিপ্রকার 'মণ্ডন'।

বিজয়। সম্বন্ধী কি?

গোস্বামী। লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নিহিত-ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য দুই প্রকার।

বিজয়। লগ্ন কি কি?

গোস্বামী। বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ শব্দ, চরণচিহ্ন, বীণারব ও শিল্পকৌশল ইত্যাদি 'লগ্ন-সম্বন্ধী'।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণবক্ত্র হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান।

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত-সম্বন্ধী বলুন।

গোস্বামী। নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, পর্ব্বতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রিধাতু, নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী (পাচন), বেণু, শৃঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বস্তু ও ব্যক্তিনিচয়, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলাদিকে 'সন্নিহিত-সম্বন্ধী' বলা যায়।

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কি কি?

গোস্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার পুষ্পবিশেষ, কদম্বাদি—বৃন্দাবনাশ্রিত।

বিজয়। তটস্থ কি?

গোস্বামী। চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগাদিই তটস্থ'।। ৭।।

অথানুভাবাঃ। ভাবঃ হাবঃ হেলা শোভা কান্তিঃ দীপ্তির্মাধুর্য্যং প্রগল্‌ভতা ঔদার্য্যং ধৈর্য্যং লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্ব্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং মোট্রায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকং ললিতং বিকৃতমিতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। তত্র নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। তীর্য্যগ্- গ্রীবাভ্রূনেত্রাদিবিকাশসূচ্যো হাবঃ। কুচস্ফূরণ-পুলকাদিণীবিবাসস্খলনাদি সূচ্যা হেলা। রূপভোগাদ্যৈরঙ্গবিভূষণং শোভা। শোভৈব যৌবনোদ্রেকে কান্তিঃ। কান্তিরেব দেশকালাদিবিশিষ্টা দীপ্তিঃ। নৃত্যাদি-শ্রম-জনিত গাত্রশৈথিল্যং মাধুর্য্যম্। সম্ভোগবৈপরীত্যং প্রগল্‌ভতা। রোষেঽপি নয়নব্যঞ্জন-মৌদার্য্যম্। দুঃখ-সম্ভাবনায়ামপি প্রেম্নি নিষ্ঠা ধৈর্য্যম্। কান্তচেষ্টানুকরণং লীলা। প্রিয়-সঙ্গে সতি মুখাদীনাং তাৎকালিক প্রফুল্লতা বিলাসঃ। অল্পমাত্রাকল্পধারণেঽপি শোভা বিচ্ছিত্তিঃ। অভিসারাদাবতি-সম্ভ্রমেণ হারমাল্যাদি-স্থান বিপর্য্যয়ঃ বিভ্রমঃ। শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োর্বর্ত্মরোধনাদৌ গর্ব্বাভিলাস-রুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়-ক্রোধা-সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং। কান্ত-বার্ত্তাশ্রবণে পুলকাদিভিরভিলাষস্য প্রাকট্যং মোট্টায়িতম্। অধরখণ্ডন

স্তনাকর্ষণাদৌ আনন্দেঽপি ব্যথা প্রকটনং কুট্টমিতম্। বাঞ্ছিতেঽপি বস্তুনি গর্ব্বেণানাদরো বিব্বোকং। ভ্রূভঙ্গ্যা অঙ্গভঙ্গ্যা চ হস্তেন চ ভ্রমর বিদ্রবণাদিচেষ্টিতং ললিতম্। লজ্জাদিভির্যৎ নিজ-কার্য্যং নোচ্যতে কিন্তু চেষ্টয়া ব্যজ্যতে তৎ বিকৃতম। ইতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ প্রশ্নে মৌগ্ধ্যম্। প্রিয়স্যাগ্রে ভ্রমরাদিকং দৃষ্ট্বা ভয়ং চকিতম্। ইতি—দ্বয়মধিকম্।। ৮।।

অনুবাদ—অনন্তর অনুভাব সমূহ। ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত এই বিশটী অলঙ্কারই অনুভাব। সেই নির্ব্বিকার চিত্তে অর্থাৎ সত্ত্বে যে প্রথম বিকার তাহাকেই ভাব বলে। গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূ-নৃত্যাদির বিকাশকে হাব বলে। কুচ-স্ফূরণ ও পুলকাদি এবং বস্ত্রস্খলনাদি সূচকই হেলা। রূপ ও সম্ভোগাদির দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে শোভা বলে। ঐ শোভাকেই যৌবন-উদ্রেকে কান্তি বলা হয়। কান্তিই দেশ-কালাদি বিশিষ্টা হইলে দীপ্তি। নৃত্যাদি শ্রমজনিত গাত্র-শৈথিল্যকে মাধুর্য্য বলে। সম্ভোগের বৈপরীত্যকে প্রগল্‌ভতা বলা হয়। রোষকালেও নয়ন-ব্যঞ্জনই ঔদার্য্য। দুঃখের সম্ভবনাতেও প্রেমে নিষ্ঠার নাম ধৈর্য্য। কান্তের চেষ্টার অনুকরণের নাম লীলা। প্রিয়সঙ্গ হইলে মুখাদির তাৎকালিক প্রফুল্লতাকে বিলাস বলা হয়। অল্পমাত্রায় বেশাদি ধারণেও যে শোভা তাহাই বিচ্ছিত্তি। অভিসারাদিতে অতি সম্ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদি স্থান বিপর্য্যয়ের নাম বিভ্রম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পথরোধাদিতে হর্যবশতঃ গর্ব্ব, বিলাস, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের মিশ্রিতভাবকে কিলকিঞ্চিত বলা হয়। কান্তার বার্ত্তা-শ্রবণে পুলকাদির দ্বারা অভিলাষের প্রাকট্যকে কুট্টমিত বলে। অধরখণ্ডন ও স্তনাকর্ষণাদিতে আনন্দ হইলেও ব্যথা প্রকাশের নাম কুট্টমিত। বাঞ্ছিত বস্তুতেও গর্ব্ববশতঃ অনাদরের নাম বিব্বোক। ভ্রূ-ভঙ্গী, অঙ্গ-ভঙ্গী, ও হস্ত-ভঙ্গীর দ্বারা ভ্রমর নিবারণাদির চেষ্টা ললিত।

লজ্জাদি জনিত নিজ কার্য্য যাহা প্রকাশ না কিন্তু চেষ্টা দ্বারা ব্যক্ত করে, তাহা বিকৃত। এই বিংশতি প্রকাশ অলঙ্কার। জ্ঞাত-বিষয়েরও অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্ন করার নাম মৌগ্ধ্য। কান্তের সম্মুখে ভ্রমরাদি দেখিয়া ভয়ে চকিত হওয়া—এই দুইটী অধিক অলঙ্কার।। ৮।।

অথান্যে অনুভাবাঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্যস্রংসনং গাত্রমোটনং জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ।। ৯।।

অনুবাদ—অতঃপর অন্য অনুভাব সমূহ। নীবী, উত্তরীয় কেশের স্খলন, গাত্র-মোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের প্রফুল্লতা এবং নিশ্বাসাদিও অনুভাব বলিয়া কথিত হয়।। ৯।।

অনুকিরণ—অনুভাব সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয় গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—"প্রভো, এখন আমাকে অনুভাব-সমুদায় ভাল করিয়া বলুন। কৃষ্ণ-চরিতের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অনুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব।

গোস্বামী। অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক-ভেদে তিনপ্রকার।

বিজয়। অলঙ্কার কি?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ত্বজ বলিয়া উক্ত। কান্তে সর্ব্বদা অভিনিবেশবশতঃ সেই সব অদ্ভূতরূপে উদিত হয়। যথা,—

অঙ্গজ—১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা।

অযত্নজ—৪। শোভা, ৫। কান্তি, ৬। দীপ্তি, ৭। মাধুর্য্য, ৮। প্রগল্‌ভতা, ৯। ঔদার্য্য, ১০। ধৈর্য্য।

স্বভাবজ—১১। লীলা, ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪। বিভ্রম, ১৫। কিলকিঞ্চিত, ১৬। মোট্টায়িত, ১৭। কুট্টমিত, ১৮। বিব্বোক, ১৯। ললিত ২০। বিকৃত।

বিজয়। এস্থলে ভাব কি?

গোস্বামী। উজ্জ্বল-রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের ন্যায় যে আদি বিকার উদিত হয়, তাহাই—'ভাব'।

বিজয়। প্রভো, হাব কি প্রকার?

গোস্বামী। গ্রীবাকে তির্য্যক্ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশ করাকে 'হাব' বলা যায়।

বিজয়। হেলা কি?

গোস্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তখন তাহাকে 'হেলা' বলে।

বিজয়। শোভা কি?

গোস্বামী। রূপ ও সম্ভোগাদি-দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই 'শোভা'।

বিজয়। কান্তি কি?

গোস্বামী। মন্মথতর্পণদ্বারা যে উজ্জ্বল শোভা হয়, তাহাই 'কান্তি'।

বিজয়। দীপ্তি কি?

গোস্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কান্তি অতিশয় বিস্তৃতা হইলে 'দীপ্তি' নাম প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। চেষ্টা সমূহের সর্ব্বাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এস্থলে 'মাধূর্য্য'।

বিজয়। প্রগল্‌ভতা কি?

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে 'প্রগল্‌ভতা' বলেন। কান্তের অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে—প্রয়োগ।

বিজয়। ঔদার্য্য কি?

গোস্বামী। সর্ব্বাবস্থগত বিনয়কে 'ঔদার্য্য' বলে।

বিজয়। ধৈর্য্য কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই—‘ধৈর্য্য’।

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ?

গোস্বামী। রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারাপ্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই ‘লীলা’।

বিজয়। বিলাস কিরূপ?

গোস্বামী। গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই—‘বিলাস’।

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি?

গোস্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি—কান্তির পুষ্টি করে, তাহাকে ‘বিচ্ছিত্তি’ বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে, অপরাধী কান্ত আসিলে সখীদিগের প্রযত্নে ভূষণাদি ধারণ করিয়াছি, এরূপ ঈর্ষা-অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যায়।

বিজয়। বিভ্রম কি?

গোস্বামী। স্বীয় বল্লভ-প্রাপ্তি সময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদির অযথাস্থানে ধারণ কার্য্যই ‘বিভ্রম’।

বিজয়। কিলকিঞ্চিত কি?

গোস্বামী। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম ‘কিলকিঞ্চিত’।

বিজয়। মোট্টায়িত কি?

গোস্বামী। কান্ত-স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তা-প্রাপ্তি সময়ে হৃদয়ে যে ভাব, সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়, তাহাই ‘মোট্টায়িত’।

বিজয়। কুট্টমিত কি?

গোস্বামী। স্তন-অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম হইতে যে বাহ্য ক্রোধ ব্যথার ন্যায় উদিত হয়, তাহাই ‘কুট্টমিত’।

বিজয়। বিব্বোক কি?

গোস্বামী। গর্ব্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর-প্রকাশ হয়, তাহাই ‘বিব্বোক’।

বিজয়। ললিত কি?

গোস্বামী। অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিতা হইতে যে সৌকুমার্য্য প্রকাশ হয়, তাহাই 'ললিত'।

বিজয়। বিকৃত কি?

গোস্বামী। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিদ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বাক্যের দ্বারা না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ করা হয়, তাহাই 'বিকৃত'। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে আর দুইটী অলঙ্কার স্বীকার করেন।

বিজয়। মৌগ্ধ কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় যে প্রশ্ন হয়, তাহাই 'মৌগ্ধ্য'।

বিজয়। চকিত কি?

গোস্বামী। ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ করার নাম 'চকিত'।

বিজয়। প্রভো, অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম; এখন উদ্ভাস্বর বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম 'উদ্ভাস্বর'। মধুররসে নীবি, উত্তরীয় ও ধম্মিল্লের ভ্রংশন, গাত্র-মোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের প্রফুল্লতা এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি 'উদ্ভাস্বর'।

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়া নামকরণ করিলেন, সে সমুদায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্ত্বের লাঘব হইত।

গোস্বামী। তথাপি এই সকলদ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ হয়। এইজন্যই ইহাদিগকে পৃথগ্রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে।

বিজয়। প্রভো, এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে 'বাচিক অনুভাব' দ্বাদশ প্রকার।

বিজয়। 'আলাপ' কি?

গোস্বামী। চাটুপ্রিয়বাক্যের উক্তির নাম 'আলাপ'।

বিজয়। 'বিলাপ' কি?

গোস্বামী। দুঃখজনিত বাক্‌প্রয়োগের নাম 'বিলাপ'।

বিজয়। 'সংলাপ' কি?

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক্যালাপকে 'সংলাপ' বলে।

বিজয়। 'প্রলাপ' কি?

গোস্বামী। বৃথা আলাপকে 'প্রলাপ' বলা যায়।

বিজয়। 'অনুলাপ' কি?

গোস্বামী। মুহুর্মুহু এক কথা আলাপের নাম 'অনুলাপ'।

বিজয়। 'অপলাপ' কি?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ যোজনার নাম 'অপলাপ'।

বিজয়। 'সন্দেশ' কি?

গোস্বামী। প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্ত্তা-প্রেরণই 'সন্দেশ'।

বিজয়। 'অতিদেশ' কি?

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহাই 'অতিদেশ'।

বিজয়। 'অপদেশ' কি?

গোস্বামী। অন্য বাক্যের দ্বারা যে কথা সূচিত হয়, তাহাই 'অপদেশ'।

বিজয়। 'উপদেশ' কি?

গোস্বামী। শিক্ষার জন্য যে বচন বলা যায়, তাহাই 'উপদেশ'।

বিজয়। 'নির্দ্দেশ' কি?

গোস্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই 'নির্দ্দেশ'।

বিজয়। 'ব্যপদেশ' কি?

গোস্বামী। ছল করিয়া আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম 'ব্যপদেশ'। এই সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্য্যপোষক

বলিয়া উজ্জ্বল রসেও কীর্ত্তিত হইল।

বিজয়। প্রভো, রসবিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটা পৃথক ব্যাপার করিবার তাৎপর্য কি?

গোস্বামী। আলম্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয় তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে 'অনুভাব' নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক করিয়া না দেখাইলে তত্ত্বের পরিষ্কৃতি হয় না।। ৮-৯।।

অথ সাত্ত্বিকাঃ। স্বেদস্তম্ভাদয়োঽষ্টধূমায়িত-জ্বলিত-দীপ্ত-সুদীপ্তাঃ।।১০।।

অনুবাদ—অনন্তর সাত্ত্বিক ভাব সমূহ। ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, সুদীপ্ত, স্বেদ, স্তম্ভাদি অষ্টপ্রকার।। ১০।।

অনুকিরণ—সাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"প্রভো, সাত্ত্বিকবিকার কাহাকে বলে?

গোস্বামী। চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন, তখন সেই চিত্তকেই 'সত্ত্ব' বলা যায়। সেই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলি; তাহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ-ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব কিরূপ?

গোস্বামী। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে মুখ্যরতি চিত্তকে আক্রমণ করে, সেই স্থলে মুখ্যস্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ-স্বেদাদি মুখ্যসাত্ত্বিকভাবের মধ্যে পরিগণিত। যেস্থলে কৃষ্ণসর্ম্বন্ধিনী রতি কিঞ্চিদ্ব্যবধানক্রমে গৌণরূপে চিত্তকে আক্রমণ করে, সেস্থলে গৌণ-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব,—বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই দুইটী গৌণ-সাত্ত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব উদিত হয়—কম্পই দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। কোন রতিশূন্য ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণের পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ

উৎপন্ন হয়, তাহাই রুক্ষ,—রোমাঞ্চই রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক ভাব কিরূপে উদিত হয়।

গোস্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্ত্বভাবের সহিত একতা লাভ করিয়া আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত হইয়া শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই স্তম্ভাদি বিকার উদিত হয়।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক বিকার কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়—এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থায় আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়া অবস্থিতি করেন, কখন বা স্বপ্রধান হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, তখন 'স্তম্ভ'; যখন জলাশ্রিত, তখন 'অশ্রু'; যখন তেজস্থ, তখন 'বৈবর্ণ' এবং স্বেদ বা ঘর্ম্ম; যখন আকাশাশ্রিত, তখন 'প্রলয়', বা মূর্চ্ছা, এবং যখন স্বপ্রধান বাতাশ্রিত, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্র-ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার বহিঃ ও অন্ত, উভয় বিক্ষোভপ্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুভাবও বলা যায়, ভাবও বলা যায়। অনুভাব সকল কেবল বহির্বিক্ষোভপ্রযুক্ত সাত্ত্বিকভাব নামে উক্ত হয় না; যথা—নৃত্যাদিতে সত্ত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে না; বুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু স্তম্ভাদিতে বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া সাত্ত্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে, এই কারণেই অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ব্রজনাথ। স্তম্ভাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। স্তম্ভ, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে রাগাদিরহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চল্যকে স্তম্ভ বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি-জনিত শরীরের ক্লেদকর আর্দ্রতারূপ স্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমোদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে গদ্গদ-বচনরূপ স্বরভেদ উদিত হয়। ভয়,

ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে যে লৌল্য উদিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে বৈবর্ণ্যরূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে। হর্ষ, রোষ, বিষাদাদিদ্বারা চক্ষে যে জলোদ্গম হয় তাহার নাম অশ্রু; হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতা এবং ভূমিতে নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্ত্বিকভাবসকল সত্ত্বতারতম্যপ্রযুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত—এই চারিপ্রকার। রুক্ষ সাত্ত্বিক ধূমায়িত হইয়া থাকে; স্নিগ্ধ ভাবসকল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে; রতিই সর্ব্বানন্দ-চমৎকারের হেতু, রত্যাভাবে রুক্ষাদি চমৎকারিত্ব নাই"।। ১০।।

অথ ব্যভিচারিণঃ। নির্ব্বেদবিষাদাদ্যা ভাবাঃ।। ১১।।

অনুবাদ—অতঃপর ব্যভিচারী ভাব। নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি ভাবসমূহই ব্যভিচারী ভাব।। ১১।।

অনুকিরণ—ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধেও 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখী হইয়া এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। ইহারা বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিত-ভাবও বলে। তাহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে উর্ম্মির ন্যায় উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করতঃ তাহাতে মগ্ন হয়। তেত্রিশটী ভাব, যথা ঃ—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ), উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঐগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ।। ১১।।

অথ ভাবোৎপত্তিঃ ভাবসন্ধিঃ ভাবশাবল্যো ভাবশান্তিরিতি দশাচতুষ্টয়ম্। ভাবোৎপত্তিঃ স্পষ্টার্থা; ভাবদ্বয়স্য মিলনং

ভাবসন্ধিঃ; পূর্ব্বপূর্ব্বভাবস্য যঃ পরপরভাবেনোপমর্দ্দঃ স এব ভাবশাবল্যং; ভাবশান্তির্ভাবস্যান্তর্দ্ধানমেব।। ১২।।

অনুবাদ—অনন্তর ভাবোৎপত্তি, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ভাবশান্তি এই চারি প্রকার দশা। ভাবের উৎপত্তিই ভাবোৎপত্তি—স্পষ্টার্থ। ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম ভাব-সন্ধি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব যাহা পর পর ভাবের দ্বারা উপমর্দ্দিত, তাহাই ভাব-শাবল্য। ভাবের অন্তর্দ্ধানই ভাব-শান্তি ।। ১২।।

অনুকিরণ—ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশার সম্বন্ধেও শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। ইষ্টজাত জড়তা অনিষ্টজাত জড়তা একই কালে উদিত হইয়া সমানরূপ ভাব-সন্ধির স্থল; হর্ষ ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থল হয়।

ব্রজনাথ। ভাব-শাবল্য কিরূপ?

গোস্বামী। ভাবদিগের পরস্পর সংমর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে। কৃষ্ণকথা শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয়, তাহা ভাবশাবল্য।

ব্রজনাথ। ভাব-শান্তি কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যারূঢ়-ভাবের বিলয়কে শান্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজশিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহাদিগের চিন্তার শান্তি হইল—ইহাই বিষাদের শান্তি-দশা"।। ১২।।

অথ স্থায়ীভাবঃ; মধুরা রতিঃ। সা চ ত্রিবিধা; সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা ইতি। কুব্জায়াং সাধারণী সাধারণমণিবৎ। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা চিন্তামণিবৎ, ব্রজদেবীষু সমর্থা কৌস্তুভমণিবৎ। সামান্যভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী। কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্যরতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা। কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা।। ১৩।।

অনুবাদ—অনন্তর স্থায়ীভাব। মধুরারতি— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে ত্রিবিধ। কুব্জাতে— সাধারণী অর্থাৎ সাধারণ মণীর ন্যায়। পট্ট-মহিষী বর্গে সমঞ্জসা অর্থাৎ চিন্তামণির ন্যায়। আর ব্রজদেবী-দিগেতে সমর্থা অর্থাৎ কৌস্তুভ-মণির ন্যায়। সামান্যভাবে নিজ সুখ-তাৎপর্য্যযুক্ত রতি সাধারণী। শ্রীকৃষ্ণের এবং নিজের সুখ-তাৎপর্য্য-যুক্ত পত্নীভাবময়ী রতি— সমঞ্জসা। আর কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট পরাঙ্গণাময়ী রতিই সমর্থা।। ১৩।।

অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ। অথ প্রেমা। তত্র পূর্ব্বসংস্কারতো বা শ্রবণ-দর্শানাদিভ্যঃ বা কৃষ্ণে প্রীত্যা মন-লগ্নতা রতিঃ। বিঘ্নসম্ভবেঽপি হ্রাসাভাবঃ প্রেমা। চিত্তস্য দ্রবীভাব-নিদানং স্নেহঃ। তত্র চন্দ্রাবল্যাদৌ তদীয়তাভাবেন ঘৃতস্নেহশ্চ আদরময়ো ভাবান্তর-মিশ্রিত এব সুরসো যথা ঘৃতম; শ্রীরাধাদৌ মদীয় ভাবেন মধুস্নেহ আদরশূন্যঃ স্বতঃ এব সুরসো যথা মধু। অথ মানঃ। স্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রোষেণ বা হেতুনা বিনৈব বা কৌটিল্যং মানঃ। চন্দ্রাবল্যাদৌ দাক্ষিণ্যোদাত্তঃ ক্বচ্চিৎ বাম্য গন্ধোদাত্তঃ; শ্রীরাধাদৌ তু ললিতঃ। অথ প্রণয়ঃ। মনো-দেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিশ্রম্ভঃ প্রণয়ঃ; সখ্যং মৈত্রঞ্চ। অথ রাগঃ। চন্দ্রাবল্যাদৌ নীলরাগঃ স্বলগ্নভাবাবরণঃ। তত্রৈব শ্যামরাগোঽপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু মঞ্জিষ্ঠারাগোঽনন্যাপেক্ষো ভাবাবরণশূন্যঃ। তথৈব শ্যামলাদৌ কুসুম্ভরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্চিদন্যাপেক্ষঃ। পাত্রস্যাদ্গুণ্যাৎ স্থিতিঃ। অথানুরাগঃ। শ্রীকৃষ্ণ সদানুভূয়তে অথচ নবনবাপূর্ব্ব ইব বুদ্ধির্যতো ভবতি সঃ অনুরাগঃ। তত্র চাপ্রাণিন্যপি জন্ম-লালসা প্রেমবৈচিত্ত্যং বিচ্ছেদেঽপি

স্ফূর্ত্তিরিত্যাদি ক্রিয়াঃ। অথ মহাভাবঃ। স এব রূঢ় অধিরূঢ় ইতি দ্বিবিধঃ। কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়-মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতি, সোঽধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদনো মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। যস্য উদয়ে কৃষ্ণস্য তৎপ্রেয়সীনাং মহাক্ষোভশ্চমৎকারো ভবেৎ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবিকারদর্শনাৎ স মোদনঃ। স তু রাধিকাযূথ এব ভবতি নান্যত্র। মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মাদনো ভবেৎ। যস্য উদয়ে সতি পট্টমহিষীগণা-লিঙ্গিতস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্চ্ছা ভবতি রাধাবিরহতাপেন, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং, তিরশ্চামপি রোদনঞ্চ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মাদনোঽয়মুদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ। যত্র উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদয়ঃ প্রেমময়োঽবস্থাঃ সন্তি। যত্রানন্তভাবোদ্‌গমঃ বনমাল্যায়ামপি ঈর্ষা পুলিন্দেষ্বপি শ্লাঘা তমালস্পর্শিন্যা মালত্যা ভাগ্যবর্ণনঞ্চ। এষ মাদনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়ামেব নান্যত্র।। ১৪।।

অনুবাদ—অনন্তর সমর্থা-রতি প্রথম দশায় বীজের ন্যায়। প্রেম—ইক্ষুর ন্যায়, স্নেহ—রসের ন্যায়, তারপর মান—গুড়ের ন্যায়, তারপর প্রণয়—খণ্ডের ন্যায়, রাগ—শর্করার ন্যায়, অনুরাগ—সিতার ন্যায়, মহাভাব—সিতোপল ন্যায়। অনন্তর প্রেম—তন্মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কার বশে অথবা শ্রবণ-দর্শনাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি-দ্বারা চিত্তের সংলগ্নতা রতি। বিঘ্নের সম্ভাবনা স্বত্বেও, হ্রাস না হওয়া প্রেম। চিত্তে দ্রবী ভাবের কারণ স্নেহ। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে তদীয়তার অভাবের দ্বারা ঘৃত স্নেহ। ভাবান্তর মিশ্রিত আদরময়ই সুরস, যেমন ঘৃত। শ্রীরাধা প্রভৃতিতে মদীয় ভাবের দ্বারা মধু-স্নেহ, আদরশূন্য স্বতঃই সুরস অর্থাৎ মধুর, যেমন মধু। অনন্তর মান—স্নেহের আধিক্যবশতঃ ভদ্রাভদ্র হেতু

মূলে বা রোষ-বশতঃ অথবা হেতুবিনাই যে কোটিল্য তাহাই মান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে দাক্ষিণ্য-উদাত্ত কখনও বাম্য-গন্ধোদাত্ত কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রভৃতিতে ললিত। অনন্তর প্রণয়—কান্তের মন-দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত ঐক্য-ভাবনা-ময় বিশ্রম্ভ প্রণয়। সখ্য ও মৈত্র ভেদে প্রণয় দুইপ্রকার। অনন্তর রাগ—চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে স্বলগ্ন-ভাবাবরণ-রূপ নীল-রাগ। সেস্থলে শ্যাম-রাগও ভদ্রাদিতে চির সাধ্যরূপ। শ্রীরাধিকাদিতে কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা-রাগ তাহা অনন্যাপেক্ষ ও ভাবাবরণ-শূন্য। সেই প্রকারই শ্যামলাদিতে কুসুম্ভ-রাগ, সুখ সাধ্যতা-হেতু কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষাযুক্ত। পাত্রের গুণানুসারেই স্থিতি। অনন্তর অনুরাগ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রত্যেক বার নূতন নূতনই বোধ হওয়ার নাম অনুরাগ। সেই অবস্থাতে অপ্রাণীতেও জন্ম-লালসা প্রেম-বৈচিত্ত্য, বিচ্ছেদকালেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দেখা যায়। অনন্তর মহাভাব—তাহা আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুইপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণের সুখকালে পীড়া-শঙ্কা-হেতু নিমেষকালের জন্যও (অদর্শন) যেখানে অসহিষ্ণুতাদি-বোধ তাহা রূঢ়মহাভাব। কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখ যাঁর দর্শন-সুখের লেশও নহে এবং সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদির দংশন-জনিত দুঃখও যাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখের লেশও নহে, কৃষ্ণ সংযোগ ও বিয়োগ জাত এবম্ভূত সুখ দুঃখের অনুভব অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাবেরই মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ রূপ। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন হেতুও যাহার উদয়ে কৃষ্ণের এবং তদ্-প্রেয়সীগণের মহাক্ষোভ ও চমৎকার ভাব জন্মে তাহাই মোদন। তাহা কিন্তু রাধিকার যূথেই হয়, অন্যত্র নহে। এই মোদন আবার বিচ্ছেদ দশাতেই মাদন হয়। যাহার উদয় হইলে পট্ট-মহিষিগণের দ্বারা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহতাপে মূর্চ্ছা হয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ জন্মায় এবং তরুলতাকেও ক্রন্দন করায়। বৃন্দাবনেশ্বরীতে প্রায়ই এই মাদন উদিত হয়। মাদনেরই বৃত্তিভেদ দিব্যোন্মাদ; যে অবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি প্রেমময় অবস্থা সমূহ প্রকাশ পায়। এই অবস্থাতে অনন্ত ভাবের উদ্গম

বনমালাতেও ঈর্ষা, পুলিন্দজাতীতেও শ্লাঘা, তমালস্পর্শিনী মালতীর ভাগ্য-বর্ণন ইত্যাদি। এই মাদন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রীরাধিকাতেই উদিত হয়, অন্যত্র নহে।। ১৪।।

অথৈষামাশ্রয়নির্ণয়ঃ। কুব্জায়াং সাধারণী রতিঃ প্রেম-পর্য্যন্তা। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা রতিঃ অনুরাগ-পর্য্যন্তা। তত্র সত্যভামা রাধিকানুসারিণী; লক্ষণা চ। রুক্মিণী তু চন্দ্রাবলী ভাবানুসারিনী; অন্যাশ্চ। ব্রজস্থ প্রিয়নর্ম্মসখানাং চ অনুরাগ-পর্য্যন্তা। ব্রজসুন্দরীণাং তু সমর্থা রতিঃ মহাভাবপর্য্যন্তা; সুবলাদীনাঞ্চ। তত্রাপি রাধিকাযূথ এব নান্যত্র। তত্রাপি মাদনঃ শ্রীরাধায়ামেব; ললিতা-বিশাখায়োরপি।। ১৫।।

অনুবাদ—অনন্তর ইহাদের আশ্রয়-নির্ণয়। কুব্জাতে সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত। পট্ট-মহিষীদিগেতে সমঞ্জসা রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। সত্যভামা ও লক্ষণা শ্রীরাধিকানুসারিণী। রুক্মিণী কিন্তু চন্দ্রাবলীর ভাবানুসারিণী। অন্য মহিষিগণেরও তদ্রূপ। ব্রজস্থিত প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের রতিও অনুরাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রজ-সুন্দরিগণের সমর্থা-রতি মহাভাব পর্য্যন্ত। এবং সুবলাদিরও তদ্রূপ। তাহাও রাধিকার যূথেই, অন্যত্র নহে। তন্মধ্যে মাদন শ্রীরাধিকাতেই, ললিতা-বিশাখারও তদ্রূপ।। ১৫।।

অনুকিরণ—'রতি' সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"বিজয়। রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জায় সাধারণী রতি। তাহা সম্ভোগেচ্ছামূলা হওয়ায় তিরস্কৃত হইয়াছে। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেননা তাহা লোকধর্ম্ম-অপেক্ষায় বিবাহ-বিধিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। গোকুল-দেবীদিগের রতি সমর্থা, যেহেতু তাহা লোক ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। সমর্থা যে অসমঞ্জসা তাহা নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমর্থাই অতিসমঞ্জসা। সাধারণী রতি মণির

ন্যায়, সমঞ্জসারতি চিন্তামণির ন্যায় এবং সমর্থা রতি জগদ্দুর্লভ কৌস্তুভের ন্যায় অনন্যলভ্যা।

বিজয় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'কি অপূর্ব্ব কথা হইতেছে। আমি সাধারণী-রতির লক্ষণজানিতে ইচ্ছা করি।'

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদিত হয়, তাহা সাধারণী। এই রতির গাঢ়ত্ব-অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা হ্রাস হইলে এ রতিও হ্রাস হইয়া পড়ে।

বিজয়। সমঞ্জসা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্নীভাবাভিমানস্বরূপা গাঢ়রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, সমঞ্জসা রতি সম্ভোগেচ্ছা হইতে পৃথক্ হইলে তদুত্থিত ভাবদ্বারা কৃষ্ণ বশ করা দুর্ঘট হয়।

বিজয়। সমর্থা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। রতিমাত্রেরই সম্ভোগেচ্ছা আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বার্থপরা। সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ-লক্ষণ কোন বিশেষভাব প্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একই ভাবপ্রাপ্ত রতিই 'সমর্থা'।

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ, একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। সম্ভোগেচ্ছা দুইপ্রকার—প্রিয়জন দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ-সুখময়ী ইচ্ছা এক প্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন-ইন্দ্রিয়-তর্পণসুখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্য প্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায়, কেননা তাহা স্বসুখোন্মুখী। দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিয়জন-হিতোন্মুখী হওয়ায় প্রেমোন্মুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা প্রবল নয়। শেযোক্ত লক্ষণই সমর্থা রতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। সম্ভোগে প্রিয়জন-স্পর্শসুখ অবশ্য ঘটিয়া থাকে। সেই সুখের

ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না?

গোস্বামী। অবশ্য সে ইচ্ছা দুর্ব্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া তদ্রূপ-বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া রতি ও সম্ভোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই রতি সর্ব্বাতিক্রমে সামর্থ্যপ্রযুক্ত 'সমর্থা' নাম প্রাপ্ত হন।

বিজয়। সমর্থা রতির বিশেষ মাহাত্ম্য কি?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক এ সমর্থারতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ-করণ-ক্ষমতাযুক্ত হইয়া অতি গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন।

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের সমর্থা রতি কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য। সম্ভোগে যে নিজ সুখ আছে, তাহাও কৃষ্ণসুখের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণসুখময়ী রতি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলাসোর্ম্মিচমৎকারী শ্রীধারণপূর্ব্বক আপনা হইতে সম্ভোগেচ্ছাকে পৃথক্ সত্তায় থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে ঐ রতি কখন ক পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বিজয়। আহা! এ কি অপূর্ব্ব রতি! ইহার চরম মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হয়।

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব-দশাকে লাভ করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষরা ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদূর সাধ্য পাইয়া থাকেন।

বিজয়। প্রভো, এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি।।"

(উজ্জ্বল, স্থায়ীভাব প্রঃ, ৪৪)

তাৎপর্য্য এই, মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-রূপ ধারণ করেন।

বিজয়। প্রভো, ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়। তদ্রূপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি। ভাব শব্দে এস্থলে মহাভাব।

বিজয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিতেও এক প্রেম শব্দে সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয়?

গোস্বামী। স্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাসক্রম। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রেম শব্দ দ্বারা সেই সকলকে উদ্দেশ্য করেন। যাঁহার যে জাতীয় কৃষ্ণপ্রেম উদিত, তাঁহাতে কৃষ্ণেরও সেই জাতীয় প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রেমলক্ষণ কি?

গোস্বামী। মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই 'প্রেম'।

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ-ভেদে প্রেম তিন প্রকার।

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার?

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তিতে যে কষ্ট হইবে, তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্লেশদায়ী হয়, তাহাই প্রৌঢ়প্রেম।

বিজয়। মধ্য প্রেমের কি লক্ষণ?

গোস্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্লেশানুভব সহিয়া থাকে, সেই প্রেম—'মধ্যম'।

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরূপ?

গোস্বামী। আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্তাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা না করেন, এরূপ প্রেম 'মন্দ'। ইহাতে অন্যের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকরূপে কার্য্য করে।

বিজয়, প্রৌঢ় মধ্য, মন্দ জাতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর এক-প্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা, সে স্থলে প্রৌঢ়প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায়, সে স্থলে মধ্য প্রেম। যে স্থলে কখন কখন বিস্মরণ হয়। সেই স্থলে মন্দ-প্রেম।

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম। স্নেহ-লক্ষণ কি?

গোস্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। চিৎ-শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই স্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে, প্রিয়বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না।

বিজয়। স্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে?

গোস্বামী। কনিষ্ঠ স্নেহীর প্রিয় ব্যক্তির অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম স্নেহীর প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠস্নেহীর প্রিয়-বিষয় শ্রবণেই চিত্তদ্রব হয়।

বিজয়। স্নেহ কত প্রকার?

গোস্বামী। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ দুইপ্রকার।

বিজয়। ঘৃত-স্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই 'ঘৃতস্নেহ'। মধুস্নেহ মিশ্রিত হইয়া স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘৃতস্নেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত পরস্পর আদরে ঘনীভূত হইয়া গাঢ়াদরময় হন। ঘৃতলক্ষণবশতঃ ইহাকে ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। আদর কি?

গোস্বামী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও স্নেহে তাহা সুব্যক্ত

বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত।

বিজয়। গৌরব কি?

গোস্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম 'গৌরব'। তাহা হইতে উদিত হয় যে ভাব, তাহাই 'সম্ভ্রম'। তাহাকেই আদর বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌরব আছে।

বিজয়। মধুস্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাকে মধুস্নেহ বলেন। সেই স্নেহ স্বয়ং মাধুর্য্যময় এবং তাহাতে নানারসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদকতা-ধর্ম্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এই জন্য মধুর সমান বলিয়া মধুস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রতির উদ্ভব দুইপ্রকার। তাহার আমি, এই একপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্যপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে আমি তাঁহার, এই ভাব বলবান। মধুস্নেহে তিনি আমার, এই ভাব বলবান্। চন্দ্রাবলীতে ঘৃতস্নেহ। শ্রীরাধায় মধুস্নেহ।

বিজয়। (গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া) মান কিরূপ?

গোস্বামী। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক এক নূতন প্রকার মাধুর্য্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করেন, তিনি 'মান'।

বিজয়। মান কয়প্রকার?

গোস্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুই প্রকার।

বিজয়। উদাত্তমান কি প্রকার?

গোস্বামী। দুই প্রকার। এক প্রকারে দুর্ব্বোধ রীতিক্রমে সরল অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবযুক্ত। অন্য প্রকারে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত মনের ভাব গোপনপূর্ব্বক গাম্ভীর্য্যলক্ষণ মান হয়। ঘৃতস্নেহই উদাত্তমান হয়।

বিজয়। ললিতমান কিরূপ? ইহাতে আমার অধিক লালসা কেন হয় বলিতে পারি না।

গোস্বামী। ললিতমান দুই প্রকার। স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য ধারণপূর্ব্বক যে মান, তাহা কৌটিল্যললিত। নর্ম্মবিশেষ যে মান, তাহা নর্ম্মললিত। উভয়বিধ ললিতমানই মধুস্নেহ হইতে উদিত হয়।

বিজয়। প্রণয় কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'।

বিজয়। এস্থলে বিশ্রম্ভের অর্থ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের স্বরূপই 'বিশ্রম্ভ'। মৈত্র ও সখ্য-ভেদে বিশ্রম্ভ দুই প্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ভ। বিশ্রম্ভ প্রণয়ের নিমিত্ত কারণ নয়, কিন্তু উপাদান-কারণ।

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভই 'মৈত্র'।

বিজয়। সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। সর্ব্বপ্রকার ভয়োন্মুক্ত স্ববশতাময় বিশ্রম্ভই এখানে সখ্য।

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আর একটু স্ফুট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মানধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মান ও প্রণয়ের অন্যান্য কার্য্যকারণতা আছে। বিশ্রম্ভকে পৃথগ্‌রূপে উদাহরণ এই জন্যই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মৈত্র ও সখ্য সুসঙ্গত হইতেছে। আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে বিচারিত হয়।

বিজয়। রাগ-লক্ষণ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রণয়ই 'রাগ'।

বিজয়। রাগ কতপ্রকার?

গোস্বামী। নীলিমা-রাগ ও রক্তিমা-রাগ, এই দুই প্রকার।

বিজয়। নীলিমা-রাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। নীলি-রাগ ও শ্যামা রাগ-ভেদে নীলিমা দুই প্রকার।

বিজয়। নীলিরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগের ব্যয়-সম্ভাবনা নাই এবং যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া স্বলগ্নভাবসকলকে আবরণ করে, তাহাই নীলি রাগ। সেই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিজয়। শ্যামারাগ কি?

গোস্বামী। নীলিরাগ হইতে ভীরুতার ঔষধসেকাদিদ্বারা প্রকাশশীল এবং বিলম্বসাধ্য যে রাগ, তাহাই শ্যামারাগ।

বিজয়। রক্তিম-রাগ কত প্রকার?

গোস্বামী। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাসম্ভব রাগ-ভেদে রক্তিমা দুই প্রকার।

বিজয়। কুসুম্ভরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্তে সংসক্ত হইয়া শোভা পায়, তাহাই কুসুম্ভরাগ। আধার বিশেষে কৌসুম্ভরাগ স্থির হয়। কৃষ্ণপ্রণয়ী জনে ইহা মঞ্জিষ্ঠমিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়।

বিজয়। মঞ্জিষ্ঠরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্যসাপেক্ষ কান্তিদ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মঞ্জিষ্ঠরাগ। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘৃত, স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র, নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু, স্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাবসকল রাধিকাদিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষ্মণদ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এইপ্রকার ভাব-ভেদে গোকুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপক্ষাদিভেদ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে, এবং ভাবসকলের যে অন্যান্য প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বারা পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ সে সকল পৃথক পৃথক্

ব্যাখ্যা করা গেল না।

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন্ কোন্ ভাব বুঝিতে হইবে?

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্যাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থলে ভাবান্তর।

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নবভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'।

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে?

গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসাভর হইয়া অনুরাগ অত্যন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়।

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা সহজে বুঝিলাম। প্রভো, প্রেমবৈচিত্ত্য কি?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে।

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিজয়, ব্রজরসচিত্রবিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি কোথায় এবং মহাভাব-বর্ণনই বা কোথায়! তবে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপাশিক্ষাক্রমে এবং শ্রীরূপের নির্দ্দেশমতে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন।

বিজয়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞাসু। আমি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধিকা অনুরাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষয়। শ্রীনন্দনন্দন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। শ্রীরাধা আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। তাঁহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার ইয়ত্তা বা চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় এবং সেই

অবস্থায় স্বয়ং বেদ্যদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজনবিশেষের সংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া যথাবসর সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। তৎঅবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়।

বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! আজ মহাভাব কি, তাহা একটু অনুভব করিলাম। সকলভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয়ত কর্ণ জুড়ায়।

গোস্বামী। ধন্য বিজয়!

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী।।

এই শ্লোকটীই মহাভাবের উদাহরণ। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে, তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার চিত্তজতু মহাসাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া পৃথক্তা বিলাপপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদভ্রমশূন্য হইয়াছে। আবার সেই শৃঙ্গারকারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে চিত্র করিবার জন্য স্বয়ং নবরাগহিঙ্গুলভরের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অপ্রকটলীলাগত মহাভাববৈচিত্র্য যোগমায়াদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে যথাবৎ অনুচিত্রিত হইয়াছে।

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব দুর্ল্লভ। কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্য।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। বিবাহবিধিবন্ধনদ্বারা যেখানে স্বকীয়াত্ব, সেখানে রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ মহাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে, কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান্। তথায় রতি সমর্থা বলিয়া চরমসীমাপ্রাপ্তিস্থলে মহাভাব হয়।

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কি কি?

গোস্বামী। পরমামৃত-স্বরূপ শ্রীমহাভাব চিত্তকে স্বস্বরূপতা প্রাপ্তি করান। রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার।

বিজয়। রূঢ়-মহাভাব কিরূপ?

গোস্বামী। সাত্ত্বিকভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব রূঢ়।

বিজয়। মহাভাবের অনুভাব বলুন।

গোস্বামী। নিমেষমাত্রেও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব কৃষ্ণসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব—এই সকল অনুভাব কতকগুলি সম্ভোগ এবং কতকগুলি বিপ্রলম্ভে অনুভূত হয়।

বিজয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার?

গোস্বামী। এই ভাবটি বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ। সংযোগেও বিয়োগ স্ফূর্ত্তি। অল্পকালবিচ্ছেদও অসহ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণদর্শন করিয়া চক্ষের পক্ষ্মকৃৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেননা কৃষ্ণদর্শনকারীর চক্ষের পক্ষ্ম ক্ষণকালও দর্শনবাধ করে।

বিজয়। আসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়ন কিরূপ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাব দেখিয়া কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ ও মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

বিজয়। কল্পক্ষণত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রাসরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি হইলেও গোপীগণের নিকট নিমেষ অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল, তদ্বৎ।

বিজয়। সৌখ্যে ও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং" শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণপদকমল স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে—এইরূপ খেদ করেন, তদ্রূপ।

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্ব্ববিস্মরণ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-অবিচ্ছেদে মোহাদির অভাব। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি থাকে

অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্মৃতি হয়।

বিজয়। ক্ষণকল্পতা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাঁহাদের রাত্রিসকল ক্ষণার্দ্ধের মত যাইত। আমার অভাবে তাঁহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এই ভাবেই ক্ষণকে কল্পজ্ঞান হয়।

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাহাদ্বারা রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল আরও আশ্চর্য্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয় তাহাই অধিরূঢ় ভাব।

বিজয়। অধিরূঢ় (ভাব) কত প্রকার?

গোস্বামী। মোদন ও মাদন-ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

বিজয়। মোদন কিরূপ?

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ উভয়ের অধিরূঢ় ভাবে যখন সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্তিসৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তাহাকে 'মোদন' বলেন। সেই মোদনভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ-ভর হয়। প্রেমসম্পত্তিতে বিখ্যাত কান্তাগণ অপেক্ষা অতিশয়িতা উদিত হয়।

বিজয়। মোদনের স্থল কি?

গোস্বামী। শ্রীরাধিকার যূথ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। মোদনই একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস। বিশ্লেষদশায় মোদনই মোহন হয়। বিরহ-বিবশতাপ্রযুক্ত সেই দশায় সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হয়।

বিজয়। মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সুখকামনা, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তির্য্যগ্ জাতির রোদন, মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা ও দিব্যোন্মাদাদি অনুভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহনভাব উদিত হয়। সঞ্চারি-ভাবগত মোহেও রাধিকার কার্য্য অন্যের বিলক্ষণ।"

আরও পাওয়া যায়,—

"বিজয়। প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অসীম। এখন সংক্ষেপে সর্ব্বপ্রকার মধুর-রসের নির্য্যাস পাইতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ, তাহা প্রায়ই অলৌকিক, তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচারপূর্ব্বক তাহা বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ স্থল-বিশেষে অনুরাগ হইয়া স্নেহ; তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা স্থির হয় না; কিন্তু ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসার গতি। তাহাতে জ্বলিতরূপে দীপ্তা রতি। রূঢ়ে উদ্দীপ্তা এবং মোদনাদিতে সূদ্দীপ্তা রতি। ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন না, দেশকালপাত্রাদি-ভেদে বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাইবে। সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। সমর্থা রতির মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা।

বিজয়। সখ্যরসে রতির গতি কতদূর?

গোস্বামী। নর্ম্মবয়স্যদিগের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। কিন্তু তন্মধ্যে সুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে ইক্ষুরস বীজ—গুড়, খণ্ড-সার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর।।
ইঁহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ।।
অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।।

এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ'।।
প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে।।
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি'।।
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে।।
দ্বিবিধ 'বিভাব', আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশী-স্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন।।
"অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর।।
নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী।।
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-রসে শৃঙ্গারভাবের প্রাবল্য।।
শান্তরসে শান্তিরতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়।।
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ,—সীমা।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।।
শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ।।
'রূঢ়', অধিরূঢ়' ভাব কেবল 'মধুরে'।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে।।
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত' প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন'-নাম তার।।
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।

'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প' মোহনে দুই ভেদ।।
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।।
উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান।"

মধ্য ২৩।৩৮-৫৭।। ১৩-১৫।।

স্থায়ীভাবঃ। স এব বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ; পূর্ব্বরাগঃ মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চ। অঙ্গ সঙ্গাৎ পূর্ব্বং যা উৎকণ্ঠাময়ী রতিঃ সঃ পূর্ব্বরাগঃ। তত্র দশ দশা। লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ। মানঃ দ্বিবিধঃ। স হেতুর্নির্হেতুশ্চ। তত্র নির্হেতুকঃ স্বয়মেব শাম্যতি। সহেতুকস্য মানস্য শান্তিঃ সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ। প্রিয়বাক্যং সাম। নিজৈশ্বর্য্যং শ্রাবয়িত্বা তস্যা অযোগ্যত্বজ্ঞাপনং ভেদঃ। বয়স্যাদি-দ্বারা ভয়প্রদর্শনঞ্চ ক্রিয়া। বস্ত্রমাল্যাদিনাং প্রদানং দানং। নতির্নমস্কারঃ। উপেক্ষা—ঔদাসীন্য-প্রকটনম্। রসান্তরং ভয়কষ্টাদি-প্রদানাদি-প্রস্তাবঃ। মানশান্তি-চিহ্নানি অশ্রুস্মিতাদয়ঃ। অথ প্রেম-বৈচিত্ত্যম্। কৃষ্ণনিকটেঽপি অনুরাগাধিক্যাৎ বিরহো যত্র ভবতি তদেব তৎ। অথ প্রবাসঃ। স দ্বিবিধঃ; কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠঃ সুদূরনিষ্ঠশ্চ। নিত্যমেব গোচারণাদ্যনুরোধাৎ কিঞ্চিদ্দূরে মথুরাং গতে সতি সুদূরে। তত্র চ দশ দশা অতিপ্রবলা ভবন্তি। অথ সম্ভোগঃ। স চ চতুর্ব্বিধঃ। পূর্ব্বরাগান্তে চাধর-নখ-ক্ষতাদীনাম্ অল্পত্বে সঙ্ক্ষিপ্তো মানান্তে অসূয়ামাৎসর্য্যাদিরোষাভাসমিশ্রিতঃ সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিৎ দূর-প্রবাসান্তে সম্পন্নঃ স্পষ্টঃ সুদূর-প্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান্ অতিস্পষ্টঃ। অথ সম্ভোগপ্রপঞ্চঃ। দর্শন-স্পর্শন-কথন-বর্ত্মরোধ-বনবিহারজলকেলিবংশীচৌর্য্য-নৌকাখেলা-লুক্কায়নলীলা-

মধুপানাদয়ঃ অনন্তা এব।।১৬।।

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণস্তদালোকায় ভবতু।।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিতঃ উজ্জ্বলনীলমণি-করিণলেশঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—স্থায়ীভাব। তাহা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দুইপ্রকার। সেই বিপ্রলম্ভ আবার চতুর্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে যে উৎকণ্ঠাময়ী রতি তাহা পূর্ব্বরাগ। তাহার দশটী দশা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ অর্থাৎ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ সংজ্ঞালোপ। মান দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। তন্মধ্যে নির্হেতু স্বয়ংই শান্ত হয়। আর সহেতুক মান—সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর দ্বারা শান্ত হয়। প্রিয় বাক্যের নাম সাম। নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনাইয়া সেই মানকারিণীর অযোগ্যত্ব জ্ঞাপনের নাম ভেদ। বয়স্যাদির দ্বারা ভয় প্রদর্শনই ক্রিয়া। বস্ত্রমাল্যাদি প্রদান দান। নতি অর্থে নমস্কার। আর ঔদাসীন্য প্রকাশের নাম উপেক্ষা। ভয়, কষ্টাদি-প্রদানের প্রস্তাব রসান্তর। মান শান্তির চিহ্ন—অশ্রু ও হাস্যাদি। অনন্তর প্রেম-বৈচিত্ত্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়াও অনুরাগ-আধিক্য-বশতঃ বিরহ-ভাব যাহা হইতে হয়, তাহাই। অনন্তর প্রবাস—তাহা দুই প্রকার। কিঞ্চিৎ দূরনিষ্ঠ ও সুদূরনিষ্ঠ। নিত্য গোচারণাদির জন্য গমন কিঞ্চিৎ দূর। মথুরায় গমন করিলে সুদূর। সুদূর গমনে দশ দশা অত্যন্ত প্রবল হয়। অনন্তর সম্ভোগ—তাহা চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগান্তে অধর, নখ, ক্ষতাদির অল্পত্বে সঙ্ক্ষিপ্ত মানান্তে অসূয়া, মাৎসর্য্যাদি রোষাভাস-মিশ্রিত সঙ্কীর্ণ; কিঞ্চিৎ দূর-প্রবাসান্তে সম্পন্ন অর্থাৎ স্পষ্ট; আর সুদূর-প্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান্ অর্থাৎ অতি-স্পষ্ট। অনন্তর সম্ভোগের বিষয় বলিতেছেন—দর্শন, স্পর্শন, কথন, পথরোধ, বনবিহার, জলকেলি, বংশীচুরি, নৌকাখেলা, লুক্কায়ন-লীলা ও মধুপানাদি অনন্ত প্রকারই।। ১৬।।

যাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির চরণ-ভজন-প্রবণ জন, তাঁহাদের এই 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র কিরণ আলোক-স্বরূপ হউন।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুকিরণ—শৃঙ্গার রসের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরূপ দ্বিবিধ-বিষয়-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। শৃঙ্গার কি?

গোস্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর রসের নাম 'শৃঙ্গার'। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সংযুক্তই হউন বা অযুক্তই হউন যুবকযুবতীর অভীষ্ট যে আলিঙ্গনাদি, তাহার অভাবে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়, তাহাই সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ নামক ভাববিশেষ। বিপ্রলম্ভের অর্থ বিরহ বা বিয়োগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন?

গোস্বামী। রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ-বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহদ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কত প্রকার?

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্ব্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত রতি উন্মীলিত হয়, তাহাই পূর্ব্বরাগ।

বিজয়। দর্শন কত প্রকার?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাঁহার রূপ দেখা

এবং স্বপ্নে তাঁহাকে দেখাকে 'দর্শন' বলা যায়।

বিজয়। শ্রবণ কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তুতিপাঠকবন্দী, সখী ও দূতী ইহাদের মুখে এবং গীতাদি হইতে যাহা শুনা যায়, তাহাই শ্রবণ।

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্ব্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পূর্ব্বরাগেও সেই সকলকে হেতু বলা যায়।

বিজয়। ব্রজনায়কনায়িকার মধ্যে কাহার পূর্ব্বরাগ প্রথমে হয়?

গোস্বামী। ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়া মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রসর। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে পূর্ব্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের সঞ্চারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।

বিজয়। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমর্থ রতিরূপ পূর্ব্বরাগই প্রৌঢ়। এই রাগে লালসাদি মরণ পর্য্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চারিভাবের উৎকটতা প্রযুক্ত ঐ সকল দশা হয়।

বিজয়। দশাগুলি বলুন?

গোস্বামী। "লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।।"

(উজ্জ্বল, পূর্ব্বরাগ প্রঃ ৯)

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা। প্রৌঢ়রাগে দশাসকলও প্রৌঢ়।

বিজয়। লালাসা কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ক্ষাই লালসা। তাহাতে ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়।

বিজয়। উদ্বেগ কি?

গোস্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও স্বেদাদি উদিত হয়।

বিজয়। জাগর্য্যা কি?

গোস্বামী। জাগর্য্যার অর্থ নিদ্রাক্ষয়। তাহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

বিজয়। তানব কি?

গোস্বামী। শরীরের কৃশতাই তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য ও শিরোভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে 'বিলাপ' পাঠ আছে বলেন।

বিজয়। জড়িমা কি?

গোস্বামী। ইষ্টানিষ্ট-পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে 'জড়িমা' হয়।

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি?

গোস্বামী। ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ এবং অসহতাকে 'বৈয়গ্র্য' বলা যায়। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া থাকে।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টের অলাভে দেহের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি। শীতস্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস-পাতনাদি ইহাতে থাকে।

বিজয়। উন্মাদ কি?

গোস্বামী। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনস্কত্বনিবন্ধন অন্য বস্তুতে সেই বস্তু বলিয়া যে ভ্রান্তি, তাহাই 'উন্মাদ'। ইষ্টদ্বেষ,

নিঃশ্বাস, নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়।

বিজয়। মোহ কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে 'মোহ' বলেন। নিশ্চলতা ও পতন ইহাতে ঘটে।

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ?

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে মদন-পীড়া-প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে। মৃতিতে স্বীয় প্রিয়বস্তুসকল বয়স্যার প্রতি সমর্পিত হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবায়ু, জ্যোৎস্না, কদম্ব—ইহাদের অনুভব হয়।

বিজয়। সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ, সমঞ্জসা-রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ, সঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে।

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গলিপ্সার যে চেষ্টা, তাহাই 'অভিলাষ'। এই অভিলাষ নিজের ভূষণগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন।

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির উপায়সকলের ধ্যানই 'চিন্তা'। শয্যা, বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বাস ও নির্ল্লক্ষ-দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ।

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি?

গোস্বামী। অনুভূত প্রিয়ব্যক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়চিন্তাই 'স্মৃতি'। কর্ম্ম, অঙ্গ, বৈবশ্য, বাষ্প ও নিঃশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়।

বিজয়। গুণকীর্ত্তন কিরূপ?

গোস্বামী। সৌন্দর্য্যাদি গুণের শ্লাঘা করাকে 'গুণকীর্ত্তন' বলে। কম্প, রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদ্গদাদি ইহার অনুভাব। উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি— এই ছয়টী সমঞ্জসা-রতিতে যতটুকু সম্ভব হয়,

তাহাই সমঞ্জস-পূৰ্ব্বরাগে পাওয়া যায়।

বিজয়। প্রভো, সাধারণ পূৰ্ব্বরাগ লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস রাগ। ইহাতে বিলাপ পর্য্যন্ত ছয়টী দশা কোমলভাবে উদিত হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূৰ্ব্বরাগে পরস্পর বয়স্যের হস্তে কামলেখপত্র ও মাল্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে।

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার?

গোস্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দুইপ্রকার। প্রেম-প্রকাশক হইলেই 'কামলেখ' হয়।

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ?

গোস্বামী। বর্ণবিন্যাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্কই 'নিরক্ষর কামলেখ'।

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে 'সাক্ষর কামলেখ' হয়। কামলেখ হিঙ্গুলদ্রব, কস্তুরি ও মসীদ্বারা লিখিত হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র করা হয়, কুঙ্কুমদ্রবদ্বারা মুদ্রাঙ্কণ হয়, পদ্মতন্তুদ্বারা বাঁধা হয়।

বিজয়। পূৰ্ব্বরাগের ক্রম কি?

গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়নপ্রীতি, পরে চিন্তা, পরে আসক্তি, পরে সঙ্কল্প, পরে নিদ্রাচ্ছেদ, পরে কৃশতা, পরে অন্য বিষয় নিবৃত্তি, পরে লজ্জানাশ, পরে উন্মাদ, পরে মূৰ্চ্ছা; অবশেষে মৃত্যু। এইরূপ কামদশা হইয়া থাকে। পূৰ্ব্বরাগ নায়ক নায়িকা, উভয়ের হইয়া থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের।

বিজয়। মান কি?

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির একত্র অবস্থিতিকালে স্বীয় অভীষ্টরূপের আলিঙ্গন-বিক্ষণাদি-রোধক ভাবকে 'মান' বলে। মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গৰ্ব্ব, অসুয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা

প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে।

বিজয়। মানের আশ্রয় কি?

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্ব্বে 'মান' নামক রস হয় না। হইলে সঙ্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নির্হেতু- ভেদে দ্বিবিধ।

বিজয়। সহেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদিত হয়, সেই ঈর্ষা প্রণয়মুখ্য হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছিলেন যে, স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না সুতরাং মানপ্রকারমাত্রই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষবৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাত পুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভামা ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই।

বিজয়। বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্যানুভব কতপ্রকার?

গোস্বামী। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহা তিন প্রকার।

বিজয়। শ্রুত কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়সখী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণকে শ্রুত— বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বিজয়। অনুমিত-বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য কি প্রকার?

গোস্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। প্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন) দেখা যায়, তাহাই 'ভোগাঙ্ক'। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নাম 'গোত্রস্খলন'। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা দুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই 'স্বপ্নদৃষ্ট'।

বিজয়। দর্শন কিরূপ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছে এরূপ দেখাকে 'দর্শন' বলেন।

বিজয়। নির্হেতুক-মান কিরূপ?

গোস্বামী। বস্তুতঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকার কারণাভাসই প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতু মানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের পরিণামই সহেতুক-মান। প্রণয়ের বিলাসোদিত বৈভবই নির্হেতুকমান। ইহাকেই প্রণয়-মান বলা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি। এই কারণেই নায়ক-নায়িকার অহেতু ও সহেতু দুইপ্রকার মান উদিত হয়। অবহিত্থাদিই এ রসের ব্যভিচারিভাব।

বিজয়। নির্হেতুক-মানের কিরূপে উপশম হয়?

গোস্বামী। নির্হেতুক-মানের স্বয়ংই উপশম হয়, কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আপনিই হাস্যাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া দান, নতি ও রসান্তরাশ্রয়ে উপেক্ষাদ্বারা উপশান্ত হইয়া থাকে। বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদিই উপশমের লক্ষণ।

বিজয়। সাম কি?

গোস্বামী। প্রিয়বাক্যরচনের নাম 'সাম'।

বিজয়। ভেদ কি?

গোস্বামী। ভেদ দুই প্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মহাত্ম্যপ্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বারা উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার-প্রয়োগ।

বিজয়। দান কিরূপ?

গোস্বামী। ছলপূর্ব্বক ভূষণাদি প্রদানকে 'দান' বলা যায়।

বিজয়। নতি কিরূপ?

গোস্বামী। দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক পদে পতিত হওয়ার নাম 'নতি'।

বিজয়। উপেক্ষা কিরূপ?

গোস্বামী। সামাদিদ্বারা মানভঙ্গ হইল না দেখিয়া তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করার নাম 'উপেক্ষা'। অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা প্রসন্নকারক উক্তিক্রমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকেও কেহ কেহ 'উপেক্ষা' বলেন।

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কি অর্থ?

গোস্বামী। আকস্মিকভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম 'রসান্তর'। ঐ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক দুই প্রকার হয়। আপনি যাহা ঘটে তাহা 'যাদৃচ্ছিক' এবং প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিদ্বারা যাহা করা যায়, তাহা 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'।

বিজয়। আর কোন্ উপায়ে মানভঙ্গ হয়?

গোস্বামী। দেশ-কাল-বলে এবং মুরলীরবে। অন্য উপায় ব্যতীতও ব্রজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্পায়াসসাধ্য। মধ্যমমান যত্নসাধ্য। দুর্জ্জয়মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। মানে কৃষ্ণের প্রতি এই সকল উক্তি হয়, যথা—বাম, দুর্ল্লীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নির্ল্লজ্জ, অতিদুর্ল্ললিত, গোপীকামুক, রমণীচোর, গোপীধর্ম্মনাশক, গোপসাধ্বীবিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ়তিমির, শ্যাম, বস্ত্রচোর, গোবর্দ্ধন-উপত্যকার তস্কর।

বিজয়। প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রিয়সন্নিধানে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিশ্লেষ-বুদ্ধিজনিত যে আর্ত্তি, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। প্রেমোৎকর্ষদ্বারা এক প্রকার ঘূর্ণার উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে, চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই 'বৈচিত্ত্য'।

বিজয়। প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পূর্ব্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়, তাহাকে 'প্রবাস' বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস, অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস-ভেদে তাহা দুই প্রকার।

বিজয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কি প্রকার?

গোস্বামী। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম 'বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস'। স্বভক্ত-প্রীণনই কৃষ্ণের কার্য্য। কিঞ্চিদ্দূরে এবং সুদূরে গমন-ভেদে প্রবাস দুই প্রকার। সুদূর-প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, ভবন অর্থাৎ

বর্ত্তমান এবং ভূত-ভেদে ত্রিবিধ। সুদূর-প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ প্রেরণ হয়।

বিজয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পারতন্ত্র্যবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্ব্বক। দিব্য ও অদিব্যাদি ঘটনাজনিত পারতন্ত্র্য অনেক প্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু—এই দশদশা হয়। কৃষ্ণের প্রবাস-বিপ্রলম্ভে ঐ সকল দশা উপলক্ষণরূপে উদিত হয়। বিজয়! প্রেম-ভেদে ও দশা-ভেদে তত্তৎপ্রেমের অনুভাবরূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলম্ভ সমস্তই প্রবাসবিশেষ বলিয়া করুণালক্ষণ পৃথগ্‌রূপে করা যায় নাই।

ঐ 'জৈবধর্ম্মে' আরও পাওয়া যায়,—

"করযোড়পূর্ব্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগরসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন,—

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। 'মথুরামাহাত্ম্যে' কথিত আছে যে, গোপগোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য, ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোকে বা বৃন্দাবনের অপকটলীলায় কৃষ্ণলীলার দূর-প্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন-আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যভাব নিষেবণদ্বারা যুবতীর উল্লাস আরোহণপূর্ব্বক যে বিচিত্রভাব হয়, তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ।

বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত। মানের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দ্দূর-প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সম্পন্ন

এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সমৃদ্ধিমান্।

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ভয়, লজ্জা ইত্যাদি দ্বারা যুবক যুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন, তাহাই 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ'।

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যেস্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির স্মরণাদিক্রমে সংকীর্য্যমাণ উপচার হয়,—কিঞ্চিৎ তপ্তেক্ষুচর্ব্বণের ন্যায়, সেস্থলে 'সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ'।

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয়, তাহাই 'সম্পন্ন সম্ভোগ'। তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাবভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই 'আগতি'। প্রেমসংরম্ভবিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকস্মাৎ যে আবির্ভাব, তাহাই 'প্রাদুর্ভাব'। 'প্রাদুর্ভাবেই সর্ব্বাভীষ্ট-সুখোৎসব হয়।

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ, কেননা পারতন্ত্র্য-বশতঃ তাহা সর্ব্বদা সংঘটনীয় হয় না। সেই পারতন্ত্র্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অতিরিক্ত উপভোগকে 'সমৃদ্ধিমান্-সম্ভোগ' বলা যায়। সম্ভোগরস ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দুই প্রকার। সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের লীলাবিশেষ—যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌণ। সামান্য ও বিশেষ-ভেদে স্বপ্ন দুই প্রকার; সুতরাং গৌণ সাম্ভোগও দুই প্রকার। ব্যাভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন, তাহাই সামান্য। বিশেষস্বপ্নসম্ভোগ জাগর্য্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্ব্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্য্যাসম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। এই রস ভাবোৎকণ্ঠাময়; পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমানরূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতে আছে।

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়?

গোস্বামী। জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। ঊষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্নে জাগরের ন্যায় ভূষণাদিপ্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও দুই প্রকার—জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের নয়; অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নবিলাসে প্রিয়াদিগকে স্বপ্ন-সম্ভোগ করান।

বিজয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। সম্ভোগের বিশেষ এই সকল—সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন বর্ত্মরোধন, পথ বন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনা-জলকেলি, নৌকাখেলা, পুষ্পচৌর্য্যলীলা, ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জে লুকাচুরি খেলা, মধুপান, কৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান ও নিধুবনরমণাদি সম্প্রয়োগ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার।
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান।।
রাধিকাদ্যে ‘পূর্ব্বরাগ’ প্রসিদ্ধ ‘প্রবাস’ ‘মানে’।
‘প্রেমবৈচিত্ত্য’ শ্রীদশমে মহিষীগণে।।”

“কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।

বয়মিব সখি! কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০। ৯০।১৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"রাধিকাদি গোপীগণের চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ', 'প্রবাস' ও 'মান'—এই তিনটি প্রসিদ্ধ, দ্বারকায় মহিষীগণে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' প্রসিদ্ধ।

হে সখি কুররি! দেখ, রাত্রে গুপ্তবোধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ! তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা-দর্শনে নির্ব্বিদ্ধ (গাঢ়বিদ্ধ) চিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ?"

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"বিপ্রলম্ভ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৩—৪ শ্লোক)—

'যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।।"

নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত, মিলন-লাভের পর যুক্ত,—এই সময়দ্বয়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয়, উহাকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে, উহা—সম্ভোগের পুষ্টিকারক।

সম্ভোগ—'দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।।' (উঃ নীঃ)

এই শ্লোকের (১) শ্রীজীবপ্রভুকৃত-টীকা—'আনুকূল্যাদিতি কামময়সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ' (২) শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা—'পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ' দর্শন ও আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুখতাৎপর্য্য-নিষেবণদ্বারা নায়ক ও নায়িকার উল্লাসোপরি আরোহণপূর্ব্বক যে ভাব উদিত হয়, তাহাকে

'সম্ভোগ' বলে। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য-সম্ভোগ চারি প্রকার— ১। পূর্ব্বরাগানন্তর 'সংক্ষিপ্ত', ২। মানানন্তর 'সঙ্কীর্ণ,' ৩। কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস-অনন্তর 'সম্পন্ন', ৪। সুদূর প্রবাসানন্তর 'সমৃদ্ধিমান্'। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ সম্ভোগও পূর্ব্বের ন্যায় চারিপ্রকার।

পূর্ব্বরাগ—উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৫ম শ্লোক—

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।'

যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয়ের বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, উহাই 'পূর্ব্বরাগ'।

মান,— 'দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে'

পরস্পর অনুরক্ত একত্র অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক ও নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিঙ্গনাদির বিরোধী ভাবকে 'মান' বলে।

প্রবাস— 'পূর্ব্ব সঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।।'

পুর্ব্ব সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতির দেশান্তরাদি-ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ 'প্রবাস' বলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।'

প্রেমোৎকর্ষস্বভাবক্রমে প্রিয়সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ বিরহভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।' ।।১৬।।

ইতি—এই গ্রন্থের অনুকিরণ-নাম্নী টীকা সমাপ্ত হইল।